আওয়াজ বিডি
www.awaazbd.us

রবিবার, ২১ এপ্রিল ২০২৪ । ০৮ বৈশাখ ১৪৩০ । ১১ শাওয়াল ১৪৪৫ । সংখ্যা ৩৫৫

অভিযোগের বিষয়ে মুখ খুললেন বেনজীর

আওয়াজবিডি ডেস্ক: সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মুখ খুললেন পুলিশের সাবেক আইজি ড. বেনজীর আহমেদ। শনিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি তার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। তার নামে থাকা বিভিন্ন সম্পদ ও ব্যবসা নিয়ে সংবাদপত্রে যে তথ্য এসেছে তার সব সঠিক নয় বলেও দাবি করেন তিনি। বলেন, ব্যবসা ও সম্পদের বিষয় খবরে (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

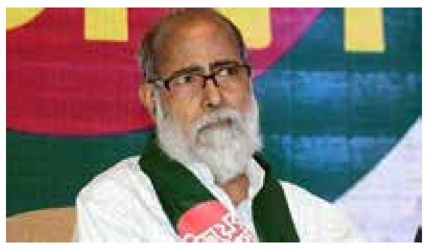

চলে গেলেন প্রথম পতাকার নকশাকার শিব নারায়ণ দাশ

ডেস্ক নিউজ: বাংলাদেশের প্রথম পতাকার অন্যতম নকশাকার শিব নারায়ণ দাশ মারা গেছেন। ৭৮ বছর বয়সি এই জাসদ নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শুক্রবার সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যান। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তার ছেলে অর্ণব আদিত্য দাশ। অর্ণব বলেন, বাবার মরদেহ বারডেমের মরচুয়ারিতে রাখা হবে। তার দেহ এখানে দান করা হবে এবং কর্নিয়া দান করা হবে সন্ধানীতে। শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত ১ এপ্রিল রাজধানীর শমরিতা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। মনিপুরীপাড়ার বাসায় ওই দিন রাতে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আইসিইউতে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে শমরিতা থেকে তাকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে নেওয়া হয়েছিল। শিব নারায়ণের তৈরি করা বাংলাদেশের মানচিত্রসংবলিত পতাকা ধরেই হয়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়েছিল। লাল-সবুজের ভেতরে হলুদ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্রসংবলিত ওই পতাকার নকশা যারা করেছিলেন, তাদের একজন সেই সময়ের ছাত্রলীগ নেতা শিব নারায়ণ দাশ। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সবার জন্য বাধ্যতামূলক রিয়েল আইডি

উত্তর আমেরিকা অফিস: আগামী বছর ৭ মে'র মধ্যে সবাইকে রিয়েল আইডি বা এনহ্যান্সড ড্রাইভার লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। এ সময়ের আগে সকল ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং যাদেও স্টেট আইডি বা রেগুলার ড্রাইভার লাইসেন্সর রয়েছে তাদের রিয়েল আইডি'র আওতায় আসতে হবে। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বিমানে চলাচলে এই ধরনের আইডি অপরিহার্য হবে। নতুবা বোর্ডিং পাস সংগ্রহে যাত্রীকে (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

৩ কোটি আমেরিকান সুবিধা পাবেন স্টুডেন্ট লোন : বাইডেনের নতুন ঘোষণা

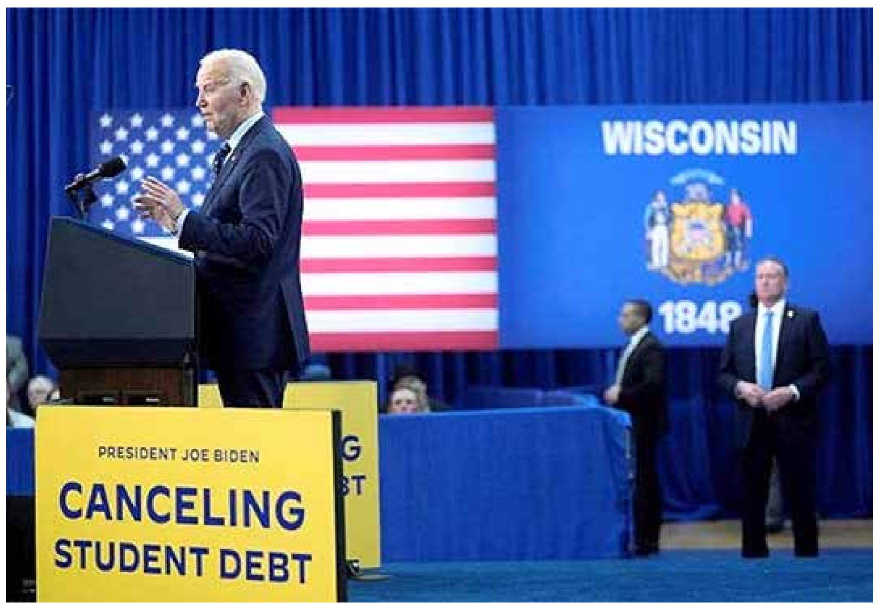

উত্তর আমেরিকা অফিস: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নতুন প্রস্তাবে তিন কোটি আমেনিকান স্টুডেন্ট ঋণ মওকুফের আওতায় আসবে। যাদের ঋণের মেয়াদ ২০ বছরের ওপর তারা ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত মাফ পাবেন। লোন পরিশোধ করতে যারা অপারগ তারাও এই ঘোষণার মধ্যে পড়বেন। গত ৮ এপ্রিল উইসকনসনের মেডিসনে এক নির্বাচনী সভায় স্টুডেন্ট লোন মওকুফের নতুন প্রস্তাবের (প্লান বি) ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তার এই ঘোষণার পর পরিচালিত একটি জরিপে বলা হয়েছে, শতকরা ৪৮ ভাগ ভোটার মনে করেন, নভেম্বরের নির্বাচনে এই ঋণ মওকুফ ঘোষণা প্রভাব ফেলবে। গত বুধবার ১৬ এপ্রিল বাইডেন প্রশাসন স্টুডেন্ট লোন মওকুফের প্রস্তাবের খসড়া পাবলিকের শুনানীর জন্য উন্মুক্ত করেছে। ১৭ মে পর্যন্ত শুনানী চলবে। ২০২০ সালের নির্বাচনে স্টুডেন্ট লোন মওকুফ ছিল ব্হাইডেনের প্রতিশ্রুতি। ২০২২ সালের জুনে প্রত্যেক স্টুডেন্ট লোন গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ২০ হাজার ডলার মওকুফের লক্ষ্যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে তিনি স্বাক্ষর করেন। দুই মাসের মধ্যে তার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রায় ২৫ মিলিয়ন আমেরিকান ঋণ মওকুফের জন্য আবেদনও করেন। কিন্তু রিপাবলিকান শাসিত কয়েকটি স্টেটের জনপ্রতিনিধিরা এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ২০২৩ সালের জুনে আদালতের রায়ে বলা হয়, এ সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশ সাংবিধানিকভাবে অবৈধ। এই রায়ে আটকে যায় ৪ কোটি আমরিকানের ৪০০ বিলিয়ন ডলারের স্টুডেন্ট লোন মওকুফের প্রক্রিয়া। প্রেসিডেন্ট বাইডেন গত ৮ এপ্রিলের ঘোষণায় বলেন, স্টুডেন্ট লোন (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সাশ্রয়ী মূল্যের হাউজিংয়ের লক্ষ্য অর্জনই উদ্দেশ্য

ডেস্ক নিউজ: নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে বাংলাদেশ!

আওয়াজবিডি ডেস্ক: মিয়ানমারের জেনারেলদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ঢাকায় সেনাপ্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে যা করা প্রয়োজন, তা অবশ্যই করা হবে। তবে দেশটির সামরিক নেতাদের সঙ্গে সখ্য ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, দেশটির সামরিক নেতাদের অনেকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

নিউইয়র্কের ২৩৭ বিলিয়ন ডলারের বাজেট ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস: যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি রয়েছে নিউইয়র্ক রাজ্যে। এই ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য রাজ্যের নেতারা একটি বিশেষ হাউজিংয়ের প্যাকেজ চুক্তিসহ ২৩৭ বিলিয়ন বা ২৩ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের বাজেট ঘোষণা করেছেন। চলতি সপ্তাহে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হচুল এ বাজেট ঘোষণা করেন। রুদ্ধদার বৈঠকের পর এই ঘোষণা দেন তিনি। তার মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি এবং এর জন্য আমি সত্যিই গর্বিত। নতুন বাজেটে মেডিকেল তহবিল, শিক্ষা এবং ফৌজদারি বিচারের উদ্যোগ বিষয়ক প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিষয়ে আলবেনিতে ডেমোক্রেটিক আইন প্রণেতাদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের পর গত ১ এপ্রিলে বাজেটের সময়সীমার দুই সপ্তাহ পরে এটি ঘোষণা করা হলো। বাজেট ঘোষণার সময় ক্যাথি হচুল আইনসভায় তার প্রতিপক্ষ সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা আন্দ্রেয়া স্টুয়ার্ট-কাজিন এবং অ্যাসেম্বলির স্পিকার কার্ল ই. হেস্টিকে একমত হওয়ার জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে টেবিলে বসেছিলাম। আমাদের রাজ্যের স্বার্থে আমরা সত্যিই সহযোগিতামূলক উপায়ে এটিকে একসঙ্গে মেনে নিয়েছি। গত বছর পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা তৈরিতে ব্যর্থতার পর এই বাজেটে হাউজিং প্যাকেজটি গভর্নর ক্যাথি হচুলের জন্য শীর্ষ অগ্রাধিকার ছিল। এটি আইন প্রণেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করে।
হাউজিং প্যাকেজটি আবাসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নিউইয়র্কের বিদ্যমান ভাড়াটেদের সুরক্ষা বাড়াতে একটি মজবুত পরিকল্পনা। প্রস্তাবিত হাউজিং প্যাকেজের অধীন বাড়িওয়ালারা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ভাড়া বৃদ্ধি করতে চাইলে ন্যায্যতা প্রমাণ করতে বাধ্য হবেন এবং বাড়ি ভাড়ার চুক্তিটি পুনরায় করতে হবে।
তবে চুক্তিটি উভয় পক্ষ থেকে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। ভাড়াটেরা বলেছেন, সুরক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ফারম্যান সেন্টারের এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ৭ লাখ ১০ হাজার ভাড়াটিয়াকে সুরক্ষা দেবে। ওদিকে, বাড়িওয়ালারা বলছেন, শর্তগুলো ভেঙে যাওয়া আবাসন খাত ঠিক করার জন্য অপর্যাপ্ত। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

একীভূতকরণ উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ডেস্ক নিউজ: চাপ দিয়ে দুর্বল ১০ ব্যাংকের সাথে সবল ১০টি ব্যাংকের মার্জার বা একীভূতকরণের পরিকল্পনা নিয়েও– বিস্ময়করভাবেই এই উদ্যোগ থেকে সরে এসেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকিং শিল্পের সংশ্লিষ্টরা জানান, এই সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর ভীত গ্রাহকদের আমানত তোলার হিড়িক এবং ব্যাংকের পরিচালকসহ প্রভাবশালীদের চাপের মুখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেষপর্যন্ত পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক জানান, ইতোমধ্যেই যে পাঁচটি একীভূতকরণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে আগামী তিন বছরে নতুন কোনো ব্যাংক মার্জারের অনুমোদন হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গণমাধ্যমের অনুসন্ধানে বেশকিছু ব্যাংকের গ্রাহকদের আমানত ব্যাপকভাবে তুলে নেয়ার খবর উঠে এসেছে। যেমন বলা যায় বেসিক ব্যাংকের কথা। এই ব্যাংকটি একীভূত হতে চলেছে সিটি ব্যাংকের সাথে। এই তথ্য গণমাধ্যমে আসার পর ব্যাংকের বড় বড় আমানতকারীরা চিঠি দিয়ে আমানত তুলে নেয়ার ইচ্ছেপোষণ করেছেন বলে জানান বেসিক ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবু মোহাম্মদ মোফাজ্জল। (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

উৎসব মুখরতায় সহস্রকণ্ঠে বাংলা নববর্ষকে বরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস: এ ছিল এক অভাবনীয় দৃশ্য। বাংলা বর্ষ বরণে গত শনিবার পুরো টাইমস স্কয়ার দখলে নিয়েছিল বাংলাদেশিরা। সারা বিশ্বের মানুষের অতি পরিচিত ম্যানহাটানের টাইমস স্কয়ার, ইংরেজি বর্ষবরণে যেখানে নতুন বছরের প্রথম প্রহরে বল ড্রপিং দেখতে শত শত মানুষের ভীড় জমে সেই টাইমস স্কয়ার হাজারো বাংলাদেশির সমাগমে মুখর হয়ে উঠেছিল বাংলা নববর্ষ উদযাপনে। এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার বাংলা বর্ষবরণের উৎসবে মেতে উঠল টাইমস স্কয়ার। এখানে গত বছর থেকে শুরু হয়েছিল এই উৎসব উদযাপন। বিশ্বের রাজধানী হিসেবে খ্যাত নিউইয়র্কের এই টাইমস স্কয়ারে প্রবাসী বাঙালিরা নববর্ষকে বরণে আয়োজন করেছিল নানা অনুষ্ঠানের। এদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত টাইমস স্কয়ার হয়ে ওঠে শ্বাশত বাঙালির এক মহামিলন কেন্দ্র। এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আয়োজিত এই উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের সঙ্গে সময় মিলিয়ে বিকেলে বের করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। এছাড়া

অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, নাট্যানুষ্ঠান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সহস্র কণ্ঠে বর্ষবরণের গানের আয়োজন। টাইমস স্কয়ারে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আয়োজনের আহবায়ক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হাসান ইমাম এবং স্বাগত বক্তব্য দেন এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড'র প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ সাহা। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব লায়লা হাসান, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল (বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

অভিযোগের বিষয়ে

তিলকে তাল বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে 'আমার কিছু কথা' শিরোনামে ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, গোপালগঞ্জের পারিবারিক কৃষি খামারের ভূমির পরিমাণ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। জমির সকল তথ্য ট্যাক্স ফাইলে উল্লেখ আছে। এছাড়া আমার পরিবারের সদস্যদের জাতীয় পরিচয় পত্রসহ বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। যা আমাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমার এবং আমার পরিবারের ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরের সম্পত্তির তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। বেতন ভাতার হিসাব কাল্পনিক এবং ভুল।
তিনি বলেন, বেস্টওয়েস্টার্ন হোটেলে ৩৫ কোটি শেয়ারের মধ্যে আমাদের দুই লাখ শেয়ার আছে, যার দাম ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পদ্মা ব্যাংক ও কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কোনো শেয়ার নেই। দুবাই, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে আমাদের কোনো জমি নেই। সেন্টমার্টিনে নারিকেল বাগান নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে যে জমি আছে তার পরিমাণ সংবাদে উল্লেখিত পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। এছাড়া ঢাকার মগবাজারে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট থাকার বলা হয়েছে। এই এলাকা এবং আশপাশের এলাকায় এমন কোনো ফ্ল্যাট নেই আমার। তিনি বলেন, বসুন্ধরা এলাকায় মেয়ের বিশ্রামের জন্য ফ্ল্যাট কেনার বিষয় সংবাদে উল্লেখ করা হলেও সেখানে এমন কোনো ফ্ল্যাট নেই। একটি অসমাপ্ত ফ্ল্যাট কেনা হলেও পরবর্তীতে ব্যবহারযোগ্য না হওয়ায় বিক্রি করে দেয়া হয়। তিনি বলেন, তার পরিবারের যে ব্যবসা ও সম্পদ আছে তার হিসাব করের নথিতে রয়েছে।

৩ কোটি আমেরিকান

মওকুফের বিষয়টি আমার মাথায় সবসময় ছিল। রিপাবলিকান পার্টি ও কোর্টের আদেশের কারণে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছিল না। আইনগত সব দিক বিবেচনা করে ছাত্র ঋ মওকুফের প্লান বি আমার প্রশাসন ঘোষণা করেছে। যাদের একুমুলেটেড সুদের পরিমান মূল ঋণের থেকে বেশি হয়ে গেছে তাদের ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত মাফ করা হবে। লো ফাইন্যানসিয়াল ভ্যালু প্রোগ্রামের আওতাধীনরাও ঋণ মওকুফের আওতায় আসবেন। যারা লোন পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছেন তারাও উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে মওকুফ পাবেন। এর আওতায় ৩ কোটি আমেরিকান উপকৃত হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।
সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান দলের পক্ষে ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প স্টুডেন্ট লোন মওকুফের বিপক্ষে। তিনি আদালতের রায়ের পক্ষে মত প্রদান করেছেন। সোশালস্ফেয়ার নামে একটি রিচার্স ও কনসাল্টিং ফার্ম জরিপে বলেছে, বাইডেনের এ ঘোষণা নভেম্বরের নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। শতকরা ৪৮ আগ ভোটার মনে করেন এ ঘোষণা বাইডেনের জন্য সহায়ক হবে। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নভেম্বরের আগেই স্টুডেন্ট লোন মওকুফের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাশ্রয়ী মূল্যের

২০২২ সালের নভেম্বরে আমাদের প্রশাসন কুইন্সের উইলেটস পয়েন্টস মহল্লা/পাড়াকে ঐতিহাসিক প্রজন্মে রূপান্তরের ঘোষণা করে। এই পাড়াকে একসময় 'ভ্যালি অফ অ্যাশেজ' বলা হতো এবং এটি আবর্জনার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। এখন এটি ২ হাজার ৫০০টি সাশ্রয়ী মূল্যের নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ির সাথে সাথে একটি প্রাণবন্ত পাড়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এটি গত ৪০ বছরে শহরের বৃহত্তম সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প। এখানে হচ্ছে- একটি নতুন স্কুল, দেড় লাখ বর্গফুট আয়তনের নতুন উন্মুক্ত পাবলিক স্পেস, খুচরা জায়গা, একটি হোটেল এবং নিউইয়র্ক সিটি ফুটবল ক্লাবের অর্থায়নে করা হবে শহরের প্রথমবারের মতো ফুটবল স্টেডিয়াম।
উন্নয়নের ফেজ ২ অনুমোদনের জন্য সিটি কাউন্সিলের ভোটের মাধ্যমে আমরা সমস্ত নিউইয়র্কবাসীর জন্য বিজয়ের এক বড় ধাপের কাছাকাছি। উইলেটস পয়েন্ট প্রকল্প আমাদের শহরের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি এমন একটি ভবিষ্যত যেখানে সমস্ত নিউইয়র্কবাসী ভালো স্কুল, ভালো বেতনের চাকরি, আউটডোর স্পেস এবং দুর্দান্ত পাবলিক পরিবহনের কাছাকাছি একটি নিরাপদ অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করতে পারে।
দুই বছর আগে মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের সময় আমাদের একটা মিশন ছিল: জননিরাপত্তা রক্ষা, আমাদের অর্থনীতি পুনঃনির্মাণ এবং এই শহরকে কঠোর পরিশ্রমী নিউইয়র্কবাসীর জন্য আরও বাসযোগ্য করে তোলা। পাঁচটি বরোর প্রতিটি মহল্লায়/পাড়ায় আরও সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন তৈরি করা হলো জীবনযাত্রা ও সমৃদ্ধির ভিত্তি। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়টি জানি।
গৃহহীনতার প্রান্তে বেড়ে ওঠা, আমার ভাইবোন ও আমাকে জামাকাপড় ভর্তি ট্র্যাশ ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতে হয়েছিল। কারণ আমরা জানতাম না- পরের রাতে আমরা কোথায় ঘুমাবো। কোনো শিশুরই এমন অনুভূতি হওয়া উচিত নয়। আপনি আজকের বিষয়ে চিন্তিত থাকলে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে পারবেন না।
উইলেটে প্রথম পর্যায়ের আবাসন নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই চলছে- যা নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগে শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৮৮০টি সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরবর্তী ধাপে অবশিষ্ট ১,৪০০টি বাড়ি অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যার মধ্যে ২২০টি সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি নিম্ন আয়ের প্রবীনদের জন্য আলাদা করা হবে।
আমাদের নতুন বাড়িতে ইন-বিল্ডিং লন্ড্রি, বাইক স্টোরেজ, একটি ল্যান্ডস্কেপ করা ভিতরের উঠান এবং আরও অনেক কিছুর পাশাপাশি এলইইডি গোল্ড সার্টিফিকেশন এবং সর্ব-ইলেকট্রিক লোকাল ল ৯৭ কমপ্লায়েন্স থাকবে। আমরা আশা করি উইলেটস পয়েন্ট ১,৫৫০টি স্থায়ী চাকরি এবং ১৪,২০০টি নির্মাণকাজের চাকরি সৃষ্টি করে ৬.১ বিলিয়ন অর্থনৈতিক প্রভাব তৈরি করবে।
আমাদের নতুন ফুটবল স্টেডিয়াম হবে মেজর লীগ সকারের (এমএলএস) প্রথম সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক স্টেডিয়াম এবং নিউইয়র্ক সিটির প্রথম সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক পেশাদার ক্রীড়া স্টেডিয়াম। এটি ২০২৭ এমএলএস মওসুমের মধ্যে তার দরজা খুলতে এবং ফুটবল ভক্তদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি নিউইয়র্ক সিটির পাশাপাশি নিউজার্সির সাথে ২০২৬ সালে বিশ্বকাপের সহ-আয়োজনসহ, আমাদেরকে একটি বিশ্বমানের ফুটবল গন্তব্য হিসেবে মানচিত্রে রাখবে।
এটি নিউইয়র্ক মেটস সিটি ফিল্ড এবং ইউ.এস. টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারসহ উইলেটস পয়েন্টকে শহরের প্রধান স্পোর্টস হাব করে তোলে। এই ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারই মেটস-উইলেটস পয়েন্ট সাবওয়ে এবং লং আইল্যান্ড রেল রোড স্টেশনের হাঁটা দূরত্বের মধ্যেই ইউএস ওপেনের আয়োজন করে।
মেয়র বলেন, কাউন্সিল সদস্য ফ্রান্সিসকো মোয়া ও স্পিকার অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস, কুইন্স বরোর প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস, নিউইয়র্ক সিটি ফুটবল ক্লাব, কুইন্স ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ এবং সমস্ত কঠোর পরিশ্রমী নিউইয়র্কবাসী যারা উইলেটস পয়েন্টকে সম্ভব করেছে তাদেরসহ সিটি কাউন্সিলে আমাদের অংশীদারদের ছাড়া এর কিছুই ঘটত না।
এই প্রকল্পটি আমাদের শহরের আবাসন এবং ক্রয়ক্ষমতার সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের চলমান কাজকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে, যার মধ্যে আমাদের ঐতিহাসিক 'সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং সুযোগ' প্রস্তাবসহ প্রতিটি মহল্লা/পাড়ায় আরও কিছু আবাসন নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। এটি আগামী দশকে আমাদের ৫ লাখ সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ির কাঙ্খিত লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে।
নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন আমেরিকান স্বপ্নের চাবিকাঠি। উইলেটস পয়েন্ট নিউইয়র্কবাসীর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার এক বড় পদক্ষেপের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

নিউইয়র্কের ২৩৭

তবে ঠিক কয়টি অ্যাপার্টমেন্টকে এই নতুন সুরক্ষার আওতায় আনা হবে তা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেনি। কুয়ানটিয়েরা নামের একটি ব্রোকারেজের প্রধান নির্বাহী বেন কার্লোস থাইপিন বলেন, নতুন বাজেটের আওতায় ৪ লাখ ইউনিটকে কাভার করা হবে অথবা শহরের এক-তৃতীয়াংশ আবাসনকে এর মাধ্যমে সুরক্ষা দেয়া হবে। তবে কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এই সংখ্যায় পরিবর্তন আসতে পারে। এর আগে ২০১৯ সালে ভাড়াটিয়াদের পক্ষে যায়, এমন চুক্তি করা হয়েছিল। সেই চুক্তির মাধ্যমে বাড়িওয়ালাদের অ্যাপার্টমেন্ট সংস্কারের জন্য বিনিয়োগ করার ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। ফলে তার বিরোধিতা করেন বাড়িওয়ালারা। বর্তমানে একজন বাড়িওয়ালা চাইলে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির জন্য মাত্র ১৫ হাজার ডলার দিয়ে সংস্কার করতে পারবেন। এই অর্থ অপর্যাপ্ত বলে অভিযোগ রয়েছে ভাড়াটিয়াদের। কেননা, প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি ভাড়াটিয়া ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট নয় এই অর্থ। নেতাদের আশা, নতুন চুক্তির ফলে নিউইয়র্ক সিটিতে আবাসন সমস্যার সমাধান হবে এবং ভাড়াটিয়াদের জন্য সাশ্রয়ী হবে। তাই একে সমর্থন করেছেন সাবেক ডেপুটি মেয়র অ্যালিসিয়া গ্লেনও। বাজেটে আরেকটি অগ্রাধিকারের বিষয় ছিল-নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের শহরের স্কুলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা। আইনসভার নেতারা সেই বিতর্কটিকে বাজেট থেকে আলাদা রাখতে এবং পরবর্তী অধিবেশনে এটি আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গভর্নর মেয়র অ্যাডামসকে আরও দুই বছরের নিয়ন্ত্রণ দেয়ার জন্য বাজেট ব্যবহার করতে দিতে চান। দ্বিতীয় বছরের মতো হোকাল ধনীদের ওপর কর বাড়াতে আইনসভার চাপকে অগ্রাহ্য করেছেন। গভর্নর এবং আইনসভা নিউ ইয়র্ক সিটিকে তার অভিবাসী সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করার জন্য ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন বা ২৪০ কোটি ডলার বরাদ্দ করতে সম্মত হয়েছে। এখানে ৫ লাখ ডলার রাজ্যের রিজার্ভ থেকে নেয়া হয়েছে।

উৎসব মুখরতায়

জেনারেল নাজমুল হুদা, আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, আইএফআইসি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ আলম সারওয়ার, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের প্রধান এবং গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের সিইও ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ্ নেওয়াজ, এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান রানো নেওয়াজ, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাসার, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, থ্যাইল্যান্ড এবং নেপালের কনসাল জেনারেল প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন শামীম আল আমিন, ফাতেমা শাহাব রুমা, মৃদুল আহমেদ ও এলভিস।
রাত এগারোটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকা এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল ও থ্যাইল্যান্ডের শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। উৎসবে ছিল শিশুদের নিয়ে বিশেষ পরিবেশনা। এছাড়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুবসহ অনেকে। সহ কণ্ঠে সংগীতে নেতৃত্ব দেন মহিতোষ তালুকদার তাপস।
ফোক সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগম রাত পৌনে ১০টায় টাইমস স্কয়ারের মঞ্চে বেশ কয়েকটি সংগীত পরিবেশন করেন। এ সময় তিনি বলেন, 'কনকনে শীতের মধ্যে হাজার দশেক মানুষ আমার গান শুনতে দাঁড়িয়ে আছেন; এটা আমার জন্য অসম্ভব রকম সম্মানের।' পরিবেশনা ছিল শিল্পী পার্বতী বাউলের। উৎসবের উদ্বোধন করে সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, টাইমস স্কয়ারে হাজারো বাঙালির উপস্থিতিতে মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং সহ কণ্ঠে বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বাঙালি অভিবাসীরা, তা অবিস্মরণীয়। এভাবে বাঙালির সংস্কৃতিকে বিশ্বময় উদ্ভাসিত করতে, জাগ্রত রাখতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সরব থাকতে হবে। লায়লা হাসান বলেন, বাংলা সংস্কৃতি, কৃষ্টির সঙ্গে প্রবাসী প্রজন্মকে জড়িয়ে রাখার এ উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমাদের দেখিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সামনের দিনগুলোতে নতুন প্রজন্ম ধারণ ও লালনে উৎসাহিত হবে বলে আশা করছি।
কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই আয়োজন আগামী প্রজন্মকে বাংলা সংস্কৃতিচর্চায় উদ্বুদ্ধ করবে।
শাহ আলম সারওয়ার বলেন, আমেরিকার অভিবাসীরা টাইমস স্কয়ারে যে অভূতপূর্ব আয়োজন করেছেন, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমরা গর্বিত। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্তধার, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহেওয়াজ বলেন, 'আমেরিকায় বাংলাদেশিরা স্বতন্ত্র একটি অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে। টাইমস স্কয়ারের বিশাল এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা বিশ্ববাসীকে বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে জানাতে পেরেছি।' আয়োজক সংগঠনের সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, গত বছর আমরা শত কণ্ঠে নতুন বছরকে বরণ করেছিলাম, এবার বরণ করেছি কণ্ঠে। এ আনন্দ আয়োজন অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে শিল্পী ও দর্শনার্থীরা অংগ্রহণ করেছেন। আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, নাচ গান ও যাত্রাপালা, কোনো কিছুই বাদ ছিল না আমাদের আয়োজনে।
টাইমস স্কয়ারের আয়োজনে সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন, প্রধান সমন্বয়কারী শিবলী সাদেক, তানভীর আহমেদসহ অনেকে।
দ্বিতীয় দিন ১৪ এপ্রিল জ্যাকসন হাইসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের এই বর্ষবরণ উৎসবের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয়। এদিনও অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১১টায় শেষ হয় মধ্যরাতে। এদিনও মমতাজের গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।
দুইদিনের অনুষ্ঠানে সংগঠনগত ভাবে অংশ নেয় শিল্পকলা একাডেমি ইউএসএ, প্রকৃতি, সংগীত পরিষদ, বহ্নিশিখা, রবীন্দ্র একাডেমি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।

সবার জন্য বাধ্যতামূলক

ভ্যালিড পাসপোর্ট, গ্রীনকার্ড বা মিলিটারি আইডি প্রদর্শন করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে ৯/১১ এর পর কংগ্রেসে রিয়েল আইডি অ্যাক্ট পাস হয়। তবে বিভিন্ন কারণে আইনটি পুরোপুরি কার্যকর করতে দেরি হচ্ছিল। ২০২৫ সালের ৭ মে'র পর ভ্যালিড পাসপোর্ট, রিয়াল আইডি কিংবা এনহ্যান্সড ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া কেউ বিমানে ভ্রমণ করতে পারবেন না। এমনকি বিদেশি টুরিষ্টরা বিমানের অভ্যন্তরীন ফ্লাইটে উঠতে চাইলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেশের ভ্যালিড পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমেরিকান নাগরিকরা এনহ্যান্সড ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারবেন ডিএমভি'তে একটি নির্দিষ্ট অংকের ফি জমা দিয়ে। এই লাইসেন্স পেতে অবশ্যই তাদের পাসপোর্ট কিংবা ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। সাথে তুলতে হবে নতুন ছবি। আমেরিকানরা এই লাইসেন্স দিয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। যেমন কানাডা, মেক্সিকো, বারমুডা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলোতে ভ্রমণে আর পাসপোর্ট লাগবেনা। এনহ্যান্সড ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়েই এ সব দেশ ভ্রমণ করা যাবে।

চলে গেলেন প্রথম

১৯৭০ সালের ৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ১১৮ নম্বর কক্ষে বসে ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী ওই পতাকার নকশা তৈরি করেছিলেন 'জয়বাংলা বাহিনীর' জন্য।

মিয়ানমারের সাথে

আওয়াজবিডি ডেস্ক: মিয়ানমারের জেনারেলদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ঢাকায় সেনাপ্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে যা করা প্রয়োজন, তা অবশ্যই করা হবে। তবে দেশটির সামরিক নেতাদের সঙ্গে সখ্য ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, দেশটির সামরিক নেতাদের অনেকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
(বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)
তাই এক বন্ধুকে খুশি করতে গিয়ে আরেকজনের বিরাগভাজন হতে পারি না। এ বাস্তবতা বুঝে যেটা ভালো, আমরা সেটাই করছি।
বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেনাপ্রধান এসব কথা বলেন। 'ডিফেন্স ডিপ্লোম্যাসি : স্ট্র্যাটেজি ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক ওই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএস চেয়ারম্যান এএফএম গওসোল আযম সরকার। স্বাগত বক্তব্য দেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান। সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সেমিনারে সামরিক কূটনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে চারটি বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় মুক্ত আলোচনা। এ সময় কেউ কেউ মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে সেনাপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জবাবে সেনাপ্রধান মিয়ানমারের জেনারেলদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে বাস্তব সমস্যার কথা তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, সামরিক কূটনীতি শুধু সামরিক বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ নয়। সামরিক কূটনীতি কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয়ও নয়। রাষ্ট্রের সব অঙ্গ একসঙ্গে কাজ করবে। কিভাবে এ সহযোগিতা হতে পারে, সেটাই হলো চ্যালেঞ্জ। বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামরিক কূটনীতি চলে। এজন্য সামর্থ্য বাড়াতে হবে। আর সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন সম্পদ ও বাজেট। প্রথম বিশ্বের একজন মুখপাত্র এবং তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র সমান হবে না। এজন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীর কাজ শুধু যুদ্ধ করা নয়; বরং জাতীয় স্বার্থরক্ষায় কিভাবে যুদ্ধ পরিহার করা যায়, সেটাও দেখা সামরিক বাহিনীর কাজ। আজ যারা বন্ধু, কাল তারা বন্ধু থাকবেন এমন নয়। এটাও আমাদের ভুললে চলবে না।
সেনাপ্রধান বলেন, বাংলাদেশের কূটনীতি হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। সামরিক বাহিনী কূটনীতিতে যুক্ত হচ্ছে। কূটনীতি হলো, বিদেশের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থরক্ষায় রাষ্ট্রের যে কোনো ব্যক্তির প্রচেষ্টা।
অর্থনৈতিক কূটনীতি, ক্রীড়া কূটনীতি, গানবুট কূটনীতি-এমন নানা ধরনের কূটনীতি আছে। সেনাপ্রধান এ সময় জানান, কুয়েত বাংলাদেশকে ১৮টি মূল্যবান অ্যারাবিয়ান হর্স দিয়েছে। এটা সামরিক কূটনীতির ফলে হয়েছে। সেনাপ্রধান বলেন, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা কোনো দেশে দায়িত্ব পালনে যাওয়ার সময় তাদের বলে দিই, তারা প্রত্যেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। তাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে তারা ফিরে আসার পর স্বাগতিক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হয়।
সেনাপ্রধান শফিউদ্দিন সামরিক বাহিনীর পাঁচটি দায়িত্বের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের সর্বভৌমত্ব রক্ষা করা। দ্বিতীয় কাজ- বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় জাতিগঠনে দায়িত্ব পালন। তৃতীয় কাজ- বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবিলা করা। দুর্যোগ মোকাবিলা শুধু দেশের ভেতরে নয়। দেশের বাইরেও করা যায়। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী চীন, ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, তুরস্কে দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজ করেছে। চতুর্থ কাজ হলো বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী এই কাজ করছে। পঞ্চম কাজ হলো বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এটা শুধু শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নয়। কাতারে পাঁচ হাজারের বেশি লোক পাঠিয়ে এই কাজ সেনাবাহিনী করেছে। এটা শুধু সেনাবাহিনীর লোক নয়, বরং পুলিশ ও বেসামরিক লোকও পাঠানো হয়েছে। জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদ সেনাপ্রধান হওয়ার আগে জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে তার অংশ নেওয়ার স্মৃতিচারণা করেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের ঘটনা। আমি তখন মধ্য আফ্রিকায় জাতিসংঘ মিশনে নিযুক্ত হয়েছিলাম। ওই বছর ৯ অক্টোবর আমি অ্যামবুশের মুখে পড়ি। সৌভাগ্যবশত ওইদিনই আমি একটি বুলেটপ্রুফ আর্মাড ভেহিক্যাল সঙ্গে নিয়েছিলাম। সেখানে গ্রেনেড নিক্ষেপ হলেও আমি বেঁচে যাই। ওই ঘটনায় অন্য দেশের কয়েকজন সৈন্য প্রাণ দিয়েছেন। কয়েকজন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীসহ অনেকে আহত হন। কারণ, সব যানবাহনই বুলেটপ্রুফ ছিল না। তাই প্রথমে নিজেদের সুরক্ষা করতে হবে। তারপর আমাদের ওপর ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘের প্রেক্ষাপটে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পুরো কাজটাই খুব চ্যালেঞ্জিং। অনেক নিরপেক্ষ থেকে কাজ করতে হয়।
চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, বঙ্গবন্ধুর নীতি 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'- এই নীতিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশ। আমাদের কূটনীতিকরা সামরিক কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ভালোভাবে জানেন। ক্রয়ের ক্ষেত্রেও কোথা থেকে ক্রয় করলে সুবিধা পাওয়া যাবে, সেটা আলোচনা করা হয়। আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করি।
সেমিনারে চারটি বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. এএসএম আলী আশরাফ 'প্রতিরক্ষা কূটনীতির পরিবর্তনশীল ধারা এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য অর্জন', বিআইএসএস-এর গবেষণা ফেলো এএসএম তারেক হাসান শিমুল 'ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি : বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কূটনীতির চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ', মেজর জেনারেল (অব.) মাইন উল্লাহ চৌধুরী 'জাতিসংঘ ও অন্যান্য বৈদেশিক মিশনে প্রতিরক্ষা কূটনীতি: দিগন্তের অনুসন্ধান' এবং এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) মাহমুদ হোসেন 'প্রতিরক্ষা কূটনীতির বর্তমান চর্চা এবং ভবিষ্যৎ গতিপথ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
বক্তারা বলেন, একটি দেশের বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতির উদ্দেশ্য পূরণে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা কূটনীতি একটি কার্যকর কূটনৈতিক হাতিয়ার এবং সংকট প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিরক্ষা কূটনীতিকে বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যা দেশের জাতীয় স্বার্থ এবং পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। তারা আরও বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ প্রতিরক্ষা কূটনীতির একটি দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশকে বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী এর গুরুত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের কূটনৈতিক অঙ্গনে প্রতিরক্ষা কূটনীতির ধারণা ও আবেদন বিস্তৃত হচ্ছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।
সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, সাবেক কূটনীতিক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

একীভূতকরণ উদ্যোগ

তিনি বলেন, "বুধবার আমাদের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে মার্জারের সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকরা ডিপোজিট (আমানত) তুলে নেয়া শুরু করেছে। এতে আমাদের তারল্য সংকট তৈরি হয়েছে। আমরা সার্বিক এই ক্ষতির বিষয়টি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরব।"
একইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের সাথে একীভূত হতে চলা আরেকটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান– ব্যাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল); এবং কৃষি ব্যাংকের সাথে একীভূত হতে চলা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)-ও গ্রাহকের আমানত তুলে নেয়ার চাপের মুখে পড়েছে।
রাকাবের সিনিয়র এক কর্মকর্তা বলেন, "হঠাৎ গ্রাহকদের এভাবে আমানত তুলে নেয়ার প্রবণতাটি অব্যাহত থাকলে– সংকট আরও বাড়বে।"
বেসরকারি খাতের ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড (এনবিএল) একীভূত হবে অপর বেসরকারি ঋণদাতা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সাথে। এই ব্যাংকেও মার্জারের সিদ্ধান্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সম্প্রতি পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা সত্ত্বেও – একীভূতকরণের প্রস্তাবে বোর্ডের থকে অনুমোদন নিতে পারেনি।
ন্যাশনাল ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা টিবিএসকে বলেন, গত দুইমাস আগে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে একাধিক পরিচালক পদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। "কিন্তু, একীভূত করার সিদ্ধান্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।"
তিনি আরো বলেন, বোর্ড পুনর্গঠনের পর ব্যাংকের অনেক সূচক ভালোর দিকে আসছে। তবে সূচকগুলো আরও ভালোর দিকে নিতে আরও বছর খানেক সময় প্রয়োজন।
"এরই মধ্যে জোরপূর্বক একীভূত করার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অনেক গ্রাহক আমাদের ব্যাংকে আসছেন তাদের জমা টাকা তোলার জন্য"- যোগ করেন তিনি।
সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর সাথে আলোচনা না করে একীভূত হতে বাধ্য করে বাংলাদেশ ব্যাংক
জানা যায়, বেসরকারি খাতের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) শীর্ষ নির্বাহীদের গত ৯ এপ্রিল হঠাৎ ডেকে পাঠায় বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেন ব্যাংকটির নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ কাদরী। সেখানে তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ন্যাশনাল ব্যাংককে ইউসিবির সঙ্গে একীভূত করতে হবে।
ব্যাংকটির একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, "এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগই পাননি ইউসিবি নেতৃত্ব।"
বিডিবিএল বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকেন একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে একীভূত করা নিয়ে কোন প্রস্তাব দেইনি। সভায় বোর্ড সদস্যরা বলেন, "সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের ব্যাংককে অন্য একটি সরকারি ব্যাংকের সঙ্গে মার্জার করা হবে বলে তারা জানিয়েছে। সরকার চাইলে আমাদের আপত্তি করার কোনো সুযোগ নেই। তবে বিডিবিএল ভালো অবস্থানেই ছিল।"
কোন প্রস্তাবনা না দেওয়ার পরও একীভূত করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে বলে টিবিএসকে বলেছেন রাকাবের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা।
ওই কর্মকর্তাদের মতে, "ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য কিংবা ঊর্ধ্বতন নির্বাহীরা নিজেরাও জানতেন না যে তাঁদের ব্যাংক অন্য দুটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হতে চলেছে। অথচ নীতিমালায় আছে, একীভূত হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ।"
এনবিএলের একজন শীর্ষ নির্বাহী বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তাদের আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ডেকে একীভূত করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল। "তবে আমাদের পরিচালনা পর্ষদ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেনি। ফলে আমাদের ব্যাংক একীভূত হবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়।"
বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ 'ফোর্সড ম্যারেজ' বলছেন বিশেষজ্ঞরা
ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে টিবিএসের সাথে আলাপকালে তাঁর আশঙ্কাগুলো তুলে ধরেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক কোর্টল্যান্ডের অধ্যাপক ড. বিরূপাক্ষ পাল। তিনি এই প্রক্রিয়াকে 'ফোর্সড ম্যারেজ' বলে উল্লেখ এর সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করেন।
"এটা শুধু ব্যাংকগুলোকে তাদের টক্সিক অ্যাসেট লুকাতে সহায়তা করবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেওয়া পদক্ষেপকে কেবল জোরপূর্বক একত্রীকরণের বিকৃত পদ্ধতি বলা যায়।"
এই অর্থনীতিবিদ সকল ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বাস্থ্য নিরুপণে পুঙ্খানুপুঙ্খ অডিট পরিচালনা করার এবং যে কোনও একীভূতকরণের বিষয়ে এগোনোর আগে সেগুলো জনসম্মুখে প্রকাশের ওপর জোর দেন। তাঁর পরামর্শ যে, বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোর জন্য তাদের একীভূত হওয়ার অংশীদার বেছে নেওয়ার সুযোগ রাখা উচিত।
"এতে সময় লাগবে, তাই এই প্রক্রিয়ায় আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। এনপিএল বা খেলাপি ঋণের সংকট রাতারাতি তৈরি হয়নি। তাই এটা সমাধানে যথেষ্ট সময় এবং সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার।"
কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি নিজস্ব একীভূতকরণ নীতিমালা লঙ্ঘন করেছে?
গত ৪ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এর গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি) নেতৃবৃন্দকে সাথে ব্যাংক একীভূতকরণের পরিকল্পনা জানান। রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি সাতটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক একীভূতকরণ নীতিমালা ঘোষণা করে। যেখানে বলা হয়, কোনো ব্যাংক স্বেচ্ছায় একীভূত হতে চাইলে নিজ নিজ পরিচালনা পর্ষদে সিদ্ধান্ত নেবে।
'বাধ্যতামূলক একত্রীকরণ–সম্পর্কিত নীতিমালা'য় বলা হয়েছে, দুর্বল ব্যাংককে ২০২৫ সাল থেকে বাধ্যতামূলক একীভূত করতে পারবে বাংলাদেশ ব্যাংক। কোনো ব্যাংক একীভূত হওয়ার আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। এ কাজের খরচ জোগান দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক।
একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের দায় ও সম্পদ গ্রহণের দরপত্র পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করতে হবে, যাতে ওই ব্যাংকের সব ধরনের তথ্য থাকবে। এতে সাড়া না মিললে, যেকোনো ব্যাংকের সঙ্গে ওই ব্যাংককে একীভূত করে দিতে পারবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
পুঁজিবাজারে একীভূতকরণের প্রভাব
কিছু ব্যাংক ২০২৩ সালে রেকর্ড মুনাফা করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করলেও– এতে তাদের শেয়ারদরের ওপর কোন প্রভাব পড়েনি।
যেমন বেসিক ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সিটি ব্যাংকের শেয়ারের দরপতন হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্যমতে, ব্যাংকটি রেকর্ড ৬৩৮ কোটি কোটি টাকা নিট মুনাফা করে এবং শেয়ারহোল্ডারদের ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ এবং ১০ শতাংশ স্টক লভ্যাংশের সুপারিশ করা সত্ত্বেও– তিন কার্যদিবসের মধ্যে সিটি ব্যাংকের শেয়ারদর ১.৭৫ শতাংশ কমে যায়।
অন্যদিকে, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) এবং ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড (এনবিএল) একীভূত হওয়ার খবর প্রকাশের মধ্যে ইউসিবির শেয়ার বাড়, আর এনবিএল এর শেয়ারের বড় দরপতন হয়ে।
মার্জারের সংবাদ প্রকাশের পর ১৫ এপ্রিলের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে প্রথম ট্রেডিং সেশনে, ইউসিবির শেয়ারর ০.৮৮ শতাংশ বেড়ে ১১ টাকা ৫০ পয়সা হয়, যেখানে এনবিএল এর শেয়ারদর প্রায় ৬ শতাংশ কমে ৬ টাকা ৫০ পয়সা নিয়ে লেনদেন শেষ করে। .
এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে পদ্মা ব্যাংকের মার্জ করার খবর প্রকাশিত হয় ১৪ মার্চ। ওইদিন এক্সিম ব্যাংকের শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা। খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ব্যাংকটির শেয়ারের দাম কমেছে। সর্বশেষ গত বুধবার শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৯ টাকা ৩০ পয়সা দামে। অর্থাৎ, এক মাসের ব্যবধানে শেয়ারদর কমেছে প্রায় ৭ শতাংশ।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা যা বলছেন
ইতোমধ্যেই যে পাঁচটি ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার বাইরে অন্য কোনো ব্যাংক একীভূত করা হবে কি-না জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপদেষ্টা আবু ফারাহ মো. নাসির টিবিএসকে বলেন, "কোনো ব্যাংক নিজে থেকে অন্য ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ করতে চাইলে আমরা অবশ্যই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকব। তারা অফিশিয়ালি আমাদেরকে তাদের সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" ব্যাংক একীভূতকরণের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক এপর্যন্ত এক্সিম ও পদ্মা ব্যাংকের সম্পদ ও দায় মূল্যায়নের জন্য অডিটর নিয়োগ করেছে এবং তাদের একীভূতকরণের প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে। বাকি চারটি মার্জারের জন্য এ ধরনের কোনো প্রাথমিক অনুমোদন এখনো দেওয়া হয়নি জানিয়ে তিনি বলেন, "ফলে এই মুহূর্তে ওই চারটি দুর্বল ব্যাংকের একীভূতকরণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।"

কেমন আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো?

মো. আখতার হোসেন আজাদ

শিক্ষা হল একটি জাতিকে উন্নত ও সভ্য জাতিতে পরিণত করার একমাত্র হাতিয়ার। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি রয়েছে। তবে গতানুগতিক অধিকাংশ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় একই রকম। দেশের শিক্ষার পর্যায় ভাগ করলে বলা যেতে পারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। এরপর ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষ করে কলেজে। এরপরেই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের দৌড় শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। আসন পর্যাপ্ত না হবার কারণে যারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পায়না তারা হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে থাকেন। তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হলো বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অব্যবস্থাপনার কথা, একজন শিক্ষার্থীর দাবি, চাহিদা কিংবা মনে কথা বলার সুযোগ বলার আবাসিক হলে বা ক্লাস রুমেও নেই। ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলে রয়েছে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের দাপট, আর শিক্ষকের হাতে রয়েছে ৩০ নাম্বার। ব্যক্তিগত আক্রোশে এ ক্ষমতা অপব্যবহারের নজির আছে ভুরিভুরি। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে। কিন্তু যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন সেই সরকারের ছাত্রসংগঠনের ও শিক্ষকনেতাদের প্রভাব, আধিপত্য এতোটাই থাকে যে প্রশাসনের অস্তিত্ব অনেক সময় টেরই পাওয়া যায় না। ক্যাম্পাসে চলে অস্ত্রের মহড়া, মাদক, ছিনতাই, যৌন হয়রানির মত ঘটনা।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পড়ালেখা হওয়া উচিত আনন্দ ও উৎসাহময়। এখানে জ্ঞানের চর্চা হওয়া এবং নিত্য নতুন গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের সৃষ্টি হবে এটিই কাম্য। কিন্তু দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিরানন্দ একটা পরিবেশে কোন রকমে টিকে থাকার চেষ্টা করে থাকে। যেসব ছেলেমেয়েরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে তারা একটা ডিগ্রি নিয়ে বের হতে পারে এবং তা অনেকক্ষেত্রেই হয় একটা চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে।

একসময় এই দেশের অল্প কিছু মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করত। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল হাতেগোনা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৪টি। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে ঠিক পাল্লা দিয়ে উচ্চশিক্ষার বাম্পার ফলনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। দেশে বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৪১টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিনগুন। নামে-বেনামে যেভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাতে উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন উঠছে। এরপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরেও যে ছাত্র-ছাত্রী বা অভিভাবকেরা যে স্বস্তিতে থাকেন তাও না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, কথিত ভাল(!) বিষয় নামে যে ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তার উপর ভিত্তি করে অনেক শিক্ষার্থীকে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে বাবা মায়ের ইচ্ছায় ভর্তি হতে হয়। এরপরে আরেক ধরনের উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর কেউ দ্বিধায় ভুগে থাকেন যে এই বিষয়ে পড়ে আমার ভাল চাকুরী হবে কিনা? অথচ সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে ভর্তি হবার পর এইরকম দীর্ঘশ্বাস বা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ার কথা ছিল না বরং প্রত্যাশা ছিল আগ্রহ, উৎসাহ নিয়ে গবেষণাধর্মী পড়ালেখা করে নিজ, দেশ ও জাতি গঠনের একজন দক্ষ কর্মী হওয়া। শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় জ্ঞান সৃষ্টি, আহরণ ও বিতরণ কেন্দ্র। কিন্তু অতীব রাজনীতি চর্চার ফলে শিক্ষার মান যেভাবে গড়ে ওঠার কথা ছিল বা মৌলিক গবেষণা যেভাবে হবার কথা ছিল সেটির প্রত্যাশা পুরোপুরিভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

এবার বলতে চাই আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কিছু কথা। আমার মনে আছে, অধ্যাপক জাফর ইকবাল স্যার সম্ভবত পত্রিকায় লিখেছিলেন, আমার আনন্দ লাগে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়া ছেলেটি বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর লোভনীয় চাকুরীতে যোগ দেবার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার আগ্রহ বেশি দেখায়। আমার মতে, স্যারও হয়ত এটা জানেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়া সকল ছেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার গৌরব অর্জন করতে পারেন না। এর জন্য প্রয়োজন হয় অলিখিত আত্মীয়কোটা, লবিং কিংবা ক্ষমতাসীন দলের আশির্বাদ। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে, সেই সরকার এইভাবেই দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহনের আঙ্গিনাকে এইভাবে সাজিয়ে থাকে। আমি নিজেই দেখেছি, একজন শিক্ষক তার বিভাগে অনার্সে ২৭ তম হয়েছিলেন। এরপর মাস্টার্সে কোন রকমে প্রথম বিভাগ অর্জন করেছেন। রাজনৈতিক আশির্বাদে বর্তমানে তিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক! এইরকম ব্যক্তি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন শিক্ষক হিসেবে তখন তিনি পাঠদানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন লালদল বা নীলদল কিংবা সাদাদল নামের শিক্ষক সংগঠনগুলোর নেতা হতে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য, মেধাবী ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব ঘটছে। বলা যায় মেধাহীন ব্যক্তি দিয়ে মেধাবী গঠনের কাজ করানো হচ্ছে। রাজনৈতিক ছায়াতলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর উনারা ক্লাসে কিংবা বিভিন্ন সভা-সেমিনারে যেভাবে বক্তব্য দেন, তা শুনে মনে হয় যেন উনারা ক্ষমতাসীন দলের প্রতিনিধি। এমনকি বর্তমানে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরসহ বিভিন্ন শিক্ষকের নামে সরাসরি ভোট চাওয়ার খবরও পত্রিকার পাতায় শোভা পায়। এইবার বলতে চাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতি নিয়ে। আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির একসময় অনেক সুনাম ছিল। দেশের ক্রান্তিকালে কিংবা কোন সংকট তৈরী হলে অথবা ছাত্র-জনতার নায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে আমাদের দেশের ছাত্ররাজনীতির ভূমিকা ছিল অতীব প্রশংসনীয়। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর সাধারণ নির্বাচন, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৯০-এর স্বৈরাচার এরশাদের পতন আন্দোলনে ছাত্ররাজনীতির ভূমিকা আজও সোনালী অক্ষরে লিখা আছে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্ররাজনীতি কেমন যেন একটু কলুষিত হয়ে তার অতীত গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। পোস্টার পোড়ানো, ব্যানার ছেঁড়া, প্রতিহিংসার রাজনীতি চর্চার ফলে এখন মেধাবী শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনে স্বেচ্ছায় আসতে চায় না। স্বেচ্ছায় বললাম কারণ, বর্তমানে রাজনীতি হয়ে পড়েছে সুযোগ নির্ভর। প্রচলন হয়েই গেছে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্ররাজনীতি করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে থাকা যাবে নচেৎ তার ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে বিচরণ করাও নিরাপদ নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসে মফস্বল থেকে। এক সাগর স্বপ্ন নিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় এসে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকে তখনই ছাত্রনেতারা স্বেচ্ছায় তাদের ছায়া হয়ে আসে কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ হাসিল করার জন্য। এরপর হলে একটা থাকার জায়গা আর টিউশনি খুঁজে দিয়ে অনুগত কর্মী হিসেবে সেই ছাত্রসংগঠনের রাজনীতির সাথে যুক্ত করা যেন বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে। এছাড়াও জেলাকল্যাণের নেতৃত্ব নির্বাচনে অতিমাত্রায় দলীয়করণ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ছাত্ররাজনৈতিক দলের নেতাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ, আদর্শিক প্রতিপক্ষকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়ন, মারামারি, হানাহানি শিক্ষাঙ্গনে আতঙ্ক তৈরীর যথেষ্ট কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাম্পাসে অতিমাত্রায় রাজনীতি চর্চার ফলে একজন বাবা নিশ্চিত হতে পারেন না যে তার ছেলে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরে আসতে পারবে। একজন মা সবসময় আতঙ্কিত থাকে যে, তার মেয়ে সম্ভ্রম নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা? এইজন্য কখনো কখনো শিক্ষাঙ্গণে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবীও উঠে।

গ্রন্থাগার হলো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যা অহঙ্কারের স্থানও বটে। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেমন বিসিএস, ব্যাংক জব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অহঙ্কারের জায়গাগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে। এইসব পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধারা যেমন, একজন শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর থেকেই ঠিক সেই ধারায় পড়ালেখা শুরু করছে। এখন গ্রন্থাগারগুলোতে শিক্ষার্থীরা নিয়ে যায় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জব সল্যুশন, বিভিন্ন চাকুরির পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক বই। আবার কখনও কখনও শিক্ষকেরাও এই পথে যাবার বিশেষ অনুপ্রেরণা(!) দিয়ে থাকেন। আমার ছোট ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭-১৮ সেশনে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছে। প্রথম দিন ক্লাসে এসেই একজন শিক্ষক বলেছেন, তোমরা জবকেন্দ্রিক পড়ালেখা করবা নয়মাস আর ডিপার্টমেন্টের পড়া পড়বা তিনমাস। একজন শিক্ষক যখন এই কথা বলেন, তখন কিভাবে সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা হবে আর কিভাবেই বা নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হবে!

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো আবাসিক হলসমূহ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অধিক ছাত্রকে হলে স্থান দেবার জন্য একরুমে যেখানে দুইজন বা তিনজন থাকার কথা সেখানে থাকতে বাধ্য করা হয় আট থেকে দশ জনকে। এই হলরাজনীতির ফলে জিম্মি করা হয় হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে। মিছিলে যোগ দেওয়া হয় তাদের বাধ্যতামূলক কাজ। বিরোধীমতের শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগ করানো যেন নিত্যদিনের কাজ। আবার হলের ডাইনিংয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের ফ্রী খাওয়ার প্রবণতার ফলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং বন্ধ থাকার খবরও পাওয়া যায় পত্রিকার পাতায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বলা হয় উচ্চশিক্ষা। গবেষণা ছাড়া উচ্চশিক্ষা কখনো পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা প্রত্যাশামত হচ্ছে না। শিক্ষকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিষয়গুলোতে গবেষণার ক্ষেত্রে বরাদ্দ খুব কম। এর ফলে গতানুগতিক শিক্ষা দেওয়া হতেই আছে। বহু বছর আগে প্রণিত সিলেবাস দিয়েই চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। তাছাড়া অর্থের পাশাপাশি মানসিক সঙ্কটও গবেষণার অন্যতম অন্তরায়। নতুন জ্ঞাণ সৃজন করার পরিবর্তে অর্থকেই পরমার্থ মনে করছেন অনেক শিক্ষক। এক বা একাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা, সান্ধ্যকালীন কোর্স প্রভৃতিতে মনোযোগী হয়ে শিক্ষাব্যাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়ে যাবার ফলে গবেষণার আর তেমন সময় থাকে না। এর ফলে পুর্বে তৈরীকৃত কোন গবেষণাধর্মী নোট শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা আর বহু বছর আগে তৈরীকৃত স্লাইড প্রোজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করাকেই অনেক শিক্ষক উচ্চশিক্ষা হিসেবে পরিগণিত করে নিচ্ছেন। এভাবে জ্ঞানহীন শিক্ষা গ্রহণ করে সার্টিফিকেট অর্জন করার ফলে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক যেন ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কের রূপ নিয়েছে।

আবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়াতে প্রেজেন্টেশন, বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট, টিউটোরিয়াল, ইনকোর্সসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হবার ফলে কোর্সের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন সময় কমেছে অনেক গুণ। অল্প সময়ের মধ্যেই কোর্স শেষ করার তাগাদা থাকে বলে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের বিষয় সম্বন্ধে বিস্তর ধারণা দিতে পারেন না। এর ফলে একজন শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির জ্ঞাণের গভীরতা নয়, বরং প্রাথমিক ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অব্যবস্থাপনার কথা, একজন শিক্ষার্থীর দাবী, চাহিদা কিংবা মনে কথা বলার সুযোগ বলার আবাসিক হলে বা ক্লাস রুমেও নেই। ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলে রয়েছে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের দাপট, আর শিক্ষকের হাতে রয়েছে ৩০ নাম্বার। ব্যক্তিগত আক্রোশে এ ক্ষমতা অপব্যবহারের নজির আছে ভুরিভুরি। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে। কিন্তু যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন সেই সরকারের ছাত্রসংগঠনের ও শিক্ষকনেতাদের প্রভাব, আধিপত্য এতোটাই থাকে যে প্রশাসনের অস্তিত্ব অনেক সময় টেরই পাওয়া যায় না। ক্যাম্পাসে চলে অস্ত্রের মহড়া, মাদক, ছিনতাই, যৌন হয়রানির মত ঘটনা। অথচ অনেক সময় এইসব দেখার মতো কেউ থাকেনা। এমন অগণতান্ত্রিক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক মনন কাঠামো কিভাবে তৈরি করবে তা যথেষ্ট ভাবনার বিষয়। ক্যাম্পাসগুলোতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যেত যদি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার সুযোগ পেত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন কোন এক অদৃশ্য কারণে হচ্ছেনা। ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। কিন্তু আফসোস! প্রায় দুই যুগ থেকে আমাদের দেশে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বাতাস বয়তে দেখা যায়নি। সম্প্রতি হাইকোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে ছয় মাস সময় বেঁধে দিলেও তা কার্যকর নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হবার ফলে ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্বের গুনাবলি বিকাশে বাধা হচ্ছে এবং তারা রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

পাবলিক বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু অসুস্থ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চালু রয়ে গেছে। প্রথম বর্ষে ভর্তি হবার পর সিনিয়র ব্যাচের কাছ থেকে কথিত র‌্যাগিং নামক জঘন্য পদ্ধতি যে চলে আসছে, পরবর্তী যখন সে তার জুনিয়র ব্যাচকে নাগালে পায় তখন তার মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা তৈরি হয়। র‌্যাগিংয়ের শিকার হয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করা, আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার উদাহরণও ভুরিভুরি আছে। অবিলম্বে এসবের প্রতিকার করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণকারীরা প্রত্যেকেই যেন একেকজন বিশ্বমানের নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে এইজন্য সরকারকে এখনই নজর দিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাখাতে গবেষণার জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। অবিলম্বে যদি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তবে বলতে হবে এই চোরাবালি পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে তা দেশের জন্য একদিন মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

লেখক: সাবেক শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

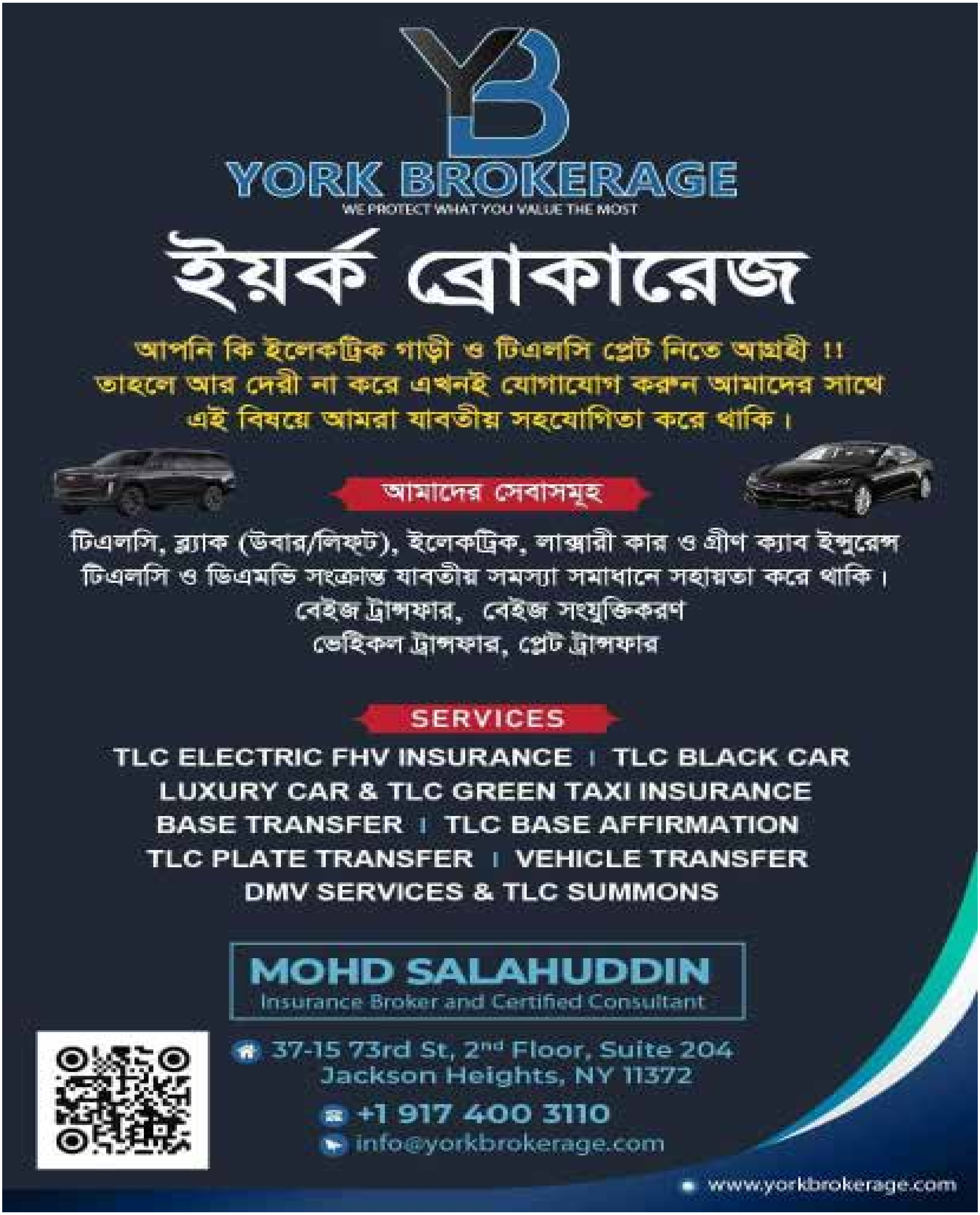
YORK BROKERAGE
WE PROTECT WHAT YOU VALUE THE MOST
ইয়র্ক ব্রোকারেজ
আপনি কি ইলেকট্রিক গাড়ী ও টিএলসি প্লেট নিতে আগ্রহী !!
তাহলে আর দেরী না করে এখনই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে
এই বিষয়ে আমরা যাবতীয় সহযোগিতা করে থাকি।
আমাদের সেবাসমূহ
টিএলসি, ব্ল্যাক (উবার/লিফট), ইলেকট্রিক, লাক্সারী কার ও গ্রীণ ক্যাব ইন্সুরেন্স
টিএলসি ও ডিএমভি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে থাকি।
বেইজ ট্রান্সফার, বেইজ সংযুক্তিকরণ
ভেহিকল ট্রান্সফার, প্লেট ট্রান্সফার
SERVICES
TLC ELECTRIC FHV INSURANCE I TLC BLACK CAR
LUXURY CAR & TLC GREEN TAXI INSURANCE
BASE TRANSFER I TLC BASE AFFIRMATION
TLC PLATE TRANSFER I VEHICLE TRANSFER
DMV SERVICES & TLC SUMMONS
MOHD SALAHUDDIN
Insurance Broker and Certified Consultant
37-15 73rd St, 2nd Floor, Suite 204
Jackson Heights, NY 11372
+1 917 400 3110
info@yorkbrokerage.com
www.yorkbrokerage.com

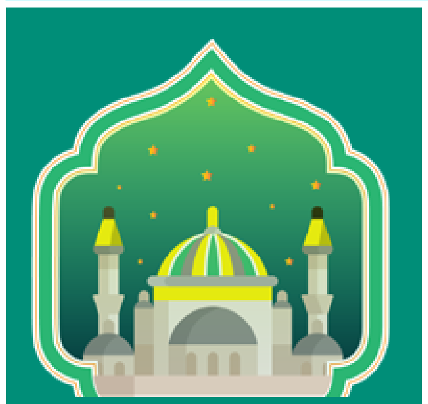

মুসলমানের প্রতি মুসলমানের অধিকার

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূল (স) ইরশাদ করেন. একজন মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যথা :
১. কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত্ হলে তাকে সালাম দেয়া
২, কোন মুসলমান আহব্বান করলে তার আহব্বানে সাড়া দেয়া
৩, কোন মুসলমান হাঁচি দিলে তার জবাব দেয়া
৪. রোগাক্রান্ত হলে তার সেবা যত্ন করা
৫, কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশ নেয়া
৬. নিজের যা পছন্দ অন্যের জন্যে ও তা পছন্দ করা
তিরমীযি ও দারেমী
হাদিস নং ৪৪৩৬
মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের পথে চলার তাওফিক এনায়েত করুন। আমিন।

আরশের ছায়া পাবে যারা

ধর্ম ডেস্ক: জাকাত-ফেতরার বাইরেও রোজায় অফুরন্ত দান করতেন হজরত রাসুল সা.। বুখারি শরিফে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. ছিলেন সবচেয়ে দানশীল। রোজায় জিবরাইল আ.-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রবহমান বাতাসের গতি পেত রাসুল সা.-এর দানে। হাদিস ৪৭১১ অন্যত্র হজরত আনাস রা. বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, রোজার মাসই দান-সদকার উপযুক্ত সময়। (তিরমিজি) কল্যাণ কাজের প্রশিক্ষণের মাস রোজা। অভাবী দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানো অভ্যাস কি আমাদের গড়ে উঠেছে? নবীজির আদর্শ কতটা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারছি? হজরত আয়েশা রা. বলেন, একবার ঘরে একটি ছাগল জবাই করা হলো। পর্যায়ক্রমে অভাবীদের মাঝে এর মাংস বিতরণ করে দেওয়া হলো। অতপর রাসুল সা. জিজ্ঞেস করলেন, ছাগলের আর কি বাকি আছে? আয়েশা রা. বললেন একটি হাড়, বাকি সব বিতরণ করে দেওয়া হয়েছে। রাসুল সা. বললেন, তোমার কাছে থেকে যাওয়া হাড়টি ছাড়া সবই পরকালে পাওয়া যাবে (তিরমিজি)। কত মহান দানশীল নবীর উম্মত আমরা, অথচ রোজা এলেও নির্ধারিত ফেতরা-জাকাত আদায় করে ক্লান্ত হয়ে যায়। অফুরন্ত দানের অভ্যাস আমাদের গড়ে ওঠে না। অসহায় নিরস্বে ব্যথা, বেদনায় মন গলে না! এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন পূর্ব-পশ্চিমে মুখ ফেরানোই তোমাদের জন্য কল্যাণ নয় বরং প্রকৃত কল্যাণের পথ হলো যারা আল্লাহ, পরকাল, কিতাব ও নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অর্থমোহ থাকা সত্ত্বেও স্বজন, এতিম, অসহায়, পথিক আবেদনকারী ও দাসমুক্তি কাজে ব্যয় করে। (সূরা বাকারা আয়াত ১৭৭) সাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সূত্রে রাসুল সা. বলেছেন, কেয়ামতের মাঠে প্রখর তাপে দরিদ্রের জন্য দানই হবে আরশের ছায়া হবে। (ইবনে খুজাইমা, মুসনাদে আহমদ ১৮০৪৩) অন্যত্র বলেছেন, তোমরা গরিবদের এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। (বুখারি ১২৫১) আবু সাইদ খুদরি সূত্রে, রাসুল সা. আরও বলেন, কোনো মুসলমান অপর কোনো বস্ত্রহীনকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। কোনো মুসলমান অপর ক্ষুধার্তকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল খাওয়াবেন, কোনো মুসলমান অপরের তৃষ্ণায় পানি পান করাবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুঘ্রাণযুক্ত পানি খাওয়াবেন। (আবু দাউদ ১৬৮২) আসুন ফেতরা-জাকাতের নির্ধারিত সীমায় অফুরন্ত দান করে আল্লাহর বন্ধু হই। গরিব-অসহায়ের বন্ধুত্বের মাধ্যমেই আল্লাহর বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমিন।

ইসলামে স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব

ধর্ম ডেস্ক: ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ইমানের অংশ হিসেবে মান্য করা হয়। একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচবার ফরজ বা অবশ্যপালনীয় ইবাদত হিসেবে নামাজ পড়ে। প্রতিবারই নামাজের জন্য তাকে কনুই পর্যন্ত হাত, মুখ, পা পরিষ্কার করে অজু করতে হয়। শারীরিকভাবে পরিচ্ছন্ন বা পবিত্র থাকতে হয়। করোনাভাইরাস নামের মহামারি থেকে রক্ষা পেতে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা পরিচ্ছন্ন থাকা ও বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার তাগিদ দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। ইসলাম ১৪০০ বছর আগে মোমিনদের এ শিক্ষা দিয়েছে। পরিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্য সচেতনতাকে ইমানের অংশ হিসেবে ধারণ করতে বলেছে। স্বাস্থ্য মানব জীবনে আল্লাহর এক মূল্যবান নিয়ামত। ইসলাম মোমিনদের স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর ইবাদত করতে হলে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা জরুরি। কেননা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকলেই কেবল একাগ্রতার সঙ্গে অল্লাহর ইবাদত করা সম্ভব। একজন মোমিন যেন শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকে সে বিষয়ে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘দুর্বল মোমিনের তুলনায় সবল মোমিন অধিক কল্যাণকর ও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।’ (মুসলিম) মানুষকে সুস্থ থাকতে হলে তাকে অবশ্যই শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে। সেই সঙ্গে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শরীর ও স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করতে হবে। প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখতে হবে কোনো অসচেতনতার কারণে যেন সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। কোনো কারণে মানুষ অসুস্থ হলে আল্লাহ তাকে তার অসুস্থতার কারণে নেকি দান করেন। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে অসুস্থ হলে অবশ্যই তাকে কেয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তা ছাড়া অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা গ্রহণের চেয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সুস্থ থাকাকে ইসলাম অধিক উৎসাহিত করেছে। নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, ‘কেয়ামতের দিন বান্দাকে নিয়ামত সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি করা হবে তা হলো, তার সুস্থতা সম্পর্কে। তাকে বলা হবে, আমি কি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দিইনি?’ (তিরমিজি) সুতরাং প্রত্যেক মোমিনের অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হলো, প্রতিনিয়ত শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া। ইসলামের আদেশ অনুযায়ী মোমিন বান্দা প্রথমত খেয়াল রাখবে যেন সে কখনো শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ না হয়ে পড়ে। অবশ্য কখনো কোনো কারণে অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে কোনো প্রকার অলসতা করা চলবে না। কেননা নবী (সা.) তাঁর সাহাবিদের দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজে অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, ‘হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, কেননা আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি সৃষ্টি করেননি।

নামাজ আদায় না করার ভয়াবহ শাস্তি

ধর্ম ডেস্ক: দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন। যে যেখানেই এবং যে অবস্থাতে থাকুক– নামাজ অবশ্যই আদায় করতে হয়। কেউ অসুস্থ হলে কিংবা যানবাহনে থাকলে, তার নামাজেরও সুরত ও পদ্ধতি রয়েছে। আগের নবীদের যুগেও নামাজের বিধান ছিল। তবে পদ্ধতিগতভাবে পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাদের পরবর্তীতে লোকেরা নামাজের ব্যাপারে অবহেলা শুরু করে। অথচ ফরজ নামাজ আদায় না করা ভয়াবহ গোনাহের কাজ। আর এর কঠিন পরিণতি হলো- চিরদুঃখের ও কষ্টের জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নবী ও হেদায়েতপ্রাপ্তদের পর এলো এমন এক অপদার্থ বংশধর, যারা নামাজ বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির পূজারি হলো। সুতরাং তারা ‘গাই’ নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো ধরনের জুলুম করা হবে না।’ (সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯-৬০) কোরআনে কারিমের অন্য আয়াতে এসেছে, কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসা করা হবে– ‘কেন তোমরা সাকার নামক জাহান্নামে এলে?

তারা বলবে, আমরা তো নামাজি ছিলাম না এবং আমরা মিসকিনদের খাবার দিতাম না; বরং আমরা সমালোচনাকারীদের সঙ্গে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। এমনকি আমরা প্রতিদান দিবসকে (কেয়ামত) অস্বীকার করতাম। আর এভাবেই হঠাৎ আমাদের মৃত্যু এসে গেল।’ (সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ৩৮-৪৭) আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘কোনো ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে ব্যবধান শুধু নামাজ না পড়া। যে নামাজ ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল (কাফেরের মতো কাজ করল)।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮২) অন্য হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘আমাদের ও কাফেরদের মধ্যে ব্যবধান শুধু নামাজের। যে নামাজ ত্যাগ করল সে কাফের হয়ে গেল।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৬২১) নামাজ পড়া মুসলিমদের একটি বাহ্যিক নিদর্শন। ঈমানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় হুকুম। আর নামাজ ছেড়ে দিলে– মুসলিমের থেকে ইসলামের বড় কিছু ছুটে যায়। তাই উমর (রা.) বলতেন, ‘নামাজ ত্যাগকারী নির্ঘাত কাফের।’ (বায়হাকি, হাদিস : ১৫৫৯, ৬২৯১)

এছাড়াও ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলি (রা.) বলেন, ‘যে নামাজ পড়ে না সে কাফের।’ (বায়হাকি, হাদিস : ৬২৯১) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, ‘যে নামাজ পড়ে না সে মুসলমান নয়।’ (বায়হাকি, হাদিস : ৬২৯১)

তারা প্রত্যেকে নামাজ না পড়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উল্লেখ করেছেন। তারা বলতে চেয়েছেন যে, নামাজ পরিত্যাগ করা কাফেরদের কাজ। যে মুসলমান নামাজ পড়ল না– সে যেন কাফেরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করল। ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ছেড়ে দিলে মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর থেকে তার জিম্মাদারি বা রক্ষণাবেক্ষণ তুলে নেন।

মুআজ (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) আমাকে দশটি নসিহত করেন, তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে তুমি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করল তার ওপর আল্লাহতায়ালার কোনো জিম্মাদারি থাকল না।’ (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ৫/২৩৮) নামাজ না পড়লে ইহকালেও বহু ক্ষতি সাধিত হয়। বুরাইদা (রা.) বলেন, নবী কারিম (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পরিত্যাগ করল– তার সব আমল বরবাদ হয়ে গেল।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫৩, ৫৯৪)

মানত নিয়ে ইসলামের নির্দেশনা

ধর্ম ডেস্ক: মানত হলো নিজের ওপর কোনো ভালো কাজ আবশ্যক করে নেওয়া। মানত একটি ইবাদত। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা যাবে না। অন্যের নামে মানত করলে শিরক হবে। তাই মানত শুধু আল্লাহর জন্যই করতে হবে। যেমন–আল্লাহ বলেন, ‘তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের অনিষ্টতা হবে ব্যাপক। ’ (সুরা দাহর, আয়াত : ৭) এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানত পূর্ণকারীদের প্রশংসা করেছেন। আর যেহেতু মানত ইবাদত, সেহেতু কেউ অন্যের নৈকট্য অর্জনের জন্য তা করলে সেটা শিরক হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর যেকোনো বস্তু তোমরা ব্যয় কর না কেন, অথবা যেকোনো মানত তোমরা গ্রহণ করো না কেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তা অবগত হন। আর অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই। ’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭০) আমরা যেসব টাকা-পয়সা ব্যয় করি এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য যেকোনো মানত করি সবই তিনি জানেন ও এর প্রতিদান দেন। সুতরাং মানত শুধু তাঁর জন্য হতে হবে।

অন্যের জন্য করা শিরক। আর আল্লাহর জন্য মানত করলে তা পূরণ করতে হবে এবং অন্যের জন্য করলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার মানত করে সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে। ’ (বুখারি, হাদিস : ৬৭০০) মূল কথা হলো, মানত হচ্ছে ইবাদত। আর ইবাদত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। কোনো সৎকাজের মানত করলে তা পূরণ করতে হবে এবং অন্যায় কাজে ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত করলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। আর মানত ভঙ্গের জন্য কাফফারা আদায় করতে হবে। মানতের কাফফারা কসম ভঙ্গের কাফফারার মতো। আর তা হচ্ছে, ১০ জন মিসকিনকে খাদ্য অথবা বস্ত্র দেওয়া অথবা একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা। সামর্থ্য না থাকলে ৩ দিন সিয়াম পালন করা। (সুরা মায়েদা, আয়াত : ৮৯)

CORE
MULTI SERVICES
CREDIT REPAIR
"Free Credit Consultation"
যেকোন স্টেট থেকেই আমাদের সার্ভিস পেতে পারেন
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
আমাদের সেবা সমূহঃ
Late Payments
Repossessions
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
TAX Liens
Bankruptcy
Debt Settlement / Debt Elemination
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Specialist
Core Multi Services Inc.
37-42, 72nd Street, Suite# 1
Jackson Heights NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নতুন সভাপতি মিশা, সাধারণ সম্পাদক ডিপজল

বিনোদন ডেস্ক: চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০২৪-২০২৬ মেয়াদের নির্বাচনে নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মিশা সওদাগর। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মনোয়ার হোসেন ডিপজল। মিশা সওদাগর পেয়েছেন ২৬৫ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাহমুদ কলি পেয়েছেন ১৭০ ভোট। অন্যদিকে ২২৫ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মনোয়ার হোসেন ডিপজল। তার চেয়ে ১৭ ভোট কম পেয়ে পরাজিত হয়েছেন নিপুণ আক্তার। এছাড়া সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মাসুম পারভেজ রুবেল (২৩১) ও ডি এ তায়েব (২৩৪), সহ-সাধারণ সম্পাদক আরমান (২৩৭), সাংগঠনিক সম্পাদক জয় চৌধুরী (২৫৫), আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আলেকজান্ডার বো (২৯৬), দফতর ও প্রচার সম্পাদক জ্যাকি আলমগীর (২৪৫), সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক মামনুন হাসান ইমন (২৩৫) এবং কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী কমল (২৩১)। কার্যনির্বাহী সদস্য পদে মিশা-ডিপজল পরিষদ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন নয় জন। তারা হলেন সুচরিতা (২২৮ ভোট), রোজিনা (২৪৩ ভোট), আলীরাজ (২৩৯ ভোট), সুব্রত, দিলারা ইয়াসমিন (২১৮ ভোট), শাহনূর (২৪৫ ভোট), নানা শাহ (২১০ ভোট), রত্না কবির (২৬৩ ভোট) ও চুন্নু (২৪৮ ভোট)। কলি-নিপুণ পরিষদ থেকে রিয়ানা পারভিন পলি (২২০ ভোট) ও সনি রহমান (২৩০ ভোট) নির্বাচিত হয়েছেন। শুক্রবার বিএফডিসিতে শিল্পী সমিতির কার্যালয়ে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হয় ভোট চলে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণের পর ভোট গণনা শুরু হয় রাত ৮টায়। সারারাত শেষে সকাল ৭টার দিকে প্রাথমিকভাবে ভোট ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার খোরশেদ আলম

সিনেমার রাজনীতি : মন ভালো নেই পূজার

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ঢাকায় সিনেমা এখন ঈদ কেন্দ্রীয়। ঈদ আসলে নতুন সিনেমা মুক্তির প্রতিযোগিতা লেগে যায়। কিন্তু নাম্বার শাকিব খানের সঙ্গে অন্য নায়করা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। তাই অন্য ছবির পরিচালকরা নানান অভিযোগ তুলেন। যেমন এই ঈদে মুক্তি মিছিলে থাকা 'লিপস্টিক' ছবির নায়িকা অভিযোগ করেন তার ছবি সিনেমার রাজনীতির শিকার। সম্প্রতি মাতৃবিয়োগে মন ভালো নেই চিত্রনায়িকা পূজা চেরির। তার ওপর এই ঈদে পূজা অভিনীত 'লিপস্টিক' সিনেমাটি খুব বেশি হল পায়নি। এ জন্য তিনি 'সিনেমার রাজনীতি'কে দায়ী করেছেন। সব মিলিয়ে মন ভালো নেই পূজার। জাতীয় একটি গণমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, এটি তার ক্যারিয়ারের অন্যতম একটি কাজ। অথচ সারা দেশের দর্শকের কাছে ছবিটি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এবার ঈদে ১১টি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টরা সর্বশেষ কোন ঈদে এতে বেশিসংখ্যক সিনেমা মুক্তি পেয়েছে স্মরণ করতে পারছেন না। এটি একটি রেকর্ড! যদিও এর নেতিবাচক দিক নিয়েই সমালোচনা হচ্ছে বেশি। ঈদের ছবি মুক্তি নিয়েও হয়েছে রাজনীতি। এ প্রসঙ্গে পূজা আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, 'কেউ কেউ যখন নির্দিষ্ট করে কোনো কোনো হলে গিয়ে বা ফোনে তাদের সিনেমা মুক্তির জন্য হলমালিককে বলেন, "আমার সিনেমার জন্য এই হল দিতেই হবে", হলমালিক দিতে বাধ্য। এমন ঘটনা এবার ঘটেছে।' পূজার ভাষ্য অনুযায়ী এতেই পিছিয়ে পড়েছে 'লিপস্টিক'। এতে যে নিজেদের সিনেমার ক্ষতি হচ্ছে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। এভাবে ভালো সিনেমার পথ রুদ্ধ হলে, কীভাবে আমাদের সিনেমা ঘুরে দাঁড়াবে? প্রশ্ন রেখে এই অভিনেত্রী আরো বলেছেন, সিনেমায় নোংরা রাজনীতি ঢুকে গেছে! 'লিপস্টিক' সিনেমায় আদর আজাদের বিপরীতে পূজা চেরি। কোনো শো না সিনেমাস, লায়ন হলে মুক্তি পেয়েছে মুক্তি পেলে দর্শক ভক্তদের সঙ্গে করতে অনেক সিনেমা হলে সিনেমা হলে চেরি। সব খারাপ করে সময়টুকু তার কেটেছে। তবে আশার কথা কম পেলেও 'লিপস্টিক' নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য নেই। দর্শক সিনেমাটির প্রশংসা করছেন। বিষয়টি উল্লেখ করে পূজা বলেন, সিনেমাটি নিয়ে আমার আত্মবিশ্বাস ছিল। কাজটি ভালো হয়েছে। কনটেন্টে জোর আছে।

অভিনয় করেছেন স্টার সিনেপ্লেক্সে থাকলেও ব্লকবাস্টার সিনেমাসসহ আটটি ছবিটি। ঈদে সিনেমা রেসপন্স জানতে, আনন্দ শেয়ার নায়ক-নায়িকা যান। কিন্তু এবার যাননি পূজা মিলিয়ে মন ঈদের বাড়িতেই হলো, হল

চিন্তাও করিনি মাত্র ১৬ ভোটে হারবো : নিপুণ

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে অভিনেতা মনোয়ার হোসেন ডিপজলের কাছে সাধারণ সম্পাদক পদে ১৬ ভোটের ব্যবধানে হেরেছেন চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তার।
শনিবার (২০ এপ্রিল) সকালে ফল ঘোষণার পরে ডিপজলকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন পরাজিত এই প্রার্থী। এ সময় সাংবাদিকদের নিপুণ বলেন, 'ডিপজল ভাইয়ের বিপক্ষে মাত্র ১৬ ভোটে হারবো সেটা আমি চিন্তাও করিনি। আমি ভেবেছিলাম ডিপজল সাহেবের সঙ্গে আমি যখন দাঁড়াবো, খুব বেশি হলে ৫০টা ভোট পাবো।' এই নায়িকা বলেন, 'আমার ২৬টা ভোট নষ্ট হয়েছে, ২০৯টি ভোট আমি পেয়েছি। যেখানে ডিপজল ভাই পেয়েছেন ২২৫টি ভোট। শিল্পী সমিতির ভাই-বোনেরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তারা আমাকে ভালোবাসেন। আমাকে এত সম্মান দেওয়ার জন্যে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই।' নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে মন্তব্য করে নিপুণ আরও বলেন, 'প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই ২০২৪-২৬ নির্বাচন যারা পরিচালনা করেছেন তাদের। আমার মনে হয় আমার টার্মে থেকে আমি খুব সুন্দর একটি নির্বাচন পরিচালনা করেছি।'
প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০২৪-২৬ মেয়াদি নির্বাচনে সভাপতি পদে মিশা সওদাগর এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মনোয়ার হোসেন ডিপজল জয়ী হয়েছেন। নির্বাচনে মিশা সওদাগর মোট ভোট পেয়েছেন ২৬৫টি। অন্যদিকে মাহমুদ কলি ১৭০ ভোট পেয়ে পরাজিত। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত ডিপজল পেয়েছেন ২২৫ ভোট। ১৬ ভোট কম পেয়ে পরাজিত হয়েছেন নিপুণ আক্তার (২০৯)। সহ-সভাপতি পদে ২৩১ ও ২৩৪ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন মাসুম পারভেজ রুবেল ও ডি এ তায়েব। এছাড়াও সহ-সাধারণ সম্পাদক আরমান ২৩৭, সাংগঠনিক সম্পাদক জয় চৌধুরী ২৫৫, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আলেকজান্ডার বো ২৯৬, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক জ্যাকি আলমগীর ২৪৫, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক মামনুন হাসান ইমন ২৩৫ এবং কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী কমল ২৩১ ভোট পেয়েছেন। কার্যনির্বাহী সদস্য পদে মিশা-ডিপজল পরিষদ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ৯ জন। তারা হলেন সুচরিতা (২২৮), রোজিনা (২৪৩), আলীরাজ (২৩৯), সুব্রত, দিলারা ইয়াসমিন (২১৮), শাহনূর (২৪৫), নানা শাহ (২১০), রত্না কবির (২৬৩) ও চুন্নু (২৪৮)।
কলি-নিপুণ পরিষদ থেকে রিয়ানা পারভিন পলি (২২০) ও সনি রহমান (২৩০) নির্বাচিত।শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয় ভোটগ্রহণ, চলে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। উৎসবমুখর পরিবেশে ৪৭৫ জন শিল্পী ভোট দেন। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৫৭০ জন। ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের এই নির্বাচনে ছয়জন স্বতন্ত্রসহ দুটি প্যানেল থেকে ৪৮ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনে এমন পরিবেশ 'ডেকে অপমান করা' বললেন রুবেল

ডেস্ক নিউজ: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনের আজ ভোট গ্রহণ চলছে। সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এই নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়াকড়ি লক্ষ্যণীয়। বিষয়টি কষ্ট দিয়েছে নায়ক রুবেলকে। তাই গণমাধ্যমের সামনে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এই নায়ক।
রুবেল বলেন, নির্বাচন নিয়ে আমাদের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে। তবে আমি মনে করি, এটা মাত্র ৫-৭ দিনের জন্য। এরপর তো আবার ভাই-ব্রাদার।
তিনি আরও বলেন, আমি ৭-৮ বার নির্বাচিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলাম। ৯০ সাল থেকে নির্বাচন করি। এভাবে প্রশাসনের পাহারায় নির্বাচন দেখি নাই। আমরা সবাই আনন্দ করতে করতেই ভোট দিয়েছি, চেয়েছি।
রুবেল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, নায়ক আলমগীর বা উজ্জ্বলের মতো লোককে যদি আইডি কার্ড শো করে ঢুকতে হয়, তাহলে দুঃখজনক। এককথায় এবসুলেটলি ব্যাড। এভাবে কার্ড চেক করে ঢুকানো ডেকে অপমান করা। এ রকম হলে আমি আর নির্বাচন করবো না এরপর থেকে।

ফের জীবনসঙ্গী খুঁজছেন শ্রাবন্তী

বিনোদন ডেস্ক: ভারতীয় বাংলা সিনেমার আলোচিত অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। তৃতীয় স্বামী রোশান সিংয়ের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে আলাদা থাকছেন। স্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় সংসার করার জন্য মামলাও করেন রোশান। কিন্তু তাতে সায় না দিয়ে বিয়েবিচ্ছেদ চেয়ে আদালতে মামলা করেন শ্রাবন্তী। শুধু তা-ই নয়, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে খোরপোশ বাবদ অর্থও দাবি করেন এই অভিনেত্রী। রোশান সিংয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ না হলেও ব্যবসায়ী অভিরূপ চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান শ্রাবন্তী। তাদের ঘনিষ্ঠতার কথা স্বীকার করেন শ্রাবন্তীর স্বামী রোশান সিং। এখানেই শেষ নয়, অভিরূপের সঙ্গে একাধিকবার মালদ্বীপ ভ্রমণেও গিয়েছেন এই অভিনেত্রী। তবে এ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছেন শ্রাবন্তী। গত বছরের শেষের দিকে জানা যায়, শুভ্রজিৎ মিত্রর সঙ্গে শ্রাবন্তী প্রেম করছেন। যদিও এ কথা স্বীকার করেননি শুভ্রজিৎ কিংবা শ্রাবন্তী। বরং তারা বিষয়টি এড়িয়ে যান। এদিকে বেশ কিছুদিন ধরে গুঞ্জন উড়ছে, ভারতীয় টিভি ও চলচ্চিত্রাভিনেতা জীতু কমলের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়েছেন শ্রাবন্তী। বিষয়টি নিয়ে টলিপাড়ায় চর্চা হলেও জীতু কিংবা শ্রাবন্তী মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন। অবশেষে এ নিয়ে কথা বললেন শ্রাবন্তী নিজেই। ভারতীয় একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে কথা বলেন এই অভিনেত্রী। জীতু কমলের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে সীলমোহর পড়বে? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি বলেন, 'আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি নামটা শুনে। আরো অনেকের নাম জুড়ে দেওয়া হয় আমার সঙ্গে। লোকে অনেক কিছুই ভাবে, আমি তো জানি সত্যিটা কী! আমার প্রেম, ভালোবাসা, সবই অভিনয়কে ঘিরে।' তাহলে ৩৬ বছর বয়সি শ্রাবন্তী ঠিক কার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন? এ বিষয়ে শ্রাবন্তীর স্পষ্ট জবাব 'আমি এখনো সিঙ্গেল।' বেশ কিছু প্রশংসিত সিনেমা উপহার দিয়েছেন ৩৪ বছর বয়সি জীতু কমল। বিশেষ করে 'অপারিজত' সিনেমাটি তাকে আলাদাভাবে আলোচনায় নিয়ে আসে। শ্রাবন্তীর সঙ্গে জুটি বেঁধে সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে নন্দিতা দাসের সঙ্গে সংসার বেঁধেছেন এই অভিনেতা। ২০০৩ সালে পরিচালক রাজীবকে বিয়ে করেন শ্রাবন্তী। তাদের ঘর আলো করে আসে পুত্রসন্তান অভিমন্যু (ঝিনুক)। পরবর্তী সময়ে রাজীবের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় তার। এরপর এ অভিনেত্রী বিয়ে করেন প্রেমিক কৃষাণ ভিরাজকে। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে শ্রাবন্তী ও কৃষাণের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়। ২০১৭ সালের আগস্টের দিকে দ্বিতীয় সংসারেও ভাঙনের সুর বেজে ওঠে। ২০১৭ সালের শেষের দিকে বিয়েবিচ্ছেদের কথা জানান শ্রাবন্তী।

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় আলিয়া

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ২০২৩ সালে 'হার্ট অব স্টোন' সিনেমার সুবাদে বলিউডে 'নেপোকিড' তকমা পাওয়া আলিয়া ভাট হলিউডেও জায়গা করে নিয়েছেন। এবার তার সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হলো নতুন পালক। টাইমস ম্যাগাজিনে ২০২৪ সালের বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী মানুষের তালিকায় নাম উঠেছে আলিয়া ভাটের।
চলতি বছর বলিউড থেকে একমাত্র তারই নাম রয়েছে এই তালিকায়। ব্রিটিশ লেখক তথা পরিচালক টম হার্পার কাপুরবধূর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কাজে আলিয়ার নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম দেখে মুগ্ধ তিনি। টম হার্পার লিখেছেন, 'হার্ট অফ স্টোন'-এর সুবাদে আলিয়ার সঙ্গে পরিচয়। ওটাই ওর ইংরেজি সিনেমায় হাতেখড়ি। জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও মাটিতে পা রেখে চলা একজন মজার মানুষ। ওর কাজের একটা ধরন রয়েছে। ভীষণ মনোযোগী। চরিত্রের প্রয়োজনে যেকোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না আলিয়া। ও প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক মানের তারকা। স্বামী রণবীর কাপুরের হাতে একগুচ্ছ প্রজেক্ট থাকলেও বর্তমানে তার থেকেও যে বেশি চর্চিত আলিয়া। অন্যদিকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত দেব প্যাটেলের নামও রয়েছে টাইমসের নিরিখে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায়।

পরীমণিকে আদালতে হাজির হতে সমন জারি

বিনোদন ডেস্ক: ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদকে মারধর ও হত্যার হুমকির অভিযোগে চিত্রনায়িকা পরীমণি ও তার কস্টিউম ডিজাইনার জুনায়েদ বোগদাদী জিমির বিরুদ্ধে দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদন আমলে নিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে পরীমণি ও জিমিকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এম সাইফুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন। এর আগে, পরীমণি ও তার কস্টিউম ডিজাইনার জিমির বিরুদ্ধে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। প্রতিবেদনে আসামি পরীমণি ও তার কস্টিউম ডিজাইনার জুনায়েদ বোগদাদী জিমি ওরফে জিমের বিরুদ্ধে বাদীকে মারধর ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তা। তবে আরেক আসামি ফাতেমা তুজ জান্নাত বনির বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে, পরীমণির বিরুদ্ধে মারধর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ এনে ২০২২ সালের ১৮ জুলাই ঢাকার আদালতে নালিশি মামলা করেন ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদ। মামলায় তিনি অভিযোগ করেন, ২০২১ সালের ৮ জুন পরীমণি ও তার সহযোগীরা সাভারের বোট ক্লাবে ঢুকে ওয়াশরুম ব্যবহার করেন। পরে ক্লাবের ভেতরে বসে অ্যালকোহল পান করেন। রাত ১টা ১৫ মিনিটের দিকে ক্লাব ত্যাগ করার সময় পরীমণি তাকে ডাক দেন। পরে একটি ব্লু লেবেল অ্যালকোহলের বোতল বিনা মূল্যে দেওয়ার জন্য চাপ দেন। এতে রাজি না হওয়ায় পরীমণি তাকে গালমন্দ করেন। একপর্যায়ে পরীমণি হত্যাচেষ্টার জন্য একটি গ্লাস ছুড়ে মারেন, যা তার মাথায় ও বুকে লাগে বলে মামলায় অভিযোগ করেন নাসির উদ্দিন মাহমুদ।

নগ্ন পুরুষ দেখতে ভালো লাগে : বিদ্যা বালান

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ইদানিং ভারতীয় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি বলিউডে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে বেশি সিনেমা নির্মিত হচ্ছে। থাকছে সমকামিতা ও নগ্নতার বিষয়টি। সিনেমায় দেখা যাচ্ছে নায়িকার পাশাপাশি নায়কেরও প্রায় নগ্ন ছবি প্রদর্শন। তাইতো বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালানের মতে সময় এসেছে সিনেমায় নগ্ন পুরুষের ছবি প্রদর্শনের। তার মতে যারা নগ্ন হবেন তাদের বাহবা পাওয়া উচিত।
জানা যায়, বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। ২০০৩ সালে তার বড় পর্দায় যাত্রা শুরু করেন। ক্যারিয়ারের শুরুতেই একাধিক হিট সিনেমা উপহার দেন এই অভিনেত্রী। বলিউডের এই দাপুটে অভিনেত্রীর পরবর্তী সিনেমা 'দো আউর দো পেয়ার'। এ সিনেমার প্রচারের অংশ হিসেবে ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। বিদ্যা বালান তার নতুন সিনেমার নানা বিষয় নিয়ে যেমন কথা বলেছেন, তেমনি ইন্ডাস্ট্রি ও সমকালীন নানা বিষয় নিয়েও কথা বলেন 'ইশকিয়া'খ্যাত এই অভিনেত্রী।
জানা যায়, ২০২২ সালে বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং নগ্ন ফটোশুট করেছিলেন। তখন বলিউড থেকে একমাত্র প্রশংসা করেছিলেন বিদ্যা বালান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিদ্যা বালান বলেন, ''এখনো একই কথা বলব। আপনি যেকোনো প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠ্য পত্রিকা দেখুন, 'প্লেবয়' বা 'ডেবোনেয়র'-এ আমরা সবসময় নারীদের নগ্ন ছবি দেখি। সেটা কোনো পুরুষ বা সমকামীর ভালো লাগতে পারে। কিন্তু আমাদের মতো যারা, তারা কী করবেন? আমাদেরও শখ থাকতে পারে, ইচ্ছা থাকতে পারে। তাই যা বলেছিলাম, এখনো তাই বলছি। আমার ভালো লেগেছিল। নগ্ন নারীদের অনেক বাহবা দিয়েছি, এখনো হরহামেশাই দিয়ে থাকি। এবার মনে হয় সময় এসেছে, নগ্ন পুরুষদের বাহবা পাওয়ার।'' সাধারণ মানুষের মতো বলিউডের অনেক তারকাকেই বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক জড়াতে দেখা যায়। এ বিষয়ে বিদ্যা বালানের অভিমত কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যা বালান বলেন, 'আমি এটা মানি যে, বিয়ের বাইরেও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। আমি যদি এই বিষয়টিকে খাবারের সঙ্গে তুলনা করি, তা হলে বলব, রোজ রোজ ডাল-ভাত খেয়ে আমাদের একটা একঘেঁয়েমি চলে আসে। তাই আমরা নুডলস বা অন্য কিছুর দিকে ঝুঁকি। কিন্তু একটা সময় আসে, যখন আমরা খাঁটি ডাল-ভাতের মর্ম বুঝি।' বিদ্যার নতুন সিনেমায় ও বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের বিষয় উঠে এসেছে। এ বিষয়ে বিদ্যা বালান বলেন, 'আমাদের সিনেমায় শুধু বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক দেখানো হয়নি। এর বাইরের বিষয়ও আছে। আমরা নিজেদের প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গেও প্রতারণা করি।'

রসালো ফল আমের ইতিকথা

নানা জাতের আম পাওয়া যায় বাংলাদেশে। এত সব জাতের আম কোথা থেকে এলো, তাদের নামকরণের গল্প, ম ম করা ঘ্রাণ কিংবা স্বাদের রহস্য–সব কিছুর পেছনেই আছে বিজ্ঞান। আমের এরকম নানা রহস্যের পেছনের বিজ্ঞান নিয়ে সাজানো হয়েছে আমাদের আজকের আয়োজন।

ফলের রাজা আম আর রাজাদের ফল আম। সম্রাট আকবরের আমের প্রতি আসক্তি নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একবার সম্রাট আকবর এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সেই ভোজসভায় রাজন্যবর্গসহ মন্ত্রী–সভাসদেরা হাজির হলেন। ভোজসভায় সম্রাট আকবরের একজন প্রিয় সভাসদ বীরবলও উপস্থিত ছিলেন। বীরবল পেট পুরে বিভিন্ন খাবার খেলেন। বীরবল সম্রাটকে জানালেন, তিনি এত খেয়েছেন যে তার পেটে আর খাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই, আর নতুন করে কিছু খেতে পারবেন না। এমন সময় বীরবলের পাত্রে একজন খাবার পরিবেশনকারী বেশ কয়েক টুকরা আম রেখে যান। বীরবল আমের লোভ সামলাতে পারলেন না। আমের সেই টুকরাগুলো খেলেন তৃপ্তিসহ। এ দৃশ্য দেখলেন সম্রাট আকবর। তিনি বীরবলকে বললেন, ‘কী বীরবল, তোমার পেটে নাকি জায়গা নেই? আমগুলো তো নিমেষেই সাবাড় করে দিলে!’ বীরবল সম্রাটকে মিনতি করে বললেন, ‘মহামান্য সম্রাট! আপনি যখন রাস্তা দিয়ে যাওয়া শুরু করেন, তখন রাস্তায় লোকজন থাকলেও তারা সরে যায়, রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। মহারাজ আপনিও যেমন সম্রাট, তেমনি আম হচ্ছে সম্রাট বা ফলের রাজা। আমার পেট ভরা থাকলেও সে আমার পেটে জায়গা করে নিয়েছে।’ বীরবলের এ কথায় সম্রাট আকবর বেশ খুশি হলেন। বীরবলকে তিনি এক ঝুড়ি আম উপহার দিলেন। এই হলো আমের ‘ফলের রাজা’ উপাধি পাওয়ার কাহিনি। আমগাছ আমাদের জাতীয় বৃক্ষ, আর ভারতের জাতীয় ফল আম। সুপ্রাচীনকাল থেকে রাজন্যবর্গের কাছে আমের সমাদর ছিল সব ফলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ উপমহাদেশে গড়ে উঠেছে অনেক আমবাগান। এ জন্য আম হলো রাজাদের ফল।

আমের জন্মকথা

বিজ্ঞানী ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, আমের আদি জন্মস্থান আসাম থেকে সাবেক ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। সে অর্থে বাংলাদেশের পূর্বাংশও আমের জন্মভূমির দাবিদার। যেসব জাতের আম এ দেশে দেখা যায়, তার অধিকাংশ জাতেরই সৃষ্টি সেসব অঞ্চলে। অথচ নিয়তির কী পরিহাস, সেই জন্মস্থানেই আম ভালো হচ্ছে না। ভালো হচ্ছে ঠিক দেশের উত্তরাঞ্চলে ও ভারতের মালদহ জেলায়। কবে কখন আমের জন্ম, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে ফলটি যে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এ দেশে জন্মে আসছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নামকরণ

আমের নাম কেন ‘আম’ হলো আর ইংরেজিতেই–বা ম্যাঙ্গো বলা হয় কেন? আমের কি আর কোনো নাম আছে? এসব নিয়ে অনেক কথা। ইংরেজ ও স্প্যানিশরা আমকে বলে ম্যাঙ্গো, পর্তুগিজরা বলে ম্যাঙ্গা। শব্দ দুটি তামিল শব্দ Man-key বা Man-gay থেকে উদ্ভূত। বাংলার আমকে জার্মান, ইতালিয়ান, গ্রিক, হিব্রু, জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় বলা হয় ‘ম্যাঙ্গো’। থাইল্যান্ডে আমকে বলা হয় ‘মা-মুয়াং’। প্রকৃতিপ্রেমী আমিরুল আলম খান তাঁর বাঙলার ফল বইয়ে আমের আরও ২৩টি নামের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো আম্র, কামশর, কামবল্লভ, কামাঙ্গ, কীরেষ্ট, কোকিলবাস, কোকিলোৎসব, চ্যুত, নৃপপ্রিয়, পিকরাগ, প্রিয়ঙ্কু, বসন্তদূত, তুঙ্গভীষ্ট, মধুলী, মাদাঢ্য, মাধবদ্রুম, মন্মথালয়, মধ্বারস, রসাল, সহকার, সুমদন, সিধুরস, সোমধারা। বলা বাহুল্য, এসবই প্রাচীন পুঁথি বা সাহিত্যনির্ভর বিভিন্ন লেখকের রাখা অর্থবোধক নাম। ফলটা গাছ থেকে পাকলে খসে পড়ে, এ জন্য নাম চ্যুত। আম সব সময়ই রাজাদের প্রিয় ফল, সে জন্য নাম নৃপপ্রিয়। ফলটি রসাল বলে এর নামের সঙ্গে বিভিন্ন নামকারক রস শব্দটা জুড়ে দিয়েছেন। যেমন: মধ্বারস, রসাল, সিধুরস ইত্যাদি। মিষ্টি স্বাদের বলে এর নাম মধুলী। তবে আম হিসেবেই এ উপমহাদেশে সে বেশি পরিচিত।

নানান জাতের আম

আমের রয়েছে বহু জাত আর সেসব জাতের নামকরণের পেছনে রয়েছে মজার মজার ইতিহাস। কিংবদন্তি আছে, মোগল বাদশাহর দরবারে এক বাইজি ছিলেন। নাম ছিল তার ফজল বিবি। বৃদ্ধ বয়সে ফজল বিবিকে বাদশাহ তাঁর আমবাগানের এক কোণে একটা চালা তৈরি করে থাকতে দেন। একসময় ফজল বিবি মারা যান। ফজল বিবির ঘর ছিল একটি আমগাছের তলায়। ফজল বিবি মারা যাওয়ার পর মানুষ ওই বড় বড় আমের নাম দিল ফজলি আম। এখন আমরা যে ফজলি আম খাই, সেটা সেই আদি গাছের আম। তবে সময়ের বিবর্তনে তার আকার ও স্বাদে বেশ বৈচিত্র্য এসেছে। এ জন্য এখন ফজলিরও অনেক উপজাত সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: সুরমাই ফজলি, মালদা ফজলি, নাক ফজলি, কালি ফজলি ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতের আরেক খ্যাতনামা ও শ্রেষ্ঠ নর্তকী ছিলেন আম্রপালি। তাঁর নামেও আধুনিক হাইব্রিড জাতের আরেকটি আমের নাম রাখা হয়েছে আম্রপালি। আমের মধ্যে আম্রপালিই সবচেয়ে মিষ্টি আম। তাই আম্রপালি নর্তকীর মতো এরও এক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার রয়েছে। এক ল্যাংড়া বৃদ্ধ বেনারসে প্রথম একটি আমগাছ লাগিয়ে অপূর্ব ঘ্রাণের এক আম ফলান। সেই থেকে আমটার নাম হয়ে যায় ল্যাংড়া। তেমনি ক্ষীরশাপাতি জাতের স্বাদের সঙ্গে লেগে আছে দুধের ক্ষীরের স্বাদ। সম্রাট শাহজাহান তাঁর ছেলে আওরঙ্গজেবকে খাওয়ানোর জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে যে আম আনিয়েছিলেন, সে আমের নামকরণ করা হয়েছিল বাদশাহপসন্দ। এভাবে দিলপসন্দ, রানিপসন্দ, জামাইপসন্দ ইত্যাদি নামের পেছনেও জড়িয়ে রয়েছে নানা কাহিনি। আমের অনেক নামের শেষে যুক্ত হয়েছে ভোগ শব্দ। যেমন: গোপালভোগ, ক্ষীরভোগ, মোহনভোগ, রাজভোগ, রানিভোগ, লক্ষ্মণভোগ ইত্যাদি। এসব জাতের মতো অন্তত ১ হাজার ৬০০ জাতের বিভিন্ন নামের আম আছে এ উপমহাদেশে।

আমাদের দেশে প্রায় ১ হাজার জাতের আম রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় এখনো আমের অনেক জাতবৈচিত্র্য দেখা যায়। সেখান থেকে শতাধিক জাতের আমের নাম একসময় সংগ্রহ করেছিলাম। স্থানীয় সেসব জাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষীরভোগ, মোহনভোগ, রাজভোগ, রানিভোগ, রানিপসন্দ, সিন্দুরা, সুবর্ণরেখা, কুয়াপাহাড়ি, নাক ফজলি, ফজলি, চিনি ফজলি, সুরমাই ফজলি, চিনিমিছরি, জগমোহিনী, রাখালভোগ, রাঙাগুড়ি, গোবিন্দভোগ, তোতাপুরী, মিছরিকান্ত, জালিবান্ধা, বোম্বাই, ভুতো বোম্বাই, পাহাড়িয়া, গোলাপখাস, কাকাতুয়া, দাদভোগ, চম্পা, সূর্যপুরী, কাঁচামিঠা, কলামোচা, শীতলপাটি, লক্ষ্মণভোগ, গোলাপবাস, কিষানভোগ, বান্দিগুড়ি, রাংগোয়াই, আশ্বিনা, ভাদুড়িগুটি, বনখাসা, বউ ফুসলানি, ক্ষীরমন, দুধসর, রংভিলা, পারিজা, আনোয়ারা, দিলশাদ, আম্রপালি, মল্লিকা, বেগমবাহার, পূজারীভোগ, পলকপুরী, রাজলক্ষ্মী, দুধকুমারী, শ্যামলতা, খাট্টাশে, জাওনা, দমমিছরি, মিছরিমালা, মিছরিবসন্ত, মেসোভোলানি, আনোয়ারা, পলকপুরী, ফুনিয়া, রানিপসন্দ, গোলাপবাস, বাতাসাভোগ, ইটাকালি, গোল্লাছুট, পোল্লাদাগী, মোহনবাঁশি, পরানভোগ, বিড়া, ভারতী, বাদশাহপসন্দ, বেগমপসন্দ, রাজাপসন্দ, বনখাসা, বাগানপল্লি, কালিগুটি, পাকচারা, কালিয়াভোগ, কোহিতুর, কালিগুলি, হাঁড়িভাঙা ইত্যাদি। এর পাশাপাশি এ দেশে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলের জার্মপ্লাজম সেন্টার থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে আমের অনেক আধুনিক ও উন্নত জাত।

আম চাষের ইতিহাস

বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে আজ থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর আগেও এ অঞ্চলে আম চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রায় ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আম ভারতবর্ষে দেশীয়করণ হয়। দেশীয়করণের পর তা ধীরে ধীরে এশিয়ার অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। আনুমানিক ৫০০ থেকে ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আম পূর্ব এশিয়ায় প্রবর্তিত হয়। ১৫ শতকে আম যায় ফিলিপাইন ও এরপর আফ্রিকায়। প্রাচীনকালে নির্মিত ভারতের অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রেও রয়েছে আমগাছের অপূর্ব সৌন্দর্যচিত্র। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, মহাবীর আলেকজান্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে সিন্ধু উপত্যকায় এসে সুদৃশ্য আমবাগান দেখে মুগ্ধ হন। বিভিন্ন সময়ে এ দেশে আসা পর্যটকেরাও তাঁদের ভ্রমণকাহিনিতে আমকে সরস ফল বলে উল্লেখ করে গেছেন। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং ৬৩২ থেকে ৬৪৫ সালের মধ্যে এ দেশ ভ্রমণে আসেন। তিনিই প্রথম তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে আমের কথা বর্ণনা করে বহির্বিশ্বে আমকে সরস ফল হিসেবে পরিচিত করেন। ভারতবর্ষে পাল রাজাদের আমলে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও শ্রীনগরভুক্তিতে আমের চাষ করা হতো। সে সময় উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যাপকভাবে আমের চাষ করা হতো এবং মথুরা থেকে আসাম পর্যন্ত ভালো আম উত্পাদিত হতো। ভারতে মুসলিম শাসনামলে মূলত আম চাষ ও আমবাগান তৈরি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দিল্লির সুলতান কায়কোবাদ, জালালুদ্দিন, আলাউদ্দিন খিলজি, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক–সবাই আম পছন্দ করতেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে আম চাষের প্রসার ঘটে। মোগল আমলে আমের পরিচিতি ঘটে ব্যাপকভাবে। মূলত আমের নতুন নতুন জাত তৈরি ও বাহারি রঙের নানা স্বাদের আমের চাষ শুরু হয় মোগল আমলে। আমের বহু জাতের নামকরণও করা হয় সে আমলে। সে সময় একজন মোগল উদ্যানতত্ত্ববিদ আমের পাঁচ শতাধিক জাত উদ্ভাবন করেন। মোগল শাসকেরা বিভিন্ন স্থানে সেসব জাতের গাছ লাগিয়ে আমবাগান সৃষ্টি করেন। সম্রাট বাবর সে সময় আমকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তখন ভারতবর্ষে বহু আমবাগান গড়ে ওঠে। সম্রাট আকবরের প্রচেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বিহারের দ্বারভাঙায় ১ লাখ আমগাছ লাগিয়ে এক বিশাল আমবাগান সৃষ্টি করা হয়, যা ‘লাখবাগ’ নামে পরিচিত। বাগানটি দেখাশোনা ও পরিচর্যার জন্য তিনি শত শত মালি, ফলবিশারদ ও কর্মচারী নিয়োগ করেন। লাখবাগে প্রথম আমের কলম করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। সেখান থেকে শুরু হয় কলম করে আমের চারা উত্পাদন ও রোপণ। এর আগে আঁটির চারা লাগিয়েই আমবাগান করা হতো। এতে কখনোই সেসব গাছে মাতৃগাছের গুণ হুবহু ঠিক থাকত না। এ জন্য আমের বহু জাতের উদ্ভব ঘটে। কলম করার ফলে মাতৃগাছের সেই বৈশিষ্ট্য ধরে রাখা সম্ভব হয় ও দ্রুত সেসব গাছ থেকে আম পাওয়া যায়। সম্রাট আকবরই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই উপমহাদেশে প্রথম পরিকল্পিতভাবে আমবাগান তৈরিতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। আম নিয়ে তাঁর আমলে গবেষণাও কম হয়নি। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে পাকা বা আধা পাকা আমকে সারা বছর ধরে সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়, যা বেশ চমকপ্রদ। ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিক কালে এসে যেখানে টাটকা আম ১০ থেকে ১৫ দিনের বেশি রাখা যায় না, সেখানে ১ বছর ধরে আম সংরক্ষণ করার প্রযুক্তি সে সময় তাদের জানা ছিল। ১৫৯০ সালে আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী বই থেকে জানা যায়, একটি আধা পাকা আমের বোঁটা কমপক্ষে দুই আঙুল লম্বা রেখে গাছ থেকে পাড়তে হবে। এরপর বোঁটার আগা গরম মোম দিয়ে ঢেকে মাখন বা মধুর মধ্যে রাখতে হবে। এ অবস্থায় আমের স্বাদ দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ ছাড়া আমের রং এক বছর পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হবে। সম্রাট আকবরের দীর্ঘ খাদ্যতালিকার শীর্ষে ছিল আম। রাজধানী দিল্লির রাজদরবারে যাতে সারা বছর আমের সরবরাহ থাকে, তিনি সে ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি তিনি পরিকল্পনা করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আবহাওয়ায় বছরের বিভিন্ন সময়ে আম উত্পাদনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। জাত বাছাই করেছিলেন কোনটি আগে পাকে, কোনটি পাকে পরে। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ আফগানিস্তান থেকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সে সময় দিল্লির শাসক ছিলেন মোগল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ। নাদির শাহ দিল্লিতে অবস্থানকালে বলেন, ‘দিল্লি আমাকে খুব কমই আনন্দ দিতে পেরেছে। এ ধরনের লোকদের আমি পছন্দ করি না। তাদের খাদ্য ও শরাবও আমার পছন্দ হয়নি। তাদের তরমুজে কোনো ঘ্রাণ নেই এবং এগুলো আমার পেটে গ্যাস তৈরি করেছে। এদের আমটাকে মিষ্টি স্বাদের কারণে আমার ভালো লেগেছে, কিন্তু এই আম খেতে গিয়ে আমার হাত ও দাড়ি রসে লেপটে গেছে।’

নবাবি আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় অনেক আমবাগান গড়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদের লালবাগের আমবাগানে ২৫০টির বেশি ভালো জাতের আম তৈরি করা হয়। এ বাগান থেকে উন্নত সেসব জাতের আমের চারা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় লালবাগ বাগানের প্রভাবে ব্যাপকভাবে আম চাষের প্রসার ঘটে। লালবাগ বাগানের একজন উদ্যানরক্ষককে উত্কৃষ্ট মানের আমের নতুন জাত তৈরি ও নামকরণের জন্য নবাব আলীবর্দী খাঁ পুরস্কৃত করেন। উদ্যানরক্ষক তখন উদ্ভাবিত সেই জাতের নামকরণ করেছিলেন তাঁর স্ত্রীর নামে–‘বিমলা’। নাটোরে রানি ভবানীর কাছারিবাড়ির পাশে রয়েছে একটি আমবাগান। সেখান থেকে রানি ভবানীর জন্য উত্পাদিত হতো উন্নত জাতের আম। নাটোর সদরের গদাই নদের তীরে ছাতনী গ্রামে ডা. মনির উদ্দিন ব্রিটিশ আমলে প্রায় ১০০ বিঘা জমির ওপরে একটি আমবাগান গড়ে তোলেন। তিনি ব্রিটিশ আমলে চিকিত্সক হিসেবে বিহারে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে বিহারের লাখবাগ আমবাগান থেকে আমের অনেক উন্নত জাতের চারা এনে রোপণ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের লালবাগ বাগান থেকেও অনেক চারা এনে সেখানে রোপণ করেন। তাই সে বাগানটি এ দেশে বিভিন্ন জাতের আম সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রাচীন এসব বাগানে সাক্ষী হয়ে আছে বেশ কিছু শতবর্ষী আমগাছ। জাতের এক বিশাল আমগাছ, যাকে বলা হয় এশিয়ার বৃহত্তম আমগাছ।

ব্রিটিশ আমলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজ শশীকান্ত আচার্য রায়বাহাদুর চৌধুরী প্রায় ২০০ বিঘার ওপরে একটি আমবাগান গড়ে তোলেন, যা ‘রাজার বাগান’ নামে খ্যাত। বাগানটির বয়স ২০০ বছরের বেশি হলেও এখনো টিকে আছে। ময়মনসিংহের মহারাজা ব্রিটিশ আমলে সেখানে যেতেনও নিজে বাগানের দেখাশোনা করতে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের মনাকশায় আরও একটি ঐতিহাসিক বাগান রয়েছে, যেটি ‘চৌধুরীদের বাগান’ নামে পরিচিত। প্রায় ১৫০ বছর আগে ৩৫ বিঘা জমির ওপরে মনাকশার জমিদার শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী বাগানটি তৈরি করেন। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের দ্বারভাঙ্গা জেলার লাখবাগ, মহিশুরের টিপু সুলতানের আমবাগান ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের আমবাগান লালবাগ থেকে বিভিন্ন জাতের আমগাছ এনে সেখানে লাগান। সে বাগানে ৭০টির বেশি জাতের আমগাছ রয়েছে। এ আমবাগানে যেসব জাতের আম রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আনোয়ার রাতুল, গোলাপখাস, মালগোভা, জর্দালু, কোহিতুর, রানিপসন্দ, নবাবপসন্দ, শাহপসন্দ, মির্জাপসন্দ, এনায়েতপসন্দ, দিলপসন্দ, জমরুদপসন্দ, দশেরি, কিষানভোগ, গোবিন্দভোগ, কালীভোগ, জমরুদ, কালাপাহাড়, কুয়াপাহাড়ি, হজকাওসার, ভবানী চুরষ, কর্পূর, গোলাপভাদুড়ি, হুজুরি, মতিমান্ডা, মোগল, ফুনিয়া, পাটনা, বুদ্ধার ধোপা, বুদ্ধার কালিয়া, দিলসাদ, ওয়ালি, রোগান, ক্যালিন্ডা, ব্রাভো, হায়াতি, চৌষা, মল্লিকা, জালিবান্ধা, মিছরিকান্ত, সফেদা, সূর্যপুরী, বৃন্দাবনী, লতা বোম্বাই, নীলম, তোতাপুরী, আনারস, বিমনী, গৌরজিৎ, রোমালী, সিন্দুরী, চকচকা, বাদশাহ ইত্যাদি।

পর্তুগিজরা অনেকবার এ দেশ থেকে সরস ফল আমের চাষকে তাদের দেশে নেওয়ার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। কেননা, আমের আঁটির সতেজতার কাল থাকে খুব কম। তাই জাহাজে করে আঁটি নিয়ে পুঁতে এত দূরে আমগাছ তৈরি করা সম্ভব ছিল না। চারা তৈরি ও কলম করার কৌশল আবিষ্কারের পরই আসলে পৃথিবীর নানা দেশে ভারতবর্ষ থেকে আমের বিস্তার শুরু হয়। আনুমানিক ১৭০০ সালে এ উপমহাদেশ থেকে ব্রাজিলে প্রথম আমগাছ রোপণ করা হয়। সেখান থেকে ১৭৪০ সালে আমগাছ যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজে। বর্তমানে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত অনেক দেশেই আম চাষ করা হয়। তবে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া হলো আম উত্পাদনের প্রধান কেন্দ্র। ভারত, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান আম উত্পাদনকারী দেশ। বাণিজ্যিক আম উত্পাদনে এখন ভারত ও থাইল্যান্ড আমাদের দেশের চেয়ে বেশ এগিয়ে গেছে। বিশ্ব আম উত্পাদনে বর্তমানে শীর্ষ দেশ ভারত (৩০%), বাংলাদেশের অবস্থান নবম (৩%)।

আমের রং–রহস্য

নানা জাতের আমের নানা রং। কাঁচা আমের রং সবুজ থেকে কালচে সবুজ, কিন্তু পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে সেই সবুজ রং বদলাতে থাকে। প্রথমে হয় ফিকে সবুজ, পরে হলুদ বা কমলা হলুদ। কিছু জাতের খোসার রং হলো লাল। আবার কিছু জাতের রং বোঁটার কাছে হয় লালচে ও অন্যান্য অংশ হয় হলুদ। সবুজে-হলুদে মেশানো রংও দেখা যায়। বিশ্বে অধিকাংশ আমপ্রেমীর পছন্দ লাল রঙের আম, সুমিষ্ট স্বাদ আর প্রীতিকর সৌরভ। আমের খোসার এই রং সৃষ্টির রহস্য কী? গবেষকেরা গবেষণা করে দেখেছেন যে কিছু রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির কারণে আমের খোসার এই রঙে বদল ঘটে। অ্যান্থোসায়ানিন পিগমেন্ট বা বর্ণকণিকা, যা ফিনাইলপ্রোপানয়েডের সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটসের উপস্থিতির কারণে আমে লাল রঙের সৃষ্টি হয়। আমের লাল রং সৃষ্টির জন্য দায়ী প্রধান অ্যান্থোসায়ানিন হলো সায়ানাইডিন ৩-০-গ্যালাক্টোসাইড এবং মিথাইলসায়ানিডিন ৩-০-ডি গ্যালাকটোপাইরানোসাইড। রোদ বা আলোর উপস্থিতিতে এসব দ্রব্যের উত্পাদন বাড়ে। রঙের গাঢ়ত্বের ওপর নির্ভর করে আমের রংকে স্কেলে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে (০ = লাল রংবিহীন, ১ = ফিকে লাল থেকে ৫ = গাঢ় লাল)। আমের কাঁচা শাঁসের রং সাদা বা সবুজাভ সাদা, পাকলে হয় হলুদ বা কমলা। আমের সবুজ রং হয় খোসায় ক্লোরোফিল কণিকার উপস্থিতির কারণে। পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্লোরোফিল ভেঙে যায় ও বিটা ক্যারোটিনে (Carotene) রূপান্তরিত হয়ে হলুদ রং সৃষ্টি করে। শাঁসের রংও পরিপক্বতার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে ফিকে হলুদ থেকে কমলা হলুদ হয়। হলুদ রঙের এই গাঢ়ত্বকে পরিমাপের জন্য রয়েছে ১০টি স্কেল, যে স্কেলের ০ অর্থ সবুজ এবং ১০ অর্থ গাঢ় হলুদ। যে আমে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ থাকে সবচেয়ে বেশি, সে আমের স্কেল রেটিং হয় ১০। একদল গবেষক চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, সাতক্ষীরা ও মেহেরপুর জেলার ৭টি গুরুত্বপূর্ণ জাতের (গুটি আম, ক্ষীরশাপাতি, ল্যাংড়া, হাঁড়িভাঙা, ফজলি, আম্রপালি ও আশ্বিনা) ওপর ২০১৭-১৯ পর্যন্ত গবেষণা করে দেখতে পেয়েছেন যে সবচেয়ে বেশি বিটা ক্যারোটিন রয়েছে ক্ষীরশাপাতি আমে (৪৭.২১ মাইক্রোগ্রাম/ ১০০ গ্রাম শাঁস)। সবচেয়ে কম রয়েছে আশ্বিনা আমে (১২.৫৪ মাইক্রোগ্রাম/ ১০০ গ্রাম শাঁস)। আমের এই রঙের বাণিজ্যিক গুরুত্ব থাকলেও আসলে আম তার রং বদল করে প্রকৃতির নিয়মে, প্রকৃতির স্বার্থে। অধিকাংশ পাখি, সরীসৃপ ও বন্য প্রাণীর রয়েছে চমত্কার বর্ণানুসন্ধানের ক্ষমতা। এমনকি নিশাচর হলেও তারা এসব পাকা ফল দেখে বুঝতে পারে ও সেগুলো খেয়ে বাঁচতে পারে, সেসব ফলের বীজ দূরবর্তী স্থানে নিয়ে বিস্তার ঘটাতে পারে।

আম–রসায়ন

রসাল ফল আম, আর সেই রসে মিশে আছে বহু রকমের রাসায়নিক উপাদান। একেক উপাদান আমের একেক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। যদিও সবাই জানে যে আবহাওয়া, জমি, মাটি, জন্মানোর স্থান, গাছের বয়স, আমের বয়স, জাত, পরিচর্যা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আমের রসায়নও হয় বিভিন্ন রকমের। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক মারিয়া এলেনা ও তাঁর সহকর্মীরা বিভিন্ন দেশের গবেষকদের গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করে আমের রাসায়নিক উপাদানগুলোকে চারটি অংশে ভাগ করেছেন। প্রথম অংশে রয়েছে আমের পুষ্টি ও অণুপুষ্টি উপাদান; অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাটি অ্যাসিড, লিপিড, জৈব অ্যাসিডগুলো, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ফলে থাকা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যৌগ বা ফাইটোকেমিক্যাল। যেমন: ফেনোলিক অ্যাসিড, ফ্ল্যাভিনয়েডস, ক্লোরোফিলের মতো সবুজ বর্ণকণিকা বা পিগমেন্ট। তৃতীয় অংশে রয়েছে গুটি থেকে পাকা পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের আমে থাকা রাসায়নিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন। চতুর্থ অংশে তাঁরা বর্ণনা করেছেন গাছ থেকে আম পাড়ার পর তার ভেতরে যে রাসায়নিক পরিবর্তনগুলো ঘটে, যেমন: ইথিলিন উত্পাদন। পাকা আম মিষ্টি বা মিষ্টি টক। আমের মিষ্টতা নির্ভর করে আমে থাকা চিনির পরিমাণের ওপর। বিশেষ করে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও সুক্রোজ। কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে স্টার্চ ও পেকটিন গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টি, স্বাদ ও ঘ্রাণের জন্য এসব রাসায়নিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। টাটকা পাকা আমে প্রায় ১৫ শতাংশ টোটাল সুগার বা চিনি থাকে। জাতভেদে এই পরিমাণ কমবেশি হয়। কাঁচা আমে ফ্রুক্টোজ প্রধান মনোস্যাক্কারাইড, কিন্তু পাকা আমে প্রধান হলো সুক্রোজ। কাঁচা আমে পরিমাণের দিক থেকে স্টার্চ থাকে বেশি। পাকার সময় এই স্টার্চ গ্লুকোজে পরিণত হয়। এভাবে পাকার সময় আমের শাঁসে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও সুক্রোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পেকটিন আর একটি কার্বোহাইড্রেট, যা আমের শাঁসে প্রচুর পরিমাণে থাকে। আম যখন কাঁচা থাকে, তখন তাতে পেকটিনের সঞ্চয়ন ঘটতে থাকে, কিন্তু পাকার সঙ্গে সঙ্গে পেকটিনের আণবিক ওজন কমে যায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের আমে প্রোটিন, তথা অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ থাকে বিভিন্ন। ভারতীয় আমে ০.৫ থেকে ১ শতাংশ প্রোটিন থাকে, আমেরিকার আমে থাকে আরও কম। পাকা আমে যেসব অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রধানত থাকে সেগুলো হলো অ্যালানিন, আরজিনিন, গ্লাইসিন, সেরিন, নিউসিন, আইসোলিউসিন ইত্যাদি। আমের শাঁসে ফ্যাটি অ্যাসিড তেমন না থাকলেও এর আঁটি ও খোসায় বেশ ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়, যা শিল্পদ্রব্যে ব্যবহৃত হতে পারে। উল্লেখযোগ্য ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো হলো পামিটিক, স্টিয়ারিক, ওলিক, লিনোলিক, লিগনোসেরিক, অ্যারাকিডিক, লিনোলিনিক ও বেহেনিক অ্যাসিড। আমে থাকা বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড বেশ দুর্বল প্রকৃতির। এসব যৌগের আণবিক ওজন থাকে কম যেমন অক্সালিক অ্যাসিড। আবার সাইট্রিক অ্যাসিডের মতো অ্যাসিডের আণবিক ওজন থাকে বেশি। আমের সবাত বিপাকীয় কাজের জন্য জৈব অ্যাসিডগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। আম কতটুকু টক হবে, তা নির্ভর করে আমে কী পরিমাণে সাইট্রিক ও ম্যালিক অ্যাসিড রয়েছে, তার ওপর। সাইট্রিক অ্যাসিডপ্রধান আমে যার পরিমাণ ০.১৩% থেকে ০.৭১%। আমে বহু রকমের ভিটামিন থাকলেও কাঁচা আমে ভিটামিন সি এবং পাকা আমে ভিটামিন এ প্রধান। ভিটামিন ই এবং ভিটামিন কে থাকে খুবই কম পরিমাণে। আমে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স পানিতে দ্রবণীয়। তবে আম পাড়া থেকে সংগ্রহোত্তর পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার কারণে অনেক ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। আম যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, লৌহ, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, জিংক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, সেরেনিয়াম ইত্যাদি খনিজ উপাদানের উত্স। সবচেয়ে বেশি থাকে ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম। গবেষক হিউ ও তাঁর সঙ্গীরা আমের শাঁস ও খোসায় ৩৪টি ফেনোলিক যৌগের সন্ধান পেয়েছেন। আমে যে পলিফেনল যৌগগুলো রয়েছে, সেগুলোর অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট ধর্ম রয়েছে।

‘সবখানেই শেখার আছে তবে দেশ আগে’ : সুজন

আওয়াজবিডি ডেস্ক: মোস্তাফিজুর রহমানকে কেন আইপিএল থেকে ফিরিয়ে আনা হলো- এ নিয়ে সমালোচনা যেন শেষ হচ্ছেই না। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জালাল ইউনূস জানিয়েছেন, মোস্তাফিজের আইপিএল-এ শেখার কিছু নেই। এরপর থেকেই সেই সমালোচনার আগুনে যেন ঘি পড়েছে। এ নিয়ে গতকাল বিসিবি’র আরেক পরিচালক খালেদ মাহমদ সুজন জানিয়েছেন- তিনি এমন বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নন। তবে দেশ আগে যেহেতু সামনে বিশ্বকাপ আর তাই জিম্বাবুয়ে সিরিজে খেলার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সুজন বলেন, ‘কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দেওয়া কঠিন। দেশ তো সবার আগে। সবসময়ই বলি এটা। দেশের প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে আনন্দের কিছু নেই। তবে পরিস্থিতি কী চায়, উনারা (জালাল ইউনূস, আকরাম খান) কীভাবে চিন্তা করেছেন তাও আমাদের বুঝতে হবে। আমি এখন জাতীয় দলের সেট-আপে নেই বলতে গেলে। অপারেশন্সের ভাইস-চেয়ারম্যান থাকলেও, আমি সেভাবে মিটিংগুলোয় যাচ্ছি না আবাহনীর খেলার কারণে। আমি জানিই না আসলে। তো আমি এ ব্যাপারে কিছু বলবো না। নিশ্চিতভাবেই জালাল ভাই একটা চিন্তা থেকেই মন্তব্যটা করেছেন। আমি মনে করি, চেয়ারম্যান হিসেবে উনি ক্রিকেট অপারেশন্সের অভিভাবক। উনি যেটা বলেছেন, আমাকে সেটাই মানতে হবে যে, উনার কথাই ঠিক। এটাই আমার ধরে নিয়ে যেতে হবে।’ ক্রিকেট অপারেশন্স চেয়ারম্যান জালালের ভাষ্য- এখন আর আইপিএল থেকে শেখার কিছু নেই মোস্তাফিজের। আকরামের বিশ্বাস, আইপিএল-এ থাকলেই ভালো হতো মোস্তাফিজের। আর গতকাল মিরপুরে এ নিয়ে কথা বলেন বোর্ডের আরেক পরিচালক খালেদ মাহমুদ সুজন। তিনি জানিয়েছেন- শেখার কোনো শেষ নেই। তবে এ নিয়ে জালালের পক্ষে সমর্থনও দিয়েছেন সুজন। তিনি বলেন, ‘শেখার সবখানেই আছে। প্রিমিয়ার লীগেও শেখার আছে। আজকের একটা সিনারিও শেখার হতে পারে। সেটা নিয়ে সংশয় নেই। হয়তো বা উনি এটা সেভাবে বোঝাননি। উনি বলেছেন, মোস্তাফিজ এতো বছর ধরে ওখানে খেলছে। আর সে তো এখন আর তানজিম সাকিবের মতো না। ও এখন মোস্তাফিজ। মোস্তাফিজ এখন অনেক বড় নাম বিশ্ব ক্রিকেটে। হয়তো বা জালাল ভাই ওই এঙ্গেল থেকেই বলেছেন যে, মোস্তাফিজের অভিজ্ঞতা যেটা আছে, ভারতের তরুণ পেসাররা ওর থেকে কাটার বা এ রকম জিনিস শিখতে পারে। উনি কথাটা এটাই বলেছেন। এটাকে অন্যকিছু মিন করা ঠিক হবে না। দিন শেষে আমি মনে করি, দেশ সবার আগে। এটা মাথায় রাখতে হবে। মোস্তাফিজ যদি আইপিএল খেলতে পারতো, আমিও খুশি হতাম। দেশের খেলা না থাকলে হয়তো সমস্যা হতো না। অনেকে হয়তো বলবে, নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা আইপিএল খেলছে। কিন্তু আমাদের তো দশটা মোস্তাফিজ নেই। এটাও চিন্তা করতে হবে।’ আইপিএল-এ টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম ক্রিকেটার সুযোগ পায় বাংলাদেশের। তবে মোস্তাফিজ ছাড়াও তাসকিন আহমেদ ও শরিফুল ইসলামের খেলার সুযোগ এসেছিল আইপিএল-এ। বিসিবি তাদের ছাড়পত্র দেয়নি। সুযোগ পাওয়া ওই দু’-এককজন ক্রিকেটারকে ছাড়পত্র দেয়া নিয়েও নানা ধরনের টাল-বাহানা করে বিসিবি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লীগে খেলতে ক্রিকেটারদের কি আরেকটু বেশি ছাড় দেয়া দরকার কিনা এ নিয়ে সুজন বলেন, ‘আইপিএল যেই স্ট্যান্ডার্ডে গেছে, সেটা (ক্রিকেটারদের আরও বেশি ছাড় দেয়া)। তবে যেটা বললাম, অনেক সময় দেশ আগে চলে আসে। এটা মানতেই হবে। তবে আমি যেটা বললাম, আপনি যদি এখন ভারতের কথা বলেন। তাদের এখন অনেক ক্রিকেটার আছে। মূল দলের বদলে দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে সিরিজ খেললেও তারা জিততে পারে। আমাদের তো ও রকম নেই বেঞ্চ।’ অন্যদিকে জাতীয় দলের স্পিন কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক স্পিনার মুস্তাক আহমেদ। তার মতো একজন অভিজ্ঞ স্পিনার বাংলাদেশের জন্য দারুণ উপকারী হবে বলে মনে করেন সুজন। তিনি বলেন, ‘দারুণ! আমি মনে করি, এত অভিজ্ঞ একজন স্পিন বোলিং কোচ... আর উপমহাদেশের হওয়ায় ভাষার সমস্যাটাও বেশি থাকবে না। উর্দু বা হিন্দি হয়তো কিছু বলবে, যেটা ইংরেজির চেয়ে সহজে বোধগম্য। তাই ছেলেদের কমিউনিকেশন করতে সহজ হবে। মুশি ভাই অবশ্যই পাকিস্তানের হয়ে অনেক দিন ক্রিকেট খেলেছেন। তার কোচিং ক্যারিয়ারও অনেক সমৃদ্ধ। ইংল্যান্ড বা অনেক বড় বড় দেশের জন্য কাজ করেছেন। তার অভিজ্ঞতাটা অবশ্যই আমাদের কাজে লাগবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাকিটা উনার কমিটমেন্ট বা ডেডিকেশনটা গুরুত্বপূর্ণ।’

প্রস্তাব পেয়েও যে কারণে আইপিএলে যাওয়া হয়নি শরীফুলের

ডেস্ক নিউজ: চলতি আইপিএলে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলছেন মুস্তাফিজুর রহমান। চেন্নাইয়ের হয়ে ৫ ম্যাচে নিয়েছেন ১০ উইকেট। আছেন শীর্ষ উইকেট শিকারীর দৌড়ে। এদিকে, বিসিবি থেকে ছুটি পেলে আইপিএল খেলার সুযোগ পেতে পারতেন আরেক পেসার শরীফুল ইসলামও। গেল বছর থেকে বল হাতে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন শরীফুল ইসলাম। জাতীয় দল, বিপিএল কিংবা ডিপিএল সবখানেই নিজেকে প্রমাণ করে চলেছেন এই পেসার। সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা নজরে এসেছিল আইপিএলের দল লখনৌ সুপার জায়ান্টসের। লোকেশ রাহুলের দলের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল বাংলাদেশি পেসারের সঙ্গে। কিন্তু যেতে পারেননি শরীফুল। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে আলাপকালে শরীফুল নিজেই জানিয়েছেন ঘটনা। সেই সঙ্গে শোনালেন যেতে না পারার কারণ। শরীফুল বলেন, ‘লখনৌ থেকে মেসেজ দিয়েছিল, তারা আমাকে চাচ্ছিল। কিন্তু এনওসির সময়টা খুবই কম ছিল তার জন্য তারা পরে আর রেসপন্স করেনি। যদি পুরো এনওসিটা দিত বিসিবি তাহলে হয়তো। যেহেতু আমাদের জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ রয়েছে সেক্ষেত্রে চিন্তা করে এনওসিটা ওইভাবে চিন্তা করে দেওয়া হয়েছে।’ শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে জিম্বাবুয়ে সিরিজ-ঘরের মাঠে দু’টি দ্বিপাক্ষিক সিরিজের মাঝে এক মাসের মতো সময়ের জন্য শরীফুলকে ছাড়তে রাজি ছিল বিসিবি। কিন্তু দলটি শরীফুলকে চেয়েছিল পুরো মৌসুমের জন্য। সে জন্য আইপিএল খেলা হয়নি এই বাঁহাতি পেসারের। তবে ভবিষ্যতে আইপিএল খেলার আশা হারাচ্ছেন না এই বাঁহাতি পেসার। দারুণ ছন্দে থাকা শরীফুল জানালেন, ফর্ম ধরে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে আরও সুযোগ আসবে, ‘ইচ্ছে তো আছে, সুস্থ থাকলে যেভাবে যাচ্ছে এভাবে গেলে ইনশাআল্লাহ একদিন খেলব আইপিএল। যদি তখন কোনো খেলা না থাকে। আশা থাকবে, ইচ্ছেও আছে, সুযোগ পেলে ভালো কিছু করব ইনশাআল্লাহ।’

‘বিশ্বকাপে আমাদের নিয়ে খুব বেশি প্রত্যাশা করার দরকার নেই: শান্ত

ডেস্ক নিউজ: যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হবে এবারে র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ১লা জুন যুক্তরাষ্ট্রের শহর ডালাসে পর্দা উঠবে এই টুর্নামেন্টের। প্রতি বিশ্বকাপের আগেই বাংলাদেশকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে থাকে। তবে এবার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বড় প্রত্যাশা করতে নিষেধ করলেন সমর্থকদের। আজ গুলশানে একটি অনুষ্ঠানে আসন্ন বিশ্বকাপ নিয়ে বেশি প্রত্যাশা না রাখার অনুরোধ করেন তিনি। শান্ত বলেন, ‘প্রতি বছর দেখি, বিশ্বকাপের আগে এগুলো নিয়ে অনেক কথা হয়। প্রত্যাশা থাকে এটা করব, সেটা করব। আমার একটা অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে। এই প্রত্যাশা খুব একটা করার দরকার নেই। এই প্রত্যাশা সবার মনের মধ্যে থাক। আপনারা জানেন বাংলাদেশ দল কী চায়, আমরা খেলোয়াড়রাও জানি বাংলাদেশকে কতদূর নিয়ে যেতে চায়।’ তিনি আরও বলেন, ‘যে দলটা খেলবে তারা ১২০ ভাগ দিবে প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য। এই নিশ্চয়তা দিতে পারি। প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য খেলবে। প্রতিটি ম্যাচ আমরা যখন খেলি, তখন অনেক আশা নিয়েই খেলি। এবার বেশ প্রত্যাশা করছি, আমার অনুরোধ থাকবে এই বিষয় নিয়ে আমরা যেন মাতামাতি না করি।’

ম্যাচ জিতলেও শাস্তি পেলেন হার্দিক পান্ডিয়া

ডেস্ক নিউজ:আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতলেও শাস্তি পেয়েছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯ রানের জয় পায় মুম্বাই। কিন্তু সেই ম্যাচে মুম্বাই তাদের ওভার সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারেনি। ফলে ১২ লাখ রুপি জরিমানা হল হার্দিক পান্ডিয়ার। আরও দু’বার এই ভুল করলে নির্বাসিত হতে হবে হার্দিককে। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বার ঠিক সময়ে ওভার শেষ করতে না পারলে অধিনায়কের ১২ লক্ষ রুপি জরিমানা হয়। দ্বিতীয় বার একই ভুল করলে ২৪ লক্ষ রুপি জরিমানা হয়। যে শাস্তি পেয়েছেন ঋষভ পান্থ। তৃতীয় বার একই ভুল করলে অধিনায়ককে এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হতে হয়। হার্দিক পান্ডিয়া প্রথম বার এই ভুল করেছেন। তাই তার ১২ লক্ষ রুপি জরিমানা হয়েছে। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১৯২ রান করে মুম্বাই। সূর্যকুমার যাদব ৫৩ বলে ৭৮ রান করেন। তিলক বর্মা ১৮ বলে ৩৪ রান করেন। তাদের দাপটে মুম্বাই ১৯২ রানে পৌঁছে যায়। সেই রান তাড়া করতে নেমে ১৪ রানে ৪ উইকেট চলে গিয়েছিল পাঞ্জাবের। সেখান থেকে আশুতোষ শর্মা এবং শশাঙ্ক সিং লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন দলকে।

ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে ১৫ বছরের হাবিবা

ডেস্ক নিউজ: পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে চলতি মাসেই বাংলাদেশে আসবে ভারত নারী ক্রিকেট দল। এই সিরিজের জন্য মঙ্গলবার ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দলে চমক ১৫ বছর বয়সী ডানহাতি পেসার হাবিবা ইসলাম। ভারত সিরিজে বাদ পড়েছেন ব্যাটার ফারজানা হক। তার জায়গায় গত বছর মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এসিসি ইমার্জিং টিমস কাপে সবশেষ খেলা ওপেনার রুবাইয়া হায়দারকে ফেরানো হয়েছে। আর সবশেষ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজে খেলা সুমাইয়া আক্তারকে রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে। দল নিয়ে বিসিবি’র নারী উইংয়ের নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ বলেন, ‘দলে খুব একটা পরিবর্তন নেই। আমরা আপাতত বেশি জায়গায় পরিবর্তন করছিও না। সিলেটে যেহেতু স্পোর্টিং উইকেটে খেলব, আমার মনে হয় উইকেট পেস বোলারদের সহায়তা করবে। এ জন্য আমরা বাড়তি একজন পেসার নিয়েছি। আরেকটা সুখবর হচ্ছে, আমাদের ওপেনার রুবাইয়া হায়দার চোট কাটিয়ে ফিরেছে। ও আসছে (ফারজানা) লিজার জায়গায়।’ হাবিবা ইসলাম ও রুবাইয়াকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘সোবহানা আক্তারের জায়গায় আমরা পেসার হাবিবা ইসলামকে নিয়েছি। ব্যাকআপ উইকেটকিপার লিজা আক্তারের জায়গায় ঝিলিককে (রুবাইয়া) নিয়েছি। ঝিলিক বাংলাদেশের খুবই সম্ভাবনাময় ব্যাটার। হংকংয়ে ইমার্জিং এশিয়া কাপের সময় চোটে পড়েছিল। অনেক দিন পর সে ফিরেছে।’ এবারের সিরিজের সব ম্যাচই হবে সিলেটে। ২৮শে এপ্রিল মাঠে গড়াবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। এরপর ৩০শে এপ্রিল হবে দ্বিতীয় ম্যাচ। আউটার মাঠে পরের দুই ম্যাচ যথাক্রমে ২ ও ৬ই মে। শেষ ম্যাচ আবার মূল মাঠে গড়াবে ৯ই মে। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গড়ানো ম্যাচ তিনটি হবে দিবা-রাত্রির। খেলা শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। আর আউটার মাঠে দুই ম্যাচ শুরু হবে দুপুর ২টায়। এ নিয়ে তৃতীয়বার টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসছে ভারতের নারী ক্রিকেট দল গত বছরের জুলাইয়ে সবশেষ সফরে ভারত সিরিজ জেতে ২-১ ব্যবধানে।

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল
নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার (সহ-অধিনায়ক), মুর্শিদা খাতুন, সোবহানা মোস্তারি, স্বর্ণা আক্তার, রিতু মনি, রাবেয়া খান, সুলতানা খাতুন, ফাহিমা খাতুন, মারুফা আক্তার, ফারিহা ইসলাম, শরিফা খাতুন, দিলারা আক্তার, রুবাইয়া হায়দার ও হাবিবা ইসলাম।
স্ট্যান্ডবাই: সুমাইয়া আক্তার ও নিশিতা আক্তার।

‘অনেক বেশি ক্ষুধার্ত ছিলাম’ : নাসুম

ডেস্ক নিউজ: নিজের প্রথম দুই ওভারে নিলেন দুই উইকেট। এরপর একে একে নিলেন আরও ৩টি। সবমিলিয়ে ৫ বছর ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে ফাইফারের দেখা পেলেন নাসুম আহমেদ। ম্যাচ শেষে মোহামেডানের এই স্পিনার বলেন, তিনি অনেক বেশি ক্ষুধার্ত ছিলেন উইকেটের জন্য। একই ম্যাচে মোহামেডানের জয়ে অবদান রাখেন অধিনায়ক ইমরুল কায়েসও। গতকাল ঢাকা প্রিমিয়ার লীগের প্রথম পর্বের শেষ দিনে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ৫ উইকেটে হারায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড। মিরপুরে শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাটিং করে মাত্র ১৩৫ রান করে ব্রাদার্স। ১০ ওভারে ২২ রানে ৫ উইকেট নেন নাসুম। আসরে এখন পর্যন্ত ১১ ইনিংসে নাসুমের শিকার ১৮ উইকেট। এরপর ইমরুল কায়েসের ৭১ বলে অপরাজিত ৯২ ইনিংসের উপর ভর করে ২৩.২ ওভারে জয়ের বন্দরে পৌছে যায় মোহামেডান। ১১ ম্যাচে ৮ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের ৩ নম্বরে থেকে সুপার লীগ খেলবে তারা। আর সমান ম্যাচে তিন জয়ে অবনমন অঞ্চল এড়াতে পেরেছে ব্রাদার্স। ম্যাচ শেষে নাসুম বলেন উইকেটের জন্য তার ক্ষুধা ছিল। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্বিতীয়বার পাঁচ উইকেট নিয়ে মোহামেডানের এই বাঁহাতি স্পিনার সাংবাদিকের বলেন, ‘অনেক দিন ধরে উইকেটের একটা ক্ষুধা নিয়ে ছিলাম। দু-একটা করে উইকেট পেতাম প্রথম চার ম্যাচে মনে হয় দুইটা উইকেট পেয়েছি। বোলিংয়ের তালিকা যখন দেখতাম, একদম তলানিতে আছি... তো অনেক বেশি ক্ষুধার্ত ছিলাম আমি যে, একটা ম্যাচে ভালো করব।’ এদিন রান তাড়ায় শুরু থেকেই অন্যপ্রান্তে রনি তালুকদারকে দর্শক বানিয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন ইমরুল। ৬৬ রানের উদ্বোধনী জুটিতে রনির অবদান স্রেফ ১০ রান। এরপর ১ রানের ব্যবধানে দুই উইকেট হারায় মোহামেডান। রনির পর ফেরেন মাহিদুল ইসলাম অংকনও। রুবেল মিয়া, মাহমুদউল্লাহ, আরিফুল হকরাও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। তবে ইমরুল ঠিকই একপ্রান্ত আগলে ছিলেন। মেহেদী হাসান মিরাজকে নিয়ে ম্যাচ শেষ করেন ইমরুল। ৩৬ বলে পঞ্চাশ ছোঁয়া ইমরুল অপরাজিত থাকেন ৯২ রানে। আর মিরাজের নামের পাশে যোগ হয় ৭ রান। এর আগে প্রথম ওভারে ব্রাদার্স ওপেনার আব্দুল মজিদকে ফেরান দারুণ ফর্মে থাকা আবু হায়দার রনি। পরের ওভারে নাসুমের শিকার রহমতউল্লাহ আলি। বাঁহাতি এই স্পিনারের দ্বিতীয় ওভারে ফেরেন অভিজ্ঞ ইমতিয়াজ হোসেন।জাকিরুল ইসলাম ও মাহমুদুল হাসান শুরুর ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও পারেননি। দ্বিতীয় স্পেলে ফিরে নাসুম ভাঙেন ৫৩ রানের পঞ্চম উইকেট জুটি। ৪৫ রান করে ফেরেন মাহমুদুল। রাহাতুল আরও কিছুক্ষণ এগিয়ে নেন ব্রাদার্সকে। তাকেও ৪৫ রানে থামান নাসুম। শেষ পর্যন্ত ১৩৫ রানেই থামে ব্রাদার্সের ইনিংস।

অনিয়মিত মাসিক রোধে

লাইফস্টাইল ডেস্ক:

ঋতুচক্রে মেয়েদের স্বাভাবিক পিরিয়ডের সময়কাল ধরা হয় ২৮ দিন। এই ২৮ দিন পর পর পিরিয়ড হওয়াকে স্বাভাবিক ঋতুচক্র ধরা হয়। ২৮ দিনের সাত দিন আগে বা ৭ দিন পরও যদি হয় তা স্বাভাবিক ঋতুচক্র বলা হয়। যদি মাসিক ৩৫ দিনের বেশি অর্থাৎ যে সময় মেয়েদের মাসিক হওয়ার কথা (প্রত্যেক মাসে একটা নির্দিষ্ট দিনে) তার ১০ দিন বা ১৫ দিন পর হয় অথবা অনেকের ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন মাসের ব্যবধান হয়ে থাকে, তাহলে এই ঋতুচক্রকে অনিয়মিত ঋতুচক্র বলা হয়।

বেশ কিছু কারণে অনিয়মিত মাসিক (irregular menstruation) হতে পারে-

১. ওজন বেড়ে যাওয়া
২. পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম
৩. মানসিক চাপ
৪. জরায়ু টিউমার
৫. এন্ডোমেট্রিওসিস
৬. থাইরয়েড হরমোনের তারতম্য- ইত্যাদি।

অনিয়মিত মাসিকের কারণে দুই ধরনের সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। প্রধান সমস্যা হলো–

সন্তান ধারণের ক্ষমতা কমে যায় ও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ হয়ে থাকে।

অনিয়মিত মাসিক প্রতিরোধের সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে- যার ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি সেটি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।

ফাস্টফুড বা জাঙ্ক ফুডজাতীয় খাবার পরিহার করতে হবে। স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। নিয়ম করে রোজ ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা রাতে ঘুমাতে হবে।

আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে শুরুতেই পরামর্শ নিতে হবে।

যখন মাসিক অনিয়মিত হচ্ছে, শুরুতেই গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

যদি হরমোনের তারতম্য দেখা যায়, তা হলে সে অনুযায়ী চিকিৎসা দিয়ে থাকে, যাতে পরবর্তীতে মাসিক নিয়মিত হওয়া, বাচ্চা নিতে সমস্যা না হয়।

দাঁতে গর্ত হলে রুট ক্যানেল না ফিলিং?

লাইফস্টাইল ডেস্ক:

দাঁতের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে গর্ত হওয়া একটি। এমনটি হলে সঠিক চিকিৎসা জরুরি হয়ে পড়ে। নতুবা দাঁত নষ্ট হয়ে যায়।

দাঁতের গর্তে কখন রুট ক্যানেল করাবেন আর কখন ফিলিং করা লাগবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের লাইন ডাইরেক্টরডা. মো. মোশাররফ হোসেন খন্দকার।

দাঁতের যে অংশটি আমরা দেখতে পাই, সেটি শরীরের সবচেয়ে শক্ত সাদা বর্ণের এনামেল নামক স্তর দিয়ে আবৃত। এর পরের হলুদভাব স্তরটি ডেন্টিন আর সর্ব ভেতরের স্তরটি দাঁতের প্রাণ বা মজ্জা।

মাড়ির ও চোয়ালের হাড়ের মধ্যকার দাঁতের শিকড়ের বাইরের স্তরটি সিমেন্টাম নামক পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে আর ভেতরের বাকি দুটি স্তর একই।

দাঁতের ক্ষয় যখন প্রথম দুটি স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন ফিলিংয়ের মাধ্যমেই দাঁত কে স্বাভাবিক রাখা যায়। এনামেল ক্ষয় হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে দাঁতে তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা অনুভব হয় না, ডেন্টিন ছুঁয়ে গেলে দাঁত শিনশিন করতে পারে।

অবহেলা বা উদাসীনতার কারণে দাঁতের গর্তের গভীরতা যখন মধ্যকার মজ্জাতে যায় তখন অনেক ব্যথার সৃষ্টি করে, তখন আক্রান্ত দাঁত রক্ষায় রুট ক্যানেল একটি কার্যকর ও নিরাপদ চিকিৎসা।

চিকিৎসার দাঁতটির ওপর কৃত্রিম মুকুট বা ক্যাপ করে নেওয়া জরুরি।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে শুষ্ক মুখ, রুট এবং করোনাল ক্যারিজ এবং পেরিওডন্টাইটিস দেখা যায়। বয়স্কদের মাড়ি রোগের ক্ষেত্রে মাড়ি গাঢ় লাল বর্ণের হয়ে থাকে। ফোলা ও ব্যাথাযুক্ত মাড়ি থেকে সহজেই রক্তপাত হয়। বয়স্কদের মাড়ি মসৃণ, উজ্জ্বল এবং নাজুক অবস্থায় থাকে।

বয়স্কদের যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদের মাড়ি রোগের দ্রুত অবণতি ঘটে।

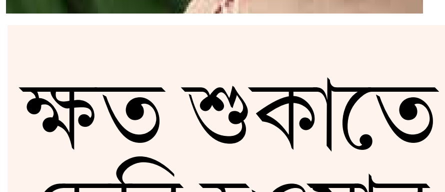

গ্রীষ্মের দাবদাহে সুস্থ থাকার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক:

গ্রীষ্মকালে কিছু রোগ দেখা দেয়। খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ও জীবনাচারে কিছু বদল আনলে এসব রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অতিরিক্ত গরম সব সময়ই শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত তাপ যে কোনো বয়সের বিশেষ করে শিশু ও যাদের বয়স ৬০-এর কাছাকাছি বা তার চেয়ে বেশি তাদের ঝুঁকি এ সময় সবচেয়ে বেশি থাকে। গরমে শারীরিক অস্বস্তি ও নানা রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। একটু সচেতন হলেই আমরা এসব রোগবালাই থেকে দূরে থাকতে পারি। তবে সময়মতো সচেতন না হলে অনেক সময় তা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রতিটি ঋতু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। প্রতিটির একটি কমনীয় এবং উপভোগ্য দিক রয়েছে, সেসঙ্গে একটি অস্বস্তিকর এবং ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে।

গ্রীষ্মকালও এর ব্যতিক্রম নয়। গ্রীষ্মের গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়া অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করে।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে আমরা এগুলো এড়াতে পারি।

গ্রীষ্মকালে শরীর অতিরিক্ত ঘামের মাধ্যমে তাপ নির্গত করে মূল তাপমাত্রাকে স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। ফলে শরীরে তরলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যাকে আমরা পানিস্বল্পতা বা ডিহাইড্রেশন বলি। পানিস্বল্পতার লক্ষণগুলো হলো: সব সময় তৃষ্ণার্ত অনুভব করা, অল্প এবং গাঢ় আভাযুক্ত প্রস্রাব, মাথাব্যথা, দিশেহারা ভাব।

নিয়মিত বিরতিতে প্রচুর পানি পান করে আমরা এই লক্ষণগুলো প্রতিরোধ করতে পারি। কচি ডাবের পানি বা 'লস্যি' ও পান করতে পারি। তরমুজ, আঙুর, পেঁপে বা আমের মতো অনেক পানিযুক্ত ফল খেতে পারি যা আমাদের শরীরের পানিকে পুনরায় পূরণ করতে পারে। ডিহাইড্রেশনের ফলে গ্রীষ্মকালে মাথাব্যথা একটি সাধারণ ব্যাপার, যা গ্রীষ্মকালীন মাথাব্যথা নামে পরিচিত। পানিস্বল্পতা পূরণ করে মাথাব্যথা প্রতিরোধ করা সম্ভব। গরমে মৃদু থেকে তীব্র তাপজনিত রোগ সৃষ্টি হতে পারে। এটি সূর্যালোক-সম্পাতের কাল এবং পরিশ্রমের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। এগুলো হলো- গরম তাপমাত্রায় অতিরিক্ত ব্যায়াম করলে প্রচুর ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে লবণ (সোডিয়াম) বেরিয়ে যাওয়ার ফলে বেদনাদায়ক পেশি সংকোচন ঘটে। লবণবিহীন শুধু পানি পান করলে এটি আরও বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে শরীরের মূল তাপমাত্রা (core temperature) বৃদ্ধি পায় না। লক্ষণগুলো দেখা দিলে খাবার স্যালাইন খেলে দ্রুত উপশম হয়। শরীরের বাইরের দিকের রক্তনালি প্রসারণের ফলে রক্তচাপ কমে যায়, ফলে মস্তিষ্কে কম রক্ত প্রবাহিত হয়, তখন কোনো ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। তখন ওই ব্যক্তিকে ছায়ার নিচে সরিয়ে নিতে হবে এবং ফ্যান চালিয়ে দিলে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করলে তাপ নিঃসরণ ঘটে। প্রচুর ঘাম এবং অপর্যাপ্ত লবণ ও পানি প্রতিস্থাপনের ফলে কোর (মলদ্বার) তাপমাত্রা ৩৭০ থেকে ৪০০-এর মধ্যে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দেয়: ত্বক গরম এবং ঘাম হয়, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, ক্লান্তি, বিরক্তিভাব, ডিহাইড্রেশন, দ্রুত নাড়ির গতি। এ রকম পরিস্থিতিতে রোগীকে তাপ থেকে ছায়ায় নিয়ে যেতে হবে। কাপড়-চোপড় খুলে ঠান্ডা পানি স্প্রে করে ফ্যান ছেড়ে শীতল করতে হবে। পানিস্বল্পতা পূরণের জন্য খাবার স্যালাইন খেতে দিতে হবে বা শিরায় স্যালাইন দিতে হবে। চিকিৎসা না করা হলে, তাপ নিঃসরণ হিট স্ট্রোকে পরিণত হতে পারে।

হেই ফিভার এক ধরনের অ্যালার্জি। এটি বিশেষত গ্রীষ্মের শুরুতে দেখা যায়, যখন ফুল ফোটে এবং পরাগ আপনার শরীরের সংস্পর্শে আসে। এর লক্ষণগুলো হলো: নাক আটকে যাওয়া এবং চোখ দিয়ে পানি পড়া, কাশি এবং হাঁচি, নাক দিয়ে পাতলা পানি পড়া, ক্লান্তি এবং জ্বর।

বাইরে যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করে পরাগের সংস্পর্শ এড়িয়ে এটি প্রতিরোধ করতে পারি। যদি এটি ঘটে, তবে ফেক্সোফেনাডিনের মতো অ্যান্টিহিস্টামিন দ্বারা উপসর্গগুলো হ্রাস করা যেতে পারে। আপনি যদি অ্যালার্জি প্রবণ হন, তবে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন, কিছু ওষুধ হাই ফিভার প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে।

গ্রীষ্মের শুরুতে হাঁপানির আক্রমণ বেশি দেখা দেয় যখন ফুল ফোটে এবং ফুলের রেণু বাতাসে উড়ে বেড়ায়, বিশেষ করে অ্যালার্জিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে। আপনার যদি হাঁপানি থাকে আপনি বাইরে যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করে পরাগের সংস্পর্শ এড়ানোর মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে পারেন।

ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা এবং টাইফয়েড হলো পানিবাহিত রোগ যা গ্রীষ্মের মাসগুলোতে বেশি দেখা যায় এবং দূষিত খাবার বা পানি এড়িয়ে চলার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায়।

গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে সাধারণ চর্মরোগগুলোর মধ্যে একটি হলো ঘামাচি। ঘামাচি বাচ্চাদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের হয়। ত্বকে লাল ফুসকুড়ি হয় এবং এটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর হতে পারে এবং অতিরিক্ত চুলকানির কারণ হতে পারে। এ অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন একজন ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে ঘামে এবং ঘামে। ভেজা কাপড় ত্বকে ঘষতে থাকে যার ফলে ফুসকুড়ি এবং চুলকানি হয়। ঘামাচি থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে ত্বক শুষ্ক রাখতে হবে। ঘর্মাক্ত জামাকাপড় সময়মতো পরিবর্তন করুন এবং ত্বককে শুষ্ক রাখতে ভালো ঘামাচি পাউডার ব্যবহার করুন।

যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য সূর্যালোতে কেউ থাকেন, তখন ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি (UVA, UVB) সূক্ষ্ম ত্বকে প্রবেশ করে সানবার্ন নামক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এ অবস্থায় ত্বক শুষ্ক ও লাল হয়ে যায় এবং চুলকায়। সঙ্গে বমি বমি ভাব, জ্বর বা ঠান্ডা থাকতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে পোড়া গুরুতর, সেখানে ফোস্কা পড়তে পারে এবং অবস্থার উন্নতি হলে ত্বকে খোসা উঠতে পারে। রোদে বেরোনোর প্রায় ২০ মিনিট আগে একটি শক্তিশালী (এসপিএফসহ) ভালো সানস্ক্রিন লোশন প্রয়োগ করতে পারেন। এ ছাড়া ত্বকের আর্দ্রতা সঠিকভাবে বজায় রাখুন।

গ্রীষ্মে ব্রণ হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়। কারণ শরীর ঠান্ডা রাখতে শরীরে বেশি ঘাম তৈরি করে। ঘামের অতিরিক্ত উৎপাদন সেবেসিয়াস গ্রন্থিগুলোকে ত্বককে আর্দ্র রাখতে আরও তেল উৎপাদন করতে উদ্দীপিত করে, ফলে সেবেসিয়াস গ্রন্থিমুখ আটকে যায় এবং ব্রণ সৃষ্টি করে। দিনে বারবার মুখ ধোয়া ত্বককে তেলমুক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারে। ফলে ব্রণ কম হবে।

হাম একটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ। এর লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বর, কাশি, সর্দি এবং গায়ে লাল লাল দানা। শিশুরা সাধারণত হামে আক্রান্ত হয়। হামের টিকা এবং আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শ এড়ানোর মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা যায়।

মাম্পস একটি ছোঁয়াচে এবং মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ, যা গ্রীষ্মকালে ব্যাপক আকার ধারণ করে। এটি সংক্রমিত ব্যক্তি যখন হাঁচি বা কাশি দেয় তখন প্রতিবেশীদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। কানের সামনের প্যারোটিড গ্রন্থিকে আক্রান্ত করে, যার ফলে গ্রন্থি ফুলে যায়, ব্যথা এবং জ্বর হয়। মাম্পস ভ্যাকসিন এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়ানোর মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা যায়। গ্রীষ্মের অন্যতম মারাত্মক রোগ হলো চিকেন পক্স। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। জলবসন্তে সারা শরীরে ছোট ছোট পানিভর্তি ফোস্কা দেখা দেয়। জলবসন্ত সাধারণত ছোট শিশুদের আক্রান্ত করে; কখনো কখনো প্রাপ্তবয়স্ক লোক, ডায়াবেটিসের রোগী, ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের হতে পারে। এ সংক্রামক রোগটি বায়ুবাহিত কণার মাধ্যমে ছড়ায় যা সংক্রমিত ব্যক্তি কাশি বা হাঁচি দিলে বা সরাসরি সংক্রমিত ব্যক্তির সহচার্যে এলে ছড়ায়। কখনো কখনো সংক্রমণ সুপ্ত থাকতে পারে যতক্ষণ না সংক্রমণ করার জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি হয়। চিকেনপক্সের ভ্যাকসিন নিয়ে এবং সংক্রমিত ব্যক্তির সহচার্য এড়িয়ে জলবসন্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব।

মশার কামড়ে সংক্রমিত রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়াও গ্রীষ্মকালে বেশি দেখা যায়, কারণ এটি মশার প্রজনন মৌসুম। মশা নিধন, তাদের প্রজনন স্থান অপসারণ এবং মশার কামড় এড়ানোর মাধ্যমে এ রোগগুলো প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

চোখ ব্যথা বা কনজাক্টিভাইটিস হলো ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ বা অ্যালার্জির ফল, যা কনজাক্টিভার প্রদাহের সৃষ্টি করে এবং ৪-৭ দিন থাকে। চোখ ব্যথা করে এবং লাল হয়ে যায়। এগুলো সাধারণত ভাইরাস দিয়ে হয় এবং এটি একটি সংক্রামক রোগ। যদি পরিবারের এক ব্যক্তির এটি হয়, তবে সবারই হতে পারে। চোখ স্পর্শ করার আগে হাত ধোয়া গুরুত্বপূর্ণ। দিনে কয়েকবার ঠান্ডা পানি দিয়ে আক্রান্ত চোখ ধুলে আরাম পাওয়া যায়।

যেহেতু গ্রীষ্মকাল চলছে, সতর্ক থাকুন এবং উষ্ণ ও গরম আবহাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। নিরাপদ গ্রীষ্মের জন্য অতিরিক্ত তাপের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত উপায়গুলো অবলম্বন করুন।

* প্রচুর পানি পান করুন এবং নিজেকে হাইড্রেটেড রাখতে বাড়িতে এবং ভ্রমণের সময় ডাবের জল এবং লেবুর শরবত পান করুন। সারা দিনে কমপক্ষে ১০-১২ গ্লাস তরল পান করুন।

ঢিলেঢালা, হালকা রঙের পোশাক পরুন। কারণ গাঢ় রঙের পোশাক বেশি তাপ শোষণ করে এবং আঁটসাঁট পোশাক আপনার শরীরকে ঘামতে দেয় না। হালকা এবং শোষণকারী সুতার পোশাক ব্যবহার করুন।

ভ্রমণের সময় বা বাহিরের কাজকর্মের সময় ভারী পরিশ্রম এড়িয়ে চলুন; প্রয়োজনে ছায়াস্থানে বিশ্রাম করুন। শিশুকে কখনোই প্রখর সূর্যের সংস্পর্শে থাকা গাড়িতে বসে থাকতে দেবেন না এবং ছায়ার নিচে গাড়ি পার্ক করার চেষ্টা করুন। সূর্যের রশ্মির কারণে রোদে পোড়া হলে আরামের জন্য বরফের প্যাক এবং ব্যথা উপশমকারী মলম প্রয়োগ করুন। হাত সঠিকভাবে ধুয়ে নিন ও খাবার তৈরি এবং পরিবেশন করার সময় সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। খাদ্য ও পানিবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে কোনো খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ বা রান্না করার আগে হাত ধুয়ে নিন।

যখনই ওয়াশরুমে যাবেন তখন হাত ধুয়ে নিন।

গ্রীষ্মের দিনে আধাসিদ্ধ খাবার এবং রাস্তার খাবার খাবেন না। তরমুজ, শসা, আখ এবং আমের মতো তাজা রসালো ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন।

দুপুরের রোদের সময় বাড়ির জানালা বন্ধ রাখুন, যাতে তাপ বাড়ির ভেতরে আটকে না যায়।

খাবার স্যালাইন (ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন)-এর মজুত হাতে রাখুন। এগুলো সহজেই কিনতে পাওয়া যায়। যদি না পাওয়া যায়, আপনি নিজে এগুলো বাড়িতে তৈরি করতে পারেন।

চোখের ব্যথা এড়াতে এবং সংক্রমণের বিস্তার এড়াতে, হাত সঠিকভাবে পরিষ্কার রাখুন, ব্যথা কমাতে পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ বারবার ধুয়ে নিন।

MMR (হাম, মাম্পস, রুবেলা) টিকা দিয়ে এদের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। আপনি বা আপনার সন্তানকে এ ৩টি সংক্রমণের বিরুদ্ধে টিকা দেয়া না থাকলে, দ্রুততম সময়ে টিকা নেওয়া উচিত।

মশা তাড়ানোর ওষুধ প্রয়োগ করুন এবং মশার প্রজনন স্থান এড়িয়ে চলুন।

কমপক্ষে ১৫ এসপিএফ (সান প্রোটেক্টর ফ্যাক্টর)সহ সানস্ক্রিন প্রয়োগ করে ত্বককে ঢেকে রাখুন এবং সুরক্ষিত রাখুন।

খুব বেশি সময় সূর্যের তাপ-এক্সপোজার এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে দুপুর থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত, যখন সূর্যের রশ্মি সরাসরি লম্বাভাবে পড়ে।

ভ্রমণের সময় বা বাহিরের কার্যকলাপের জন্য সানগ্লাসসহ ক্যাপ পরে সূর্যের তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। টুপি এবং সানগ্লাস ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মিকে মুখের সংবেদনশীল স্থানে আঘাত করা থেকে বাধা দেবে এবং মুখকে সতেজ ও বলিরেখামুক্ত রাখবে।

দিনের শুরুতে জলপান

লাইফস্টাইল ডেস্ক:

মানুষের দেহের মোট ওজনের ৬০-৭০ শতাংশ পানি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে প্রায় ৪০ লিটারের মতো পানি থাকে। খাদ্য পরিপাক, পরিশোষণ, পরিবহন, বর্জ্য পদার্থ অপসারণ ও তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সঠিক মাত্রায় পানি পান করতে হয়। কম পানি পানে কোলেস্টেরল, সুগার ইত্যাদি বেড়ে রক্তের তারল্য কমে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক পানির চাহিদা প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৪৩ মিলি। আমাদের দেশে ৩৫ থেকে ৭৫ কেজি ওজনের ব্যক্তিদের দৈনিক পানির চাহিদা দেড় থেকে সাড়ে তিন লিটার। এজন্য প্রতিদিন ৬-১৪ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত।

ন্যাচারোপ্যাথির মতে, মূল খাবার শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে মুখ বা খাদ্যনালী থেকে খাবারকে একটু নামিয়ে দিতে ১০০ থেকে ১৫০ মি.লি. পানি পান করা দরকার। খাবার পর পরই এর বেশি পানের দরকার নেই। ভালো হয়, আধা ঘন্টা বিরতি দিয়ে পানি পান করলে।

ওয়াটার থেরাপি বা পানির সমন্বয় অনুসারে, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে (ব্যক্তি বিশেষে) এক থেকে দেড় লিটার পানি পান করা উচিত। এরপর ঘন্টা খানেক পর সকালের মূল খাবার ও দুপুরের মূল খাবারের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে বা পুরো সময়টাকে দু'ভাগে ভাগ করে আধা লিটার থেকে এক লিটার পানি পান করুন। আবার দুপুরের মূল খাবার শেষ করে তিন ঘন্টা পর এক থেকে দেড় লিটার পানি পান করুন। সকাল, দুপুর, বিকেল ও রাতের মূল খাবারের শুরু থেকে শেষ করা পর্যন্ত ১৫০-২৫০ মি.লি. পানি পান করা যাবে। এতে চার মূল খাবারে প্রায় আধা লিটার থেকে এক লিটার পরিমাণ হবে। সন্ধ্যার পর থেকে রাতে আর পানি পান না করাই ভালো। তবে ১০০ থেকে ২৫০ মি.লি. পর্যন্ত গরুর দুধ পান করা যেতে পারে। এছাড়া অন্য কোনো তরল পানীয় পান না করাই উচিত। এতে শরীর ও মন ভালো থাকবে, ঘুম ও ভালো হবে। এভাবে সময়মতো ও পরিমাণ নির্ধারণ করে ব্যক্তিবিশেষে মোট তিন থেকে পাঁচ লিটার পানি পান করবেন। অনেক বেশি পান করার কারণে 'ওয়াটার ইনটক্সিফিকেশন' হয়ে থাকে। একে ওয়াটার পয়েজিংও বলা হয়। অনেক বেশি পানি পান করলে রক্তে পানির পরিমাণ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত পানি রক্তে ইলেকট্রোলাইটের ঘনত্ব কমিয়ে দেয়, বিশেষ করে সোডিয়ামের। অতিরিক্ত পানি পানের কারণে সোডিয়াম লেভেল কমে দেহ কোষের বাইরের পানি কোষের ভেতর চলে যায় এবং কোষের আকার বৃদ্ধি করে। এভাবে মস্তিষ্কের কোষের আকার বৃদ্ধি হওয়া শুরু হলে ভেতরে চাপ বৃদ্ধি পায়। তখন কিছু লক্ষণ যেমন : মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, ভ্রম, দৈত দৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি দেখা দেয়। একজন পূর্ণ বয়ষ্ক মানুষের কিডনি দিনে ২০-২৮ লিটার পানি শরীর থেকে বের করতে পারে। তবে ঘন্টায় ৮০০ মিলি থেকে ১ লিটারের বেশি পানি শরীর থেকে বের করতে পারে না।

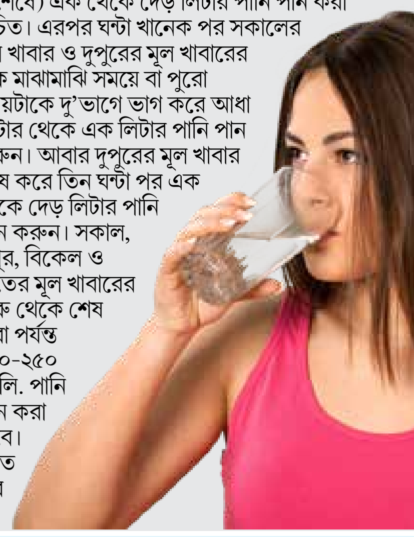

তাই কখনোই ঘন্টায় ৮০০ মিলি থেকে ১ লিটারের বেশি পানি খাওয়া উচিত নয়। ঘন্টায় ২ লিটারের বেশি পানি পান করলে ওয়াটার ইনটক্সিফিকেশনের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। যাদের কিডনি রোগ আছে, যাদের হার্ট ও লাঞ্চে পানি জমে থাকে তারা পানি পানে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবেন অথবা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী পানি পান করবেন।

কেমিক্যাল ব্যবহার করে নয়, পানিকে ফুটিয়ে ফিল্টারিং করে বা ছেঁকে বিশুদ্ধ করে পানি পান করুন।

যেভাবে মধুর হবে বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক

লাইফস্টাইল ডেস্ক:

শাশুড়ি-বউমার মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় অনেক বাড়িতেই ঝগড়া-অশান্তি লেগে থাকে। এ সমস্যার আঁচ করে অনেকেই বিয়ে করতেও ভয় পান। শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণে অনেকে মানসিক অবসাদেও ভোগেন। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করলেই এই অশান্তি এড়িয়ে যেতে পারেন। জেনে নিন, কোন কোন বিষয় মাথায় রাখলে কর্মব্যস্ত জীবনে বাড়ির অশান্তি অনেকটাই দূরে থাকবে। আপনার স্বামী কিন্তু তার সন্তানও বটে, এই কথা ভুললে চলবে না।

স্বামীকে নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাটা বোকামি। আপনি শাশুড়ির থেকে সব দিকেই ভালো– বরের সামনে এমনটা দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি আপনার থেকে বয়সে বড়, অভিজ্ঞতাও বেশি। তাই তিনি সংসার সামলাতে আপনার থেকে বেশি দক্ষ হবেন, সেটিই স্বাভাবিক। এ কথা মাঝে মাঝে মেনে নিলে ক্ষতি নেই। শাশুড়ির প্রতি সম্মান শ্বশুরবাড়িতে আপনার জায়গা অনেক বেশি পোক্ত করবে।

আপনার কর্মক্ষেত্র নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে মতবিরোধ হচ্ছে? শাশুড়ি আগের প্রজন্মের মানুষ। তাই আপনার কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না-ও থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ হয় অনেক সময়। তার কথা অবজ্ঞা না করে; বরং কয়েক দিন আপনার কাজ, কর্মক্ষেত্র নিয়ে গল্প করুন শাশুড়ির সঙ্গে। বাইরের জগৎ সম্পর্কে শাশুড়ির ধারণা তৈরি করুন। দেখবেন সমস্যা অনেকটাই কমেছে। বয়স হলে মানুষ অভিমানী হয়ে পড়েন। অল্পতেই তারা রেগে যান, আবার অল্পতেই রাগ কমে যায়। এমনটা আপনার বাবা-মায়ের ক্ষেত্রেও হয় নিশ্চয়ই।

শাশুড়ি কোনো কাজ করলে সমালোচনা না করে তার প্রশংসা করুন। এতে তিনি উৎসাহিত হবেন। কোনো ভুল হলেও গল্পের ছলে সেই ভুল শুধরে দিন। একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বাড়লেই তো সম্পর্কের ভিত মজবুত হবে।

শাশুড়ির কোনো কথায় আঘাত পেলে সেই রাগ মনে পুষে রাখবেন না। কথায় কথায় শাশুড়িকে বুঝিয়ে দিন, আপনি তার কথায় কষ্ট পেয়েছেন। তবে ঝগড়া-অশান্তির ছলে নয়, শান্তভাবে আপনার সমস্যার কথা তাকে জানান। আপনার কোনো কথা তার খারাপ লাগলে তাকেও জানাতে বলুন। এভাবেই সম্পর্কের তিক্ততা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। শাশুড়ির পছন্দের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন। তার পছন্দের রান্না, অসুস্থতায় যত্ন করা, তার জন্মদিনটা একটু অন্য রকমভাবে পালন করা– আপনার এই ছোট ছোট প্রয়াসগুলোই তার মনে জায়গা করে নেবে। দীর্ঘ দিন সংসারের টানাপড়েনের জেরে অনেকেই খিটখিটে হয়ে যান, কিন্তু তার কথাও কেউ ভাবছে দেখলে তিনি খুশিই হবেন। সবাই মিলে গল্প করুন, সময় দিন শাশুড়িকে। ছেলেকেও বলুন মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে। মা-ছেলের সম্পর্কের মধ্যে না পড়াই ভালো।

ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়ার কারণ

লাইফস্টাইল ডেস্ক:

ক্ষত সব সময় দ্রুত শুকায় না। অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। এমনকি কয়েক মাসও ক্ষত থাকতে পারে। সাধারণত এসব ক্ষতকে ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষত বলা হয়। নানা কারণে ক্ষত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এসব ক্ষত সারাতে হলে বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসা নিতে হয়। আর অবহেলা করলে এই ক্ষত থেকে আরও গভীরে হাড়ে সংক্রমণ, এমনকি চর্মজনিত ক্যানসারও হতে পারে। ক্ষত নিরাময় মানবদেহের একটি স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া, যা চারটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের মাধ্যমে হয়। এর মধ্যে আছে–হেমোস্ট্যাসিস, প্রদাহ, প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ। একটি ক্ষত সফলভাবে নিরাময়ের জন্য ওপরের চারটি পর্যায়ই যথাযথ ক্রম ও সময় মেনে ঘটতে হবে। বেশ কিছু বিষয় আছে, যেগুলো ক্ষতস্থান পূরণের পর্যায়গুলোয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ফলে ক্ষত শুকাতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি সময় লাগে। যেমন

মরা চামড়া বা কোষ: ক্ষতস্থানে মরা চামড়া বা কোষ থেকে গেলে বা শরীরের অংশ নয় এমন কিছু রয়ে গেলে।

সংক্রমণ: ক্ষতস্থানে জীবাণু আক্রমণ করলে শরীর তখন ক্ষত পূরণ না করে জীবাণু ধ্বংস করতে ব্যস্ত থাকে।

রক্তক্ষরণ: ক্ষতস্থানে যদি রক্তপাত হতেই থাকে, তাহলে নতুন কোষ তৈরি, জোড়া লাগা, মজবুত হওয়া বন্ধ থাকে।

রক্ত চলাচলে বাধা: ক্ষতস্থানে রক্ত চলাচল ব্যাহত হলে ক্ষত নিরাময়ের প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয়।

খাদ্য ও পুষ্টির ঘাটতি: ক্ষত পূরণের জন্য শরীরে পর্যাপ্ত প্রোটিন, জিংক, আয়রন ও ভিটামিন সি প্রয়োজন। এসব জিনিসের ঘাটতি থাকলে ক্ষত শুকাবে না। অন্যদিকে, বাড়তি ওজনের কারণেও ক্ষত শুকাতে দেরি হয়।

কিছু রোগ: ডায়াবেটিস, রক্তশূন্যতা, রোগ প্রতিরোধক্ষমতার অভাব, ক্যানসার, রক্তনালির সমস্যা বা রক্ত চলাচলে সমস্যাজনিত রোগ থাকলে ক্ষত পূরণে দেরি হয়।

ধূমপান: ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ক্ষতস্থান পূরণে ধীরগতি দেখা যায়। সেই সঙ্গে জটিলতা দেখা দিতে পারে। অনুভূতি কমে যাওয়ার কারণে বারবার ক্ষত বা আঘাত লাগলেও রোগী বুঝতে পারেন না, ফলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বিশেষ ধরনের জীবাণু দিয়ে সংক্রমণ হলেও ক্ষত দীর্ঘমেয়াদি হয়। সে জন্য শরীরে কোনো ক্ষতের সৃষ্টি হলে এবং স্বাভাবিকের (৩-৪ সপ্তাহ) তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। চিকিৎসক রোগীর সম্পূর্ণ ইতিহাস, ওষুধ, অভ্যাস ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কে জেনে প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা, রক্ত চলাচল ও স্নায়ু পরীক্ষা, ক্ষতস্থানের পুঁজ এমনকি ক্ষতস্থান থেকে সামান্য মাংস কেটে পরীক্ষা করে ক্ষত না শুকানোর কারণ বের করতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করবেন। সুতরাং দুর্ঘটনাবশত শরীরের কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে এবং শুকাতে দেরি হলে হেলাফেলা না করে নিকটস্থ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

লোকসভা নির্বাচন

১৭২ অভিযোগ, আলিপুরদুয়ার থেকে এসেছে ১৩৫ অভিযোগ, জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে ৭৬টি অভিযোগ। রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ মোট ২৮টি। যার মধ্যে বিজেপি ৯, তৃণমূল ৯ এবং সিপিএম ১টি অভিযোগ জমা করেছে। অভিযোগ, শীতলকুচির বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হুমকি দিয়েছে তৃণমূল। গেরুয়া শিবিরের এক কর্মীকে হাঁসুয়ার কোপ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। গোঁসাইহাট পঞ্চায়েতে এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। তাদের পালটা দাবি, তাদের কর্মী-সমর্থকদের আক্রমণ করা হচ্ছে। দিনহাটার ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার চান্দামারিতে সংঘর্ষে জড়ায় তৃণমূল-বিজেপি। জখম হন একাধিক। আবার ভেটাগুড়িতে বাড়ির কাছেই আক্রান্ত হন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মণ। উত্তেজনার ছবি ধরা পড়ে জলপাইগুড়ির ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতেও। বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি লোক নিয়ে বুথে ঢুকে গণ্ডগোল করছেন। এমনই অভিযোগ ঘাসফুল শিবিরের। অন্যদিকে আবার আলিপুরদুয়ারের তুলসীপাড়া চা বাগানে চারটি বুথে বিজেপি এজেন্টদের বসতে না দেয়ার অভিযোগ করেছেন বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা।
সকাল থেকে নির্বিঘ্নেই চলছিলো ভোটদান। হঠাৎই ছন্দপতন। বুথের বাইরে মর্মান্তিক মৃত্যু সিপিএম কর্মীর। ধূপগুড়ি ব্লকের বিনয় শা মোড় এলাকায় ১৫/১২৪ নম্বর বুথের বাইরে সিপিএমের অস্থায়ী ক্যাম্পে বসে ছিলেন দলীয় কর্মী প্রদীপ দাস (৫৮)। আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাকে দলের অন্য কর্মীরা হাসপাতালেও নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আচমকা কেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আগে থেকে কোনো শারীরিক অসুস্থতা ছিল কিনা সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে এখনো কিছু জানা যায়নি। পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন স্থানীয় সিপিএম নেতারা। ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়ে তার পরিবার। সিপিএম নেতা জয়ন্ত মজুমদার জানান, মর্মান্তিক ঘটনা। দলের বড় ক্ষতি হলো।
এদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয় কোচবিহারে। মৃত জওয়ানের নাম নীলেশ কুমার নীলু (৪২)। বিহারের নওয়াদা জেলার বাসিন্দা নীলু কোচবিহারে বেলতলা এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার নাক, মুখ দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়। এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
একদিকে যখন ভোটের এই চিত্র অন্যদিকে দেখা গেছে চমকপ্রদ আয়োজন। ভোট দিলেই থাকছে ভালোমন্দ আহারের ব্যবস্থা। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭/২০৮/২০৯ নম্বর বুথের ভোটারদের আহারের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে তৃণমূল সদস্যদের তরফে। সকালের জলখাবারে গরম-গরম লুচি, কাবলিচানা, সঙ্গে পনির দিয়ে সুস্বাদু তরকারি এবং মিষ্টি। সেই সঙ্গে লাঞ্চেও সুস্বাদু মেনু। দুপুরের খাবারে সাদা ভাত, ডাল, ডিমের কারি, শেষ পাতে চাটনি।
এত গেল বাংলার কথা, গোটা দেশের মধ্যে বিশেষ নজর ছিল মণিপুরের দিকে। ক'দিন আগে পর্যন্ত গোষ্ঠী সংঘর্ষে আগুন জ্বলেছে এখানে। এই পরিস্থিতিতে আজ সকালে ২৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সেই ভিডিওতে গুলি চালানোর শব্দও পাওয়া গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, অল্প সময়ের ব্যবধানে দুবার গুলি চলছে। মানুষ চিৎকার করে উঠছে আতঙ্কে। পরে আবার গুলির শব্দ পাওয়া যায়। অনুমান, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই চলছিল। তবে এটা পরিষ্কার নয়, ইনার মণিপুর না আউটার মণিপুর কোথায় গুলি চলেছে। মণিপুরের এক কেন্দ্রেই এবার ভোট হচ্ছে দু'দফায়। ইনারপুরে আজই নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেলেও আউটার মণিপুরে প্রথম দফায় ভোট করানো হচ্ছে আংশিকভাবে। এই পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই ভিডিও ঘিরে। পাশাপাশি পূর্ব ইম্ফলের ২টি এবং পশ্চিম ইম্ফলের ৩টি বুথে স্থগিত হয়ে যায় ভোটগ্রহণ পর্ব। পোলিং অফিসার জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে বুথে ভাঙচুর করে কয়েকজন দুষ্কৃতি। উত্তেজনা ছড়াতেই ৫টি বুথে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। অন্যদিকে ছত্তীসগড়ের বিজাপুরে ভোট চলাকালীনই বিস্ফোরণ হয়। ডিউটি করতে গিয়ে আহত হন সিআরপিএফ জওয়ান। বিস্ফোরণের পরই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। বুথ ছেড়ে পালিয়ে যান ভোটাররা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভোট বুথের কাছে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে। কোথা থেকে ওই বিস্ফোরক এলো, তা এখনো জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
তামিলনাড়ুর সব আসনেই আজ ভোট ছিল। শুক্রবার সকাল সকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বুথে পৌঁছে যান দক্ষিণের প্রথমসারির মেগাস্টাররা। ভোরবেলায় বুথে গিয়ে ভোট দিলেন রজনীকান্ত। তারপর ভক্তদের সঙ্গে ছবিও তোলেন। খানিকক্ষণ পর সেই একই বুথে গিয়ে ভোট দিলেন অভিনেতা ধনুষ, অজিথ, বিজয় সেতুপতিও। চেন্নাইয়ের এক বুথে ভোট দেন অভিনেতা কমল হাসান। সস্ত্রীক ভোট দেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন।
গরম উপেক্ষা করেই আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ শামিল হয়েছিলেন ভোট উৎসবে। ব্যতিক্রম শুধু নাগাল্যান্ড। উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যটির প্রায় ২০টি বিধানসভা এলাকায় ভোটের হার প্রায় শূন্য। কারণ পূর্ব নাগাল্যান্ডের ২০টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে আলাদা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ফ্রন্টিয়র নাগাল্যান্ড টেরিটরি (FNT) তৈরি করতে হবে এই দাবি জানিয়ে পূর্ব নাগাল্যান্ডের প্রভাবশালী সংগঠন ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (ENPO) ওই এলাকায় ভোট বয়কটের ডাক দেয়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র ওই আলাদা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের বিজ্ঞপ্তি দেয়নি। সেই ক্ষোভেই বৃহস্পতিবার গোটা এলাকায় সম্পূর্ণ শাট ডাউনের দাবি তোলে ENPO। আর তাই ভোটের দিন গোটা পূর্ব নাগাল্যান্ডে ছিল কার্যত বন্ধের ছবি।

আক্রমণাত্মক অবস্থানে

নেতারা বলছেন, নির্বাচনে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ নির্বাচনে গেলে নেতাকর্মীদের ওপর নতুন করে হামলা-মামলা বেড়ে যাবে। তাছাড়া এই সরকারের অধীনে যে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না তা বার বার প্রমাণিত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে নির্বাচনে গিয়ে যেমন জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই, তেমনি সংসদ নির্বাচন পুনরায় অনুষ্ঠানের যে দাবি তোলা হয়েছে তা দুর্বল হয়ে পড়বে।
বিএনপির সিনিয়র এক নেতা জানান, উপজেলা নির্বাচন নিয়ে বিএনপিতে দুই ধরনের মত নিয়েও উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। নীতি নির্ধারণী ফোরামের বৈঠকেও অংশগ্রহণের বিষয়ে অনেক নেতা ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এ নিয়ে জেলার নেতাদের সঙ্গে কথা বলেবেন দলের নীতি নির্ধারণী ফোরামের নেতারা। তাদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
দলের সিনিয়র এক নেতার মতে, শেষ পর্যন্ত দলের নেতাকর্মী আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিলে বিএনপি হাইকমান্ড নীরব থাকবে। এর কারণ হচ্ছে, একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর ২০১৯ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছিল বিএনপি। তা সত্ত্বেও দলটির তৃণমূলের অনেক নেতা সেসব নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন, কেউ কেউ বিজয়ীও হয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিএনপির কোনো কোনো নেতা দল থেকে বেরিয়ে অন্য দলের ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। ফলে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে তৃণমূলের নেতাদের বিরত করা যাবে কিনা, তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের মধ্যেও।
ভেতরে ভেতরে যে আলোচনাই হোক না কেন প্রকাশ্যে এই নির্বাচন ইস্যুতে খুবই কঠোর বিএনপি। দলের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানানো হয়েছে নির্বাচনে অংশ তো নেবেই না, কেউ অংশ নিলে তাদের বিরুদ্ধে দল সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থান নেবে।
উপজেলা নির্বাচনে দলের অবস্থান প্রসঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেন, 'সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি আদায়ে রাজপথে রয়েছি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করেছি। আন্দোলনের কর্মসূচি চলমান। এ অবস্থায় সরকারের অধীনে কোনো ধরনের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার চিন্তা-ভাবনাও নেই।'
এদিকে বিএনপির সঙ্গে একমত হয়ে জাতীয় নির্বাচন বর্জন করা জামায়াতে ইসলামীও কৌশলগত কারণে উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেবে না। তবে এই নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী রাখার সিদ্ধান্ত রয়েছে দলটির। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে জানিয়েছে, তারা এবার স্থানীয় সরকারের কোনো নির্বাচনে দলীয় প্রতীক দেবে না। বিএনপিও এ নির্বাচনে আছে কৌশলী অবস্থানে। ফলে এবারের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হবে মূলত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে। আর এই সুযোগটি জামায়াত কাজে লাগাতে চায় বলে জানা গেছে।
আলাপকালে জামায়াতের দায়িত্বশীল পর্যায়ের একাধিক নেতা প্রায় একই সুরে কথা বলেন। তাদের মতে, উপজেলা নির্বাচনে বড় দুই দল দলীয় প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ না করায় স্বতন্ত্রভাবে সব প্রার্থীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং এলাকায় অবস্থানের বিষয় বিবেচনায় আসবে। এমন নির্বাচনে জামায়াত ভালো করবে বলেই দলটি মনে করে। এ কারণে সর্বশক্তি দিয়ে জামায়াত উপজেলা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতোমধ্যে অন্তত ১৫০টি উপজেলায় কারা কারা প্রার্থী হবেন তাদের একটি তালিকা প্রস্তুতির কাজও শুরু করেছে তারা। জামায়াত সূত্র মতে, দেশের দক্ষিণাঞ্চল, উত্তরাঞ্চলের জামায়াতের সাংগঠনিক শক্তি আগের চেয়ে বেড়েছে এবং তারা উপজেলা নির্বাচনে কতগুলো নির্দিষ্ট উপজেলাকে টার্গেট করে তাদের প্রচারণা চালাবে এবং একটি সম্মানজনক ফলাফল নিয়ে আসার জন্য জামায়াত সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে।
সম্প্রতি জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে উপজেলা নির্বাচনকে নিজেদের সংগঠন গোছানো এবং জনপ্রিয়তা যাচাই একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয়। দায়িত্বশীল নেতাদের অধিকাংশই মত দেন যে, উপজেলা নির্বাচনে ভালো ফলাফল করার মধ্য দিয়ে তারা তাদের সাংগঠনিক অবস্থাকে যেমন সংহত করতে পারবে ঠিক তেমনি তারা তাদের অবস্থান জানান দিতে পারবে। পাশাপাশি নিজেদের শক্তিশালী প্রমাণের ক্ষেত্র হিসেবে উপজেলা নির্বাচনকে ব্যবহার করারও সুযোগ তৈরি হতে পারে। গত দেড় দশকে জামায়াতের নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বশেষ ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এর পরপরই দেশের স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন নির্বাচনেও অংশগ্রহণ ছিল দলটির। ২০১৩ সালের উপজেলা নির্বাচনে ৩৪ জন চেয়ারম্যান, ৩৬ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ২৩৪ জন ভাইস চেয়ারম্যান বিজয়ী হন। এরই মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১০ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার বিচার কাজ শুরু হলে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে জামায়াত। এদিকে জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট রায় দেন হাইকোর্ট। ২০১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর দলটির নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সবশেষ গত বছর ১৯ নভেম্বর রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতকে দেওয়া নিবন্ধন অবৈধ মর্মে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বেঞ্চ। নিবন্ধন বাতিল হওয়ার পর জাতীয় কিংবা স্থানীয় কোনো নির্বাচনে দলীয়ভাবে অংশ নিতে পারেনি জামায়াতে ইসলামী।
জানা গেছে, নিবন্ধন নিয়ে হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে বহাল থাকায় আইনগতভাবে (দলীয় প্রতীকে) এখন নির্বাচন করতে পারবে না জামায়াত। কিন্তু দলের যে কোনো নেতা যে কোনো কর্মী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। তাতে কোনো সমস্যা নেই।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভেতরে ভেতরে দল গোছানোর পাশাপাশি আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়ারও প্রস্তুতি রয়েছে নিবন্ধনহীন দলটির। ৪৮১টির মধ্যে অন্তত দেড়শ'টি উপজেলায় জামায়াত প্রার্থী দেবে। নেতাদের দাবি, জামায়াতের প্রতি জনগণের সমর্থন রয়েছে। নিবন্ধন বাতিল হলেও তারা সব ধরনের নির্বাচনে অংশ নিতে চান। সেদিক থেকে বিকল্প পন্থাও খুঁজে নেওয়া হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাচনে জামায়াতের অবস্থান প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, এটা স্থানীয় নির্বাচন। এ ব্যাপারে দল আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। পাশাপাশি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজনৈতিক মিত্রদের সঙ্গে আলোচনারও বিষয় আছে।

যে মিশনে সিলেটের পাঁচ নেতা

গঠন হতে পারে। সিলেট জেলা ও নগর আওয়ামী লীগের নেতারা চাইছেন নতুন করে কমিটি গঠন। দীর্ঘদিন ধরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। এতে অপেক্ষায় থেকে থেকে অনেক নেতাই যুবলীগসহ অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনে চলে যাচ্ছেন। বর্তমান কমিটি ভেঙে নতুন করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন চান তারা। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে কেন্দ্রের কাছে তাদের মতামত জানিয়েছেন। আর আওয়ামী লীগের ৫ নেতা চাইছেন বর্তমান অর্ধাঙ্গ কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ করতে। মেয়াদ কম হলেও তারা নিজেদের শক্তি বাড়াতে এটি করতে চাইছেন। এর কারণ- বর্তমান কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি হলে সেখানে তাদের অধিকার খর্ব হতে পারে। এতে করে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি। সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদের শক্তিশালী দাবিদার পরিণত হয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন খানের নিয়ন্ত্রিত বলয় তেলীহাওর গ্রুপ ও নগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আসাদউদ্দিন আহমদের বলয় চৌহাট্টা গ্রুপ। দু'বলয়েই যোগ্য নেতা রয়েছে। তারা সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন বলে ছাত্রলীগের একাংশের নেতারা জানিয়েছেন।
বর্তমান কমিটির ৪ নেতার মধ্যে সম্পাদকরা শীর্ষ পদে আসীন হওয়ারও লবিং চালাচ্ছেন। এই অবস্থায় সাম্প্রতিক সময়ে জেলা ও নগর ছাত্রলীগের ৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিকে বহাল রেখে নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। মধ্য রমজান থেকে এ ব্যাপারটি নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে সিলেটে। রমজানের পর ছাত্রলীগের ভেতরে এ নিয়ে তোড়জোর বেশি। বলয়কেন্দ্রিক নেতারা নিজেদের অবস্থান জানান দিতে আড্ডা, মহড়া সবই দিচ্ছেন। সম্প্রতি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে এক সঙ্গে দেখা গেছে সিলেটের ৫ নেতাকে। এর মধ্যে রয়েছেন সিলেটের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মৌলভীবাজার-২ আসনের এমপি শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, সিলেট-৩ আসনের এমপি হাবিবুর রহমান, সুনামগঞ্জ-১ আসনের এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট রঞ্জিত সরকার ও নগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বিধান কুমার সাহা। ছাত্রলীগের নেতারা বলছেন; সম্প্রতি নেতারা ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার জন্য জোর লবিং করছেন। এ নিয়ে কেউ কেউ একাধিকবার ঢাকা সফর করেছেন।
তাদের সঙ্গে জেলা ও নগর ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির নেতারাও সঙ্গে ছিলেন। ফলাফল কী আসছে সেটি এখনো অজানা। তবে, সিলেটের তোড়জোর জানান দিচ্ছে খুব দ্রুত আসতে পারে পুরাতন ৪ জনকে বহাল রেখে পূর্ণাঙ্গ কমিটি। এজন্য সিলেটে নগর বলয়ে তোড়জোর চলছে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নিজেদের বলয়কে জানান দিতে আড্ডা, জমায়েত হচ্ছেন। সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজ মানবজমিনকে জানিয়েছেন, প্রায় ৮ বছর ধরে সিলেট ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। এ নিয়ে হতাশায় রয়েছেন নেতাকর্মীরা। গত জুলাই মাসে আমরা সিলেট জেলা ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটির প্রস্তাব কেন্দ্রে জমা দিয়েছি। সেটির ঘোষণার জন্য সিলেট ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি জানান, কমিটি পূর্ণাঙ্গ হলে দল শক্তিশালী হবে। ইতিমধ্যে আমরা সিলেট জেলার অধিভুক্ত উপজেলা, পৌর, কলেজ ছাত্রলীগকে গুছিয়ে এনেছি। এখন জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা হলে দল শক্তিশালী হবে বলে জানান তিনি। সিলেট নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাঈম আহমদ জানিয়েছেন, পূর্ণাঙ্গ কমিটি খুব শিগগিরই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা ২০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটির প্রস্তাবনা কয়েক মাস আগেই কেন্দ্রে পাঠিয়েছি। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর সিলেট নগর ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ঐতিহ্যবাহী এমসি, সরকারিসহ কয়েকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি গঠন করতে পেরেছি। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে সিলেটে ছাত্রলীগ শক্তিশালী বলে জানান তিনি।

তাপদাহের মাঝেই খুলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রাথমিকে অ্যাসেম্বলি বন্ধ রাখার নির্দেশ

আওয়াজবিডি ডেস্ক: তীব্র গরমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অ্যাসেম্বলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। শনিবার (২০ এপ্রিল) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশজুড়ে বহমান তাপদাহের ওপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তীক্ষ্ন নজর রাখছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অ্যাসেম্বলি পরবর্তী নির্দেশনা দেওয়া না পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।এদিকে, আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে এপ্রিল ও মে মাসজুড়েই গরম পড়বে। (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়) তাপদাহ অব্যাহত থাকতে পারে আরও আটদিন। বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি ক্রমশ বৃদ্ধির কারণে গরমের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেও জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ শাহিনুর ইসলাম। তীব্র এ গরমের সময়ে দুপুর ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত সবাইকে বাইরে কম বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এ আবহাওয়াবিদ। আপাতত বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানায় আবহাওয়া অফিস। তবে কালবৈশাখী ঝড় বা বজ্রসহ বৃষ্টি হলে সারাদেশের তাপমাত্রা কিছুটা কমাতে পারে।
গতকাল শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধরা পড়েছে চুয়াডাঙ্গায়। যা ছিল ৪১ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকালসহ টানা চারদিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নিয়ে পুড়ছে এই জেলা।
এছাড়া, তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে জানিয়ে গতকাল সারাদেশে ৭২ ঘণ্টার হিট এলার্ট জারি করেছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিকের সই করা আবহাওয়া অধিদফতরের এক সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

বিএনপি নেতাকর্মীদের

দুর্নীতির মতো সুনির্দিষ্ট ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তরাই এ সংক্রান্ত মামলার আসামি হয়েছেন। তিনি বলেন, আজকে তারা (বিএনপি) সব জায়গায় কান্নাকাটি বলছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা। তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে মামলাগুলো কিসের মামলা? অগ্নিসন্ত্রাস, অস্ত্রপাচার, গ্রেনেড হামলাসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা। তারা অপরাধ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সেটাই তো বাস্তবতা। এসব মামলাগুলো দ্রুত শেষ করে এগুলোর শাস্তি দিয়ে দেয়া উচিত বলেও তিনি উল্লেখ করেন। গতকাল প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবনে সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ কৃষক লীগের ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে দেয়া ভাষণে এ কথা বলেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ সরকার বিটু।
২০১৩ ও ১৪ সালে নির্বাচন বানচালের জন্য এবং পরবর্তীতে বিএনপি-জামায়াতের আগুন সন্ত্রাস ও সহিংসতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তারা ৩ হাজার ৮০০ গাড়ি পুড়িয়েছে, বাস, লঞ্চ ও রেল পুড়িয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে না তো কি হবে। তিনি বলেন, ওদের বিরুদ্ধে কোনো মামলাইতো পলিটিক্যাল মামলা না, প্রত্যেকটা মামলা হচ্ছে অগ্নিসন্ত্রাসের মামলা।
তারা মানুষ হত্যা করেছে আগুন দিয়ে। নির্বাচন ঠেকাতে যেয়ে তারা রেলে আগুন দিয়ে মা-শিশুকে পুড়িয়ে মেরেছে, যারা এগুলো করলো তাদের বিরুদ্ধে কি মামলা হবে না? তাদেরকে কি মানুষ পূজা করবে সে প্রশ্নও তোলেন তিনি। বিএনপি'র নেতাকর্মী গ্রেপ্তার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কান্নাকাটি করে তারা সব জায়গায় বলছে এত লক্ষ লোক তাদের গ্রেপ্তার। সারা দেশে যত জেলখানা আছে সেগুলোর একটা ধারণ ক্ষমতা রয়েছে, তারা যত লক্ষ গ্রেপ্তার হয়েছে বলছে জেলখানাগুলোর তত ধারণক্ষমতা নেই। আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, তারা (বিএনপি) যেভাবে বলছে তাদের ৬০ লাখ লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, ৬০ লাখ লোক ধারণ করার ক্ষমতাও নাই এসব জেলে। তারপরও যতটুকু ধারণ ক্ষমতা আছে সবই বিএনপির লোক এটাই তো তারা বলতে চাচ্ছে। তার মানে বাংলাদেশে যত অপরাধ সব অপরাধ করে বিএনপি। শেখ হাসিনা বলেন, তাদের ভাগ্য ভালো আমরা ক্ষমতায় আছি, আমরা তাদের মতো প্রতিশোধপরায়ণ না, তাই তারা এখনো কথা বলার সুযোগ পায়। তারা সারাদিন কথা বলে মাইক লাগিয়ে, তারপর বলবে কথা বলার সুযোগ পায় না।
বিরোধী দলে থাকার সময়কার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ অফিসেতো আমরা ঢুকতেই পারতাম না। কীভাবে তারা অত্যাচার করেছে আমাদের ওপর, আমরা তো তার কিছুই করি নাই। আমরা প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত থাকিনি। আমরা আমাদের সব শক্তি-মেধা কাজে লাগিয়েছি দেশের উন্নয়নে, দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে। শেখ হাসিনা বলেন, তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমবায়ভিত্তিক কৃষি নিশ্চিত করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি দেশের প্রতি ইঞ্চি অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে সার্বিক উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমবায়ভিত্তিক কৃষি চালু করে জমির আইল দূর করে বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি রক্ষা করা যেতে পারে। কৃষিতে গবেষণার পাশাপাশি কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী।
তিনি বলেন, কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ সবচেয়ে সফল। আমাদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের উদ্যোগে কৃষিখাতের উন্নয়ন এবং খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ সমূহের চুম্বকাংশ তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের কৃষি উন্নত হয়েছে, কারণ সরকার কৃষিখাতের গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার কৃষি খাতে ২৬ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপের ফলে দেশের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। তিনি বলেন, একসময় যারা নুন-ভাত বা ডাল-ভাতের কথা ভাবতেন, তারা এখন মাছ-মাংস-ডিমের কথা ভাবেন। তাই যারা সরকারের সমালোচনা করেন, তাদের বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, বাংলাদেশ উন্নত হয়েছে কি-না।

লোকসভা নির্বাচন, নরমে-গরমে প্রথম দিন

আওয়াজবিডি ডেস্ক: শুরু হয়ে গেল ভারতের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। সাত দফা ভোটপর্বের প্রথম দফায় শুক্রবার ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে ভোট ছিল ১০২টি আসনে। প্রথম দফায় ছিল পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িও। সব থেকে বেশি অশান্তির ছবি দেখা গিয়েছে কোচবিহারে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী থেকেছে কোচবিহারের শীতলকুচি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল রাজ্য-রাজনীতি। সেই ঘটনা এখন অতীত। তবুও চোখ বুজলেই সেখানকার মানুষের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আতঙ্কের দৃশ্য। ভোট এলে ভয়ও বাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই ভোটের মওসুমে শীতলকুচিতে বাড়তি নজর রয়েছে কমিশনের। তা সত্ত্বেও লোকসভা ভোটে উত্তেজনা শীতলকুচি এলাকায়। উঠেছে বুথ জ্যাম, রিগিংয়ের অভিযোগ। নির্বাচন কমিশনেও জমা পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ। প্রচুর অভিযোগ এসেছে রাজভবনে। নির্বাচন কমিশনে মোট ৩৮৩টি অভিযোগ জমা পড়েছে। তারমধ্যে কোচবিহার থেকে এসেছে (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

আক্রমণাত্মক অবস্থানে বিএনপি, জামায়াত নমনীয়

আওয়াজবিডি ডেস্ক: দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বর্জন করা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর জানার আগ্রহ নেই এমন মানুষ খুঁজে পেতে কষ্ট হবে। দল দু'টির নীতি নির্ধারকরা এই প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দিচ্ছেন যে, জাতীয় নির্বাচনের পথেই হাঁটবেন তারা। অর্থাৎ নির্বাচন বর্জন করবেন। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের চিত্র ভিন্ন। উপরে আক্রমণাত্মক অবস্থানে থাকলেও তৃণমূলের অবদার মেটানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে বিএনপি। অন্যদিকে নমনীয় কৌশল অবলম্বন করছে জামায়াত। আগ্রহী নেতাকর্মীদের তারা বাধা তো দিচ্ছে না, কিছু ক্ষেত্রে প্রস্তুতিতে সহযোগিতাও করছে। বিএনপি সূত্র মতে, আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে বিএনপিতে দুই ধরনের মত আছে। অংশগ্রহণের পক্ষেই অধিকাংশ নেতকর্মী। অংশ নেওয়ার পক্ষে থাকা নেতারা বলছেন, নির্বাচনে অংশ না নিলে মাঠপর্যায়ের হতাশাগ্রস্ত নেতাকর্মীরা অন্য দলে যোগ দিতে পারেন। ফলে দলের সাংগঠনিক শক্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। এছাড়া নির্বাচনে না গেলে রাজনৈতিকভাবেও ক্ষতির মুখে পড়তে পারে দল। আর বিপক্ষে থাকা (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

যে মিশনে সিলেটের পাঁচ নেতা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: সিলেট আওয়ামী লীগ বিভক্ত। একদিকে অবস্থান জেলা ও নগর আওয়ামী লীগের পদবিধারীসহ প্রায় সব নেতাদের। অন্যদিকে অবস্থান কেন্দ্রীয় নেতা শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, সিলেটের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীসহ ৫ নেতার। এর মধ্যে তিনজনই বর্তমান এমপি। সম্প্রতি ৫ নেতার একসঙ্গে ছবি ভাইরাল হয়েছে। কী জানান দিচ্ছেন তারা- এ নিয়ে এন্তার প্রশ্ন সিলেট আওয়ামী লীগে। তবে, নতুন মিশন তো আছে। সেটি হচ্ছে ছাত্রলীগকে নিয়ে। সিলেট জেলা ও নগর ছাত্রলীগের কমিটি ৪ সদস্যবিশিষ্ট। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের শীর্ষ মহলের কেউ কেউ চাইছেন পূর্ণাঙ্গ কমিটি না দিয়ে পুরাতন কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করতে। তবে সিলেট ছাত্রলীগের নেতাদের মত হচ্ছে- স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি দেয়া। কয়েক মাস আগেই পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা কেন্দ্রে জমা পড়েছে। রমজানে সিলেট সফর করে গেছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। সিলেটের বর্তমান নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সিদ্ধান্ত আছে দুটোই। কমিটি ভাঙা হতে পারে, আবার পূর্ণাঙ্গ কমিটি (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

দাবদাহ : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়ল ৭ দিন

ডেস্ক নিউজ: প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২১ এপ্রিলের পরিবর্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলবে আগামী ২৮ এপ্রিল। শনিবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথকভাবে বিবৃতিতে ছুটি বাড়ানোর বিষয়টি জানিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান বলেন, চলমান পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি সাতদিন বাড়ানোর জন্য আমরা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দিয়েছি। তারা এ সংক্রান্ত নোটিশ শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবে। বিষয়টি নিশ্চিত করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) প্রফেসর শাহেদুল খবির চৌধুরী বলেন, তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি সাতদিন (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কোনো মামলা নেই: প্রধানমন্ত্রী

আওয়াজবিডি ডেস্ক: বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলাই রাজনৈতিক নয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অগ্নিসংযোগ, গ্রেনেড হামলা, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান (বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ আহমদ আওয়াজবিডি করপোরেশন লিমিটেড, জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্ক, ইউএসএ (৩৭-৪২ ৭২ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস) নিউইয়র্ক-১১৩৭২
ফোন: +১৬৪৬৩০৯৬৬৬৫ ইমেইল: usa.awaazbd@gmail.com